মুসলিম জাতির প্রতি
মহা উপদেশ

মূল :

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া (র.)

প্রকাশনায় :

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

মুসলিম জাতির প্রতি

মহা উপদেশ

মূল :

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইব্‌নে তাইমিয়া (র.)

(৬৬১-৭২৮ হিঃ)

অনুবাদ :

মাওলানা মোঃ আবু তাহের

দাওরা (হাদীস), কামিল (ফিক্‌হ), বি. এ. অনার্স (হাদীস),
এম.এ. (হাদীস), পি.এইচ.ডি. (গবেষক) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া,
দাঈ : আলমুলহাকুদ দীনী, সৌদী দূতাবাস বাংলাদেশ আফিস।

প্রকাশনায় :

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

www.eelm.weebly.com

প্রকাশনায় :
সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন

সম্পাদনায় :
ড.আবদুল্লাহ্ ফারুক
সউদী দূতাবাসের অনুবাদ কর্মকর্তা ও সাবেক চেয়ারম্যান,
(ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ) আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম।
ডাঃ মোঃ মোশাররফ হোসেন মূসা
এমবিবিএস, ডিএ(বিএসএমএমইউ)
সহকারী অধ্যাপক, এ্যানেস্থেশিওলজি বিভাগ
খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

আঞ্চলিক অফিস :
ধারাবারিষা বাজার, থানা-গুরুদাসপুর, জেলা-নাটোর।
মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০০৯ ঈসায়ী

অনুবাদ স্বত্ব :
অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত।

মুদ্রণে :
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
৯০, হাজী আবদুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা–১১০০।
ফোন : ৭১১২৭৬২, ০১৭১১৬৪৬৩৯৬

ISBN : 978-984-8766-07-1

বিনিময় : ৬০ টাকা মাত্র।

www.eelm.weebly.com

সূচীপত্র

www.eelm.weebly.com

সম্পাদকের কথা

মুসলিম জাতির প্রতি মহা উপদেশ গ্রন্থটির লেখক বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী ব্যক্তিত্ব আল্লামা তাকী উদ্দীন আহমদ বিন আবদুল হালিম বিন তাইমিয়া (রহঃ) (৬৬১-৭২৮হি.)। তিনি যে প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতির উদ্দেশ্যে মহা উপদেশ বাণী দিয়েছিলেন, আজ তা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে। তিনি যেসব সমস্যা চিহ্নিত করে জাতিকে তা থেকে নিরাপদ থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সে সব সমস্যায় মুসলিম বিশ্ব আজ মহামারিতে আক্রান্ত। তাই এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ হওয়া খুবই প্রয়োজন ছিল। আমাদের আহ্বানে এ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলিম, গবেষক, অনুবাদক ও বহু গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা আবু তাহের।
আমরা বইটি সহজ বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। মুদ্রণ বিভ্রাট অথবা যে কোন গঠন মূলক পরামর্শ পরম শ্রদ্ধার সাথে গৃহীত হবে ইনশা আল্লাহ। গ্রন্থটি পড়ে মুসলিম সমাজ উপকৃত হলেই আমরা স্বার্থক হব। হে আল্লাহ তুমি এ গ্রন্থটি আমাদের মুক্তির পাথেয় হিসেবে গ্রহণ কর এবং সম্মানিত অনুবাদক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে কামিয়াব কর। আমীন।

ড.আবদুল্লাহ ফারুক
সউদী দূতাবাসের অনুবাদ কর্মকর্তা ও সাবেক
চেয়ারম্যান, (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ)
আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

www.eelm.weebly.com

অনুবাদকের কথা

মুসলিম জাতির প্রতি *'মহা উপদেশ'* গ্রন্থটির মূল আরবী শিরোনাম হলো 'আল ওয়াসিয়্যাতুল কুবরা' এর লেখক হলেন বৈপ্লবিক সংস্কারক আল্লামা তাকী উদ্দীন আহমদ বিন আবদুল হালিম ইবনে তাইমিয়া। এ বইটিতে বর্তমান যুগে বিভিন্ন দল উপদল ও সংগঠনে বিভক্ত মুসলিমদের আকীদা, আচার-ব্যবহার ও কার্যাবলী বর্ণিত হয়েছে। তিনি গবেষণা করে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইসলামী সংগঠন, দল ও জামা'আত শর্ত সাপেক্ষে জায়েজ। এটি দাওয়াহ নামক ইবাদতের অন্যতম মাধ্যম। এগুলো কখনও ইবাদত নয়। এগুলো ফরজ ও ওয়াজিব নয়। বরং আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া ওয়াজিব। তিনি সুস্পষ্ট ভাবে মুসলিম জাতিকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কোন মুসলিমের জন্য জায়িজ নেই যে, সে একথা বলবে, আমি অমুক ব্যক্তি বা দলের অনুসারী বা কর্মী; বরং সে বলবে আমি একজন মুসলিম। তিনি আরো প্রমাণ করেছেন যে, মানব রচিত আধুনিক ইসলামী দলগুলো সাধারণত স্বরচিত নীতিমালার প্রতি দাওয়াত দিয়ে থাকেন। এটি কোন ক্রমেই বৈধ নয়। বরং জরুরী হলো ঈমানের প্রতি ও আমলে সলিহ (সৎকাজ) এর প্রতি দাওয়াত দেয়া। তাই তিনি সংক্ষেপে অথচ বিজ্ঞান সম্মত পন্থায় বিস্তারিত ভাবে ঈমান ও আমলে সলিহ এর নীতিমালা বর্ণনা করেছেন। আর এটিই হলো ইসলামী রাজনীতি। ইসলামী রাজনীতির মূল খুটি হলো বিশুদ্ধ ঈমান। সঠিক কর্মী হলো আমলে সলিহ (সৎকাজ) সম্পাদনকারী খাঁটি মুসলিম।

যেসব ইসলামী দল, সংগঠন ও জামা'আত মানুষকে ভুলের দিকে দাওয়াত দিচ্ছে তাদেরকে তিনি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন তা বর্জন করার জন্য। এটি সংগঠন ও দল প্রিয় নেতা ও কর্মীদের চলার পথের পাথেয় হবে। সঠিক ইসলামী দলের লোকদেরকে প্রাণ চঞ্চল করবে।

আল্লামা তাইমিয়া যে উদ্দেশ্যে মুসলিম জাতিকে উপদেশ প্রদান করেছেন তা যদি আজকের মুসলিম বিশ্ব গ্রহণ করে তাহলেই মুসলিম জাতি ফিরে পাবে তাদের হারানো ঐতিহ্য। গঠিত হবে সার্বজনিন বিশ্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। নিরসন হবে হাজারো বছরের দলীয় ফাসাদ, হাঙ্গামা ও পরস্পর কাদা ছোঁড়া ছোড়ির নোংরা পথ। প্রতিষ্ঠিত হবে এক ও অখন্ডিত মুসলিম সমাজ। এ গভীর প্রত্যাশায় আজকের আয়োজন এ অনুবাদ বইটি। হে আল্লাহ তুমি এটিকে কবুল কর। আমীন।

মাওলানা মোঃ আবু তাহের

www.eelm.weebly.com

ঈমানের মূলনীতি

আল্লাহ তায়ালা মুহাম্মদ ﷺ'কে হিদায়াত ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন যাতে তিনি সকল ধর্মের উপর তা বিজয়ী করেন। আর সাক্ষী হিসেবে আল্লাহই যথেষ্ট। পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়ণ করার জন্যে তার প্রতি শাশ্বত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন । মুহাম্মদ ﷺ ও তার উম্মতের জন্যে দ্বীন বা জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ করেছেন। তাদের প্রতি নিয়ামত পূর্ণ করেছেন। মানব জাতির জন্য তাদেরকে সর্বোত্তম জাতি বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতঃপর তারা সত্তরটিরও অধিক দলের পূর্ণতা লাভ করবে[1]। পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারীই তাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সম্মানিত ও সর্বোত্তম। আর তাদেরকে মধ্যবর্তী জাতি বানিয়েছেন অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ ও সর্বোত্তম হিসেবে। এজন্যেই তাদেরকে মানুষের উপর স্বাক্ষী হিসেবে মনোনীত করেছেন। তাদের হেদায়াত হলো ঐ দ্বীন ও তাওহীদ যার জন্য সকল রসূলগণকে সমগ্র সৃষ্ট জীবের প্রতি প্রেরণ করেছিলেন। অতঃপর তিনি মানব জাতির মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের গুণাবলীর পার্থক্যের আলোকে জীবন ব্যবস্থা ও পন্থা বিশেষ বিশেষভাবে প্রদান করেছেন। এ মর্মে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

প্রথম ঃ ঈমানের মূলনীতির উদাহরণ

ঈমানের মূলনীতির সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম শিখর হলো তাওহীদ। আর তা হলো এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

যেমন আল্লাহ বলেন-

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِيْ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾

(الأنبياء : ٢٥)

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রসূল প্রেরণ করিনি যার প্রতি এ ওহী

---

[1]. إِنَّ بَنِيْ إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ إِلاَّ مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ

বনী ইসরাঈল (দ্বীনের ব্যাপারে) বাহাত্তর (৭২) দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মত বিভক্ত হবে তিয়াত্তর (৭৩) দলে। এদের একটি দল ব্যতীত সকল দলই জাহান্নামে যাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রসূল সেটি কোন দল? তিনি বললেন, সে দলটি হল, আমি ও আমার সাহাবীরা যে দ্বীনের উপর আছি সে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত দল। (সহীহ তিরমিযী)

www.eelm.weebly.com

ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর। (আম্বিয়া ২১ঃ ২৫)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوْتَ﴾ (النحل: ٣٦)

প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রসূল পাঠিয়েছি যে, আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর আর তাগুতকে (সীমালঙ্ঘনকারী) বর্জন কর। (নাহাল ১৬ঃ ৩৬)

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন,

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُّعْبَدُوْنَ﴾ (الزخرف:٤٥)

তোমার পূর্বে আমি যেসব রসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ্ স্থির করেছিলাম যাদের ইবাদত করা যায় (যুখরুফ ৪৩ঃ ৪৫)।

মহামহিম আল্লাহ আরো বলেন,

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوْحًا وَّالَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى أَنْ أَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِيْ إِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْ إِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ﴾ (الشورى: ١٣)

তিনি তোমাদের জন্যে বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ (ﷺ)-কে। আর যা আমি ওহী করেছিলাম তোমাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসাকে- তা এই যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠিত কর, আর তাতে বিভক্তি সৃষ্টি কর না, তুমি মুশরিকদেরকে যার প্রতি আহ্বান জানাচ্ছ তা তাদের নিকট কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তার অভিমুখী হয় তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন। (শূরা ৪২ঃ ১৩)

মহামহিম আল্লাহ আরো বলেন ;

www.eelm.weebly.com

Contents

﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ، وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ﴾ (المؤمنون:٥١-٥٢)

হে রসূলগণ! পবিত্র বস্তু আহার কর, আর সৎ কাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপে অবগত। আর তোমাদের এই যে জাতি এটা তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের 'রব'। অতএব তোমরা আমাকে ভয় কর (মুমিনূন ২৩ঃ ৫১-৫২)।

আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব ও সকল নবীর প্রতি ঈমান গ্রহণের উদাহরণ হলো; আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেন,

﴿قُوْلُوْا آمَنَّا بِاللهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ وَإِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ﴾ (البقرة: ١٣٦)

তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহর প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, আর যা হযরত ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তদীয় বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছিল এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের রব হতে প্রদত্ত হয়েছিলেন, তদ সমুদয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছি। তাদের মধ্যে কাউকেও আমরা পার্থক্য করি না এবং আমরা তারই প্রতি আত্মসমপর্ণকারী-মুসলিম (বাকারা ২ঃ ১৩৬)।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَقُلْ آمَنْتُ بِمَآ أَنْزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ (الشورى:١٥)

আর বল, আল্লাহ যে কিতাবই অবতীর্ণ করেছেন আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর তোমাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা (ন্যায়বিচার) করার জন্য আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে (শূরা ৪২ঃ ১৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلآئِكَتِه

www.eelm.weebly.com

وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٨٥-٢٨٦)

রসূল (ﷺ) এর প্রতি তদীয় রব হতে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা তিনি বিশ্বাস করেন এবং মু'মিনগণও (বিশ্বাস করে)। তারা সবাই আল্লাহকে, তার ফেরেশতাগণকে, তার কিতাবসমূহকে এবং তার রসূলগণকে বিশ্বাস করে থাকে এবং (তারা বলে) আমরা তার রসূলগণের মধ্যে কাউকেও পার্থক্য করি না এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের 'রব' আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে। কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেন না, কারণ সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্যে এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রব ! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের রব, আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের রব! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, আমাদের পাপ মোচন কর, আমাদেরকে ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি দয়া কর, তুমিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। (বাকারা ২ঃ ২৮৫-২৮৬)।

শেষ দিবসের প্রতি ঈমান ও তাতে সওয়াব ও শাস্তির বিবরণের উদাহরণ হলো ঐরূপ যেমন আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতীসমূহের মধ্যে মু'মিনদের ঈমান সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ

www.eelm.weebly.com

وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ (البقرة: ٦٢)

নিশ্চয় মু'মিন, ইয়াহুদী, খ্রিস্টান এবং সাবেঈন সম্প্রদায় যারা আল্লাহর প্রতি ও কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং ভাল কাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে তাদের 'রব' এর নিকট পুরস্কার। তাদের কোন প্রকার ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না (বাকারা ২ঃ ৬২)।

শরীয়তের মূলনীতির উদাহরণ হলো সূরা আনআম, সূরা বনী ইসরাঈল ও অনুরূপ বিভিন্ন সূরায় বর্ণিত বিধান। এতদ্ব্যতীত মাক্কী সূরা সমূহ যাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা- যার কোন শরীক নেই, পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, চুক্তিপূর্ণ করা, সত্য কথা বলা, ওজন ও মাপ ঠিক দেওয়া, বঞ্চিত ও প্রার্থীকে সাহায্য দেওয়া, অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা না করা, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় গর্হিত কাজ বর্জন করা, অন্যায় ভাবে বাড়াবাড়ী ও পাপাচার কর্ম বর্জন করা, জ্ঞান বিহীন দ্বীনী বিষয়ে কথা না বলা ইত্যাদি হলো শরীয়ত। এর সঙ্গে আল্লাহর দ্বীনকে নির্ভেজাল ভাবে গ্রহণ পূর্বক তাওহীদ বা একত্ববাদ গ্রহণ করা, আল্লাহর উপর ভরসা করা, আল্লাহর রহমতের আশা করা ও আল্লাহর শাস্তির বিষয়ে তাকে ভয় করা। আল্লাহর বিধানের জন্যে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর বিধানের প্রতি আজ্ঞাবহ হওয়া, পরিবার-পরিজন, নিজ সম্পদ ও সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চেয়ে বান্দার নিকট আল্লাহ ও তার রসূল অধিক প্রিয় হওয়া। এছাড়াও ঈমানের মূলনীতি বিষয়ে আল্লাহ আল কুরআনের মাক্কী সূরা সমূহ ও কিছু মাদানী সূরার বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয়ত আল্লাহ মাদানী সূরায় দ্বীনের বিধানসমূহ অবতীর্ণ করেছেন। আর রসূল (ﷺ) তার উম্মতকে তা সুস্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা তার উপর কিতাব ও হিকমাহ বা হাদীস অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ এ বিষয়ে মু'মিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ﴾ (النساء: ١١٣)

এবং আল্লাহ তোমার প্রতি গ্রন্থ ও হিকমাহ (হাদীস) অবতীর্ণ করেছেন এবং

www.eelm.weebly.com

তুমি যা জানতে না, তিনি তাই তোমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। (নিসা ৪ঃ ১১৩)
আল্লাহ আরো বলেন,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ (آل عمران: ١٦٤)

নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি অত্যন্ত অনুকম্পা প্রদর্শন করেছেন যখন তাদের নিকট তাদের নিজস্ব একজনকে রসূল করে পাঠিয়েছেন, সে তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনাচ্ছে, তাদেরকে পরিশোধন করছে, তাদেরকে কিতাব ও হিকমাহ (হাদীস) শিক্ষা দিচ্ছে। (আল ইমরান ৩ঃ ১৬৪)
আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ (الأحزاب: ٣٤)

আল্লাহর আয়াত ও হিকমাহ (হাদীস) এর কথা যা তোমাদের গৃহে পঠিত হয়, তা তোমরা স্মরণ রাখবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি সুক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবহিত। (আহযাব ৩৩ঃ ৩৪)

অসংখ্য সালাফী পন্ডিতগণ বলেছেন হিকমাহ হলো সুন্নাহ বা হাদীস। কেননা কুরআন ছাড়া রসূল (ﷺ) এর স্ত্রীদের গৃহে যা পাঠ করা হতো তা ছিল রসূল (ﷺ) এর সুন্নাহ। এ জন্য রসূল (ﷺ) বলেছেন ঃ

"ألا وإني أُوتيت الكتاب ومثله معه"

সাবধান! আমাকে কিতাব ও তার সঙ্গে অনুরূপ কিতাব দেওয়া হয়েছে[2]।
হাসান বিন আত্বিয়া বলেন, জিব্‌রীল (আঃ) যেরূপ কুরআন নিয়ে মুহাম্মদ (ﷺ) এর নিকট অবতীর্ণ হতেন তেমনি হাদীস নিয়েও অবতীর্ণ হতেন। অতঃপর রসূল (ﷺ)-কে কুরআনের ন্যায় হাদীসও শিক্ষা দিতেন।

এ সব বিধিবিধান যা আল্লাহ শেষ নবী ও তার উম্মতকে হেদায়াত স্বরূপ প্রদান করেছেন; যথাঃ কিবলা, কুরবানী, জীবন ব্যবস্থা, সঠিক পথ প্রভৃতি। অনুরূপভাবে ওয়াক্ত ও সংখ্যাসহ পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, ক্বিরাত, রুকু

---

[2]. আবু দাউদ, সুন্নাহ-কে গ্রহন করা অধ্যায় ৪/২০০, হা নং ৪৬০৪ ।

www.eelm.weebly.com

Contents

ও সিজদা, বায়তুল হারামের দিকে মুখ ফিরানো। আর ফরয যাকাত ও তার পরিমাণ যা তিনি মুসলিমদের নিম্নোক্ত সম্পদের মধ্যে ফরয করেছেন। যথা গবাদী পশু, শস্য, ফলমূল, ব্যবসা, স্বর্ণ, রূপা প্রভৃতি। যারা যাকাতের মালের হকদার সে প্রসঙ্গে ও আল্লাহ্ বলেছেন ঃ

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِيْ الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾ (التوبة: ٦٠)

সদাক্বাহ হল ফকীর, মিসকিন ও সদাক্বাহ (আদায়ের) জন্যে নিযুক্ত কর্মচারী এবং যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, আর গোলামদের আযাদ করার কাজে ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আর জিহাদে আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এ হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত ফরয। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও অতি প্রজ্ঞাময়। (তওবাহ ৯ঃ ৬০)

অনুরূপভাবে রমযান মাসের সওম পালন, বায়তুল হারামে হজ্জ সম্পাদন করা; আর ঐসব নিয়ম কানুন, সীমা রেখা যা আল্লাহ মানুষের জন্যে বিবাহ, মীরাস, শাস্তি, ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঐসব সুন্নাত সমূহও যা তিনি ঈদ, জুমআ, ফরয সলাতের জামাআত এবং ইসতিসকা, জানাযা, তারাবী সলাতে সুন্নাত হিসাবে বিধিবদ্ধ করেছেন। আর যা তিনি অভ্যাসগত রীতি বলে সাব্যস্ত করেছেন যথাঃ খাদ্য গ্রহণ, পোষাক পরিধান, জন্ম-মৃত্যু বিষয়ক কার্যাবলী, শিষ্টাচার ইত্যাদি। আর আল্লাহই তাদের নিকট ঈমানকে প্রিয় করেছেন। পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যমত হওয়া হতে তাদেরকে নিরাপদ রেখেছেন। যেমন তাদের পূর্বে বহু জাতি পথ ভ্রষ্ট হয়েছিল। আর এ কারণেই যখন কোন জাতি পথ ভ্রষ্ট হয়, মহামহিম আল্লাহ তাদের নিকট রসূল (ﷺ) প্রেরণ করেছেন। তাই আল্লাহ যথার্থই বলেছেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ﴾ (النحل: ٣٦)

আর আমি প্রত্যেক জাতির কাছে এ মর্মে রসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা

www.eelm.weebly.com

আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগুতকে (সীমালঙ্ঘনকারী) পরিহার কর (নাহল ১৬ঃ ৩৬)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرٌ﴾ (فاطر: ٢٤)

এমন কোন সম্প্রদায় নেই যার নিকট সতর্ককারী প্রেরিত হয়নি (ফাত্বির)

মুহাম্মদ (ﷺ) নবীদের মধ্যে সর্বশেষ। তারপর কোন নবী নেই। সুতরাং আল্লাহ এ উম্মতকে পথভ্রষ্টতার উপর মতৈক্য হওয়া হতে নিরাপদ করেছেন এবং এ উম্মতের মধ্যে হতে এমন ব্যক্তিদেরকে সৃষ্টি করেছেন যারা কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীনের দলিল স্বরূপ গণ্য হবেন। সুতরাং এরূপ উজ্জ্বল নক্ষত্র ও গভীর পান্ডিত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের কোন বিষয়ে মতৈক্য হওয়া দলিল হিসেবে গৃহিত হবে। যেমন ভাবে কুরআন ও হাদীস দলিল হিসেবে গণ্য।

বিগত যুগে অনেক মুসলিমদের সংগঠন ও তাদের নেতা কর্মীরা নিজেদেরকে আল কুরআন এর অনুসারী বলে দাবী করত অথচ তারা হাদীস উপেক্ষা করত, তাই এ উম্মতের হক পন্থীগণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত নামে বিশেষিত হয়েছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে রসূল (ﷺ) এর অনুসরণ ও তার পথকে আঁকড়ে ধরতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদেরকে জামা'আত বদ্ধ থাকা ও মৈত্রী স্থাপনের আদেশ করেছেন। আর দলাদলী ও মতবিরোধ হতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿مَّنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ (النساء: ٨)

যে রসূল (ﷺ) এর আনুগত্য করল সে আল্লাহর আনুগত্য করল। (নিসা- ৮)

আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُوْلٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ﴾ (النساء:٦٤)

আর আমি রসূল এ উদ্দেশ্যেই প্রেরণ করেছি, যেন আল্লাহর নির্দেশে তার আনুগত্য করা হয়। (নিসা ৪ঃ ৬৪)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ﴾

www.eelm.weebly.com

(آل عمران: ٣١)

আপনি বলুন! যদি তোমরা আল্লাহকে **ভালবাস তাহলে** আমার আনুগত্য কর, ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে **ভালবাসবেন ও তোমাদের ক্ষমা** করে দিবেন। (আল ইমরান ৩ঃ ৩১)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ (النساء: ٦٥)

অতএব, তোমার ‘রব এর শপথ! তারা কখনই ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক নিযুক্ত না করে। (নিসা ৪ : ৬৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُوْا﴾ (آل عمران:١٠٣)

তোমরা সম্মিলিত ভাবে আল্লাহ্‌র রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (আল ইমরান ৩ঃ ১০৩)

তিনি আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ وَكَانُوْا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام:١٥٩)

নিশ্চয়ই যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিয়েছে আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। (আন'আম ৬ঃ ১৫৯)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوْا مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾ (آل عمران: ١٠٥)

আর তাদের মত হয়ো না, যাদের নিকট প্রকাশ্য প্রমাণ আসার পরও তারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও বিরোধ করেছে। (আল ইমরান ৩ঃ১০৫)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (البينة:٤)

যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা তো বিভক্ত হলো তাদের নিকট

www.eelm.weebly.com

Contents

সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর। (বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৪)
আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَواةَ وَذَٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ﴾ (البينة:٥)

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার ইবাদত করতে এবং সলাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক সুদৃঢ় দ্বীন। (বাইয়্যনাহ ৯৮ : ৫)
আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَأَنَّ هَــٰذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾ (الأنعام : ١٥٣)

আর এটাই আমার সরল সঠিক পথ, এ পথেরই তোমরা অনুসরণ কর, আর নানান পথের অনুসরণ করো না, করলে তা তোমাদেরকে তার পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিলেন, যেন তোমরা সতর্ক হও। (আনআম ৬ঃ ১৫৩)
আল্লাহ সূরা ফাতিহায় বলেন,

﴿اهْدِنَـــــــا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْــرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ﴾ (الفاتحة: ٦-٧)

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথে যাদের প্রতি আপনি নিয়ামত দান করেছেন; তাদের পথে নয় যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথেও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। (ফাতিহা ১ঃ ৬-৭)
নবী (ﷺ) হতে সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন,

"اَلْيَهُوْدُ مَغْضُوْبٌ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارٰى ضَالُّوْنَ"

ইয়াহুদীদের উপর গযব বর্ষিত হয়েছে এবং খ্রিস্টানগণ পথভ্রষ্ট [3]।

সূরা ফাতিহা পাঠকরা ব্যতীত সলাত শুদ্ধ হবে না। আমাদেরকে আদেশ করেছেন এ মর্মে যে, আমরা যেন সেটার মাধ্যমে আমাদের

[3] সহীহ জামি লিল আলবানী, হা নং ৮২০২ সনদ সহীহ (অনুবাদক)।

www.eelm.weebly.com

হেদায়াতের সরল পথ প্রার্থনা করি। যে পথের উপর আল্লাহ্ নিয়ামত দান করেছেন, যেটি নাবী, সত্যবাদী, শহীদ ও পূণ্যবান ব্যক্তিদের পথ। ওটি ইয়াহুদীদের ন্যায় গযব প্রাপ্ত ও খ্রিস্টানদের ন্যায় পথভ্রষ্টদের পথ নয়।

এটিই সরল পথ। এটি আল্লাহ্ প্রদত্ত নির্ভেজাল দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা। এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পথ। কেননা নির্ভেজাল সুন্নাহই হলো খাঁটি ইসলাম। এ মর্মে রসূল (ﷺ) হতে বহু সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যেমন- সুনান ও মাসানীদ গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী প্রমুখগণ বলেছেন।

রসুল (ﷺ) বলেছেনঃ

"سَتَفْتَرِقُ هذه الأمَّةُ عَلى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَـــةً كُلُّهَا فِيْ النَّارِ إلاَّ وَاحِدَةً ألاَ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ"

অতিশীঘ্রই এ উম্মত বাহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। একটি দল ব্যতীত সবই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। জেনে রেখ ঐ একটি হল জামা'আত। অন্য বর্ণনায় ঐ জামা'আত এর পরিচয় দেওয়া হচ্ছে এভাবে;

রসূল (ﷺ) বলেন,

"مَنْ كَانَ عَلى مِثْلَ مَا أنَـــا عَلَيْه الْيَوْمَ وَأصْحَابِيْ"

তারা হলো আজ আমি ও আমার সাহাবারা যার উপর প্রতিষ্ঠিত আছে তার উপর যারা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এটিই হলো নাজাত-মুক্তি প্রাপ্ত দল। এটিই হলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত। তারা হলেন মধুর মধ্যস্থল। যেমন সমগ্র ধর্মের মধ্য ইসলাম ধর্ম হলো মধ্যবর্তী ধর্ম। মুসলিমগণ হলেন, আল্লাহর নাবী, রসূল ও পূণ্যবান বান্দাদের মধ্যে মধ্যবর্তী। তারা তাদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে না, যেমন খ্রিস্টানগণ সীমালঙ্ঘন করেছিল।

আল্লাহ্ বলেন,

﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَـــهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَـــهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾

(التوبة: ٣١)

www.eelm.weebly.com

Contents

তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলিম ও ধর্ম যাজকদেরকে এবং মরিয়মের পুত্র মাসীহ্কে রব বানিয়ে নিয়েছে অথচ তাদের প্রতি এ আদেশ করা হয়েছিল যে, তারা শুধুমাত্র এক আল্লাহর ইবাদত করবে যিনি ব্যতীত ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেউ নেই। তিনি তাদের অংশীদার স্থির করা হতে পবিত্র (তাওবাহ ৯ঃ ৩১)।

ইয়াহুদীগণ অসংখ্য নবীদেরকে বিনা অপরাধে হত্যা করেছে। মানব সমাজে যারা ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দিত তাদেরকেও হত্যা করত। তাদের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যখন কোন রসূল আসতেন, তখন তাদের একদল তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করত ও অপর দল তাদেরকে হত্যা করত।

পক্ষান্তরে মু'মিনগণ হলেন যারা আল্লাহর প্রতি ও তার রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে, সম্মান দেন, ভালবাসেন ও তাদের আনুগত্য করেন। তারা তাদের ইবাদত করে না ও তাদেরকে রব হিসাবে মেনেও নেয় না।

তাই আল্লাহ কতই সুন্দর বলেছেন,

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُوْلَ لِلنَّاسِ كُوْنُواْ عِبَادًا لِّي مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَـكِنْ كُوْنُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُوْنَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُوْنَ، وَلاَ يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ الْمَلاَئِكَةَ وَالنَّبِيِّيْنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ﴾ (آل عمران: ٧٩-٨٠)

এটা কোন মানুষের পক্ষে উপযোগী নয় যে, আল্লাহ যাকে কিতাব, জ্ঞান ও নবুওয়াত দান করেন, তৎপরে সে মানবমন্ডলীর মধ্যে এ কথা বলে যে, তোমরা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমার উপাসক হও, বরং বলবে তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, কারণ তোমরাই কুরআন শিক্ষাদান কর এবং ওটা নিজেরাও পাঠ করে থাক। আর তিনি আদেশ করেন না যে, তোমরা ফেরেশতাগণকে ও নবীগণকে রব হিসাবে গ্রহণ কর। তোমরা মুসলিম হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরী করার আদেশ করবেন ? (আল ইমরান ৩ঃ ৭৯-৮০)।

অনুরূপভাবে মু'মিনগণ ঈসা (عليه السلام) বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন।

www.eelm.weebly.com

তারা খ্রিস্টানদের মত বলে না যে, ঈসাই আল্লাহ, তার পুত্র অথবা তিন জনের একজন। আর তারা তাকে অস্বীকারও করে না এবং মরিয়াম (عليها السلام) এর প্রতি গুরুতর অপবাদও আরোপ করেনা। যেমন ইয়াহুদীগণ অপবাদ দিয়ে থাকে। বরং মু'মিনগণ বলেন, ঈসা (عليه السلام) আল্লাহর অন্যতম বান্দা ও তার শীর্ষস্থানীয় একজন রসূল। অনুরূপভাবে মু'মিনগণ আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তারা মনে করেন আইন প্রনয়ণ করা, রহিত করা ও বহাল রাখার একচ্ছত্র অধিপতি হলেন একমাত্র আল্লাহ। এ ধরণের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর উপরই বৈধ। তার এই সার্বভৌমত্ব জবাবদিহীতা মুক্ত।

তাই আল্লাহ নির্বোধ লোকদের সম্পর্কে বলেন,

﴿سَيَقُوْلُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوْا عَلَيْهَا قُل لِّلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِيْ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ﴾ (البقرة: ١٤٢)

মানুষের মধ্যে নির্বোধগণ বলে যে, তারা যে কিবলার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তা হতে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল। বলুন, আল্লাহর জন্যেই পূর্ব ও পশ্চিম। তিনি যাকে ইচ্ছে সরল পথে পরিচালিত করেন (বাকারা ২ ঃ ১৪২)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ آمِنُوْا بِمَا أَنزَلَ اللهُ قَالُوْا نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوْنَ بِمَا وَرَاءهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُوْنَ أَنبِيَاءَ اللهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ﴾ (البقرة: ٩١)

আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার প্রতি ঈমান আন। তখন তারা বলে, আমরা তো শুধু সেসব কিছুর উপর ঈমান আনি যা আমাদের বনী ইসরাঈল জাতির উপর নাযিল করা হয়েছে। এর বাহিরে যা আছে তা তারা অস্বীকার করে (অথচ) তা একান্ত সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তার সত্যায়ণকারী। তুমি বল, তোমরা যদি বিশ্বাসী ছিলে তবে কেন আল্লাহর নবীদের হত্যা করেছিলে? (বাকারা ২ঃ ৯১)।

আর তারা তাদের বিজ্ঞ আলিমদের ও বুজর্গানে দ্বীনদের জন্যে এটা জায়েয মনে করেন যে, তারা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করার অধিকার রাখেন।

www.eelm.weebly.com

Contents

সুতরাং যা ইচ্ছে তা শরীয়ত বলে নির্দেশ দিবে এবং যা ইচ্ছে তা হারাম বলে নিষেধ করবে। যেমন খ্রিস্টানগণ তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিল।

তাই আল্লাহ তাদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿اتَّخَذُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُوْنِ اللهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ (التوبة: ٣١)

এসব লোকেরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলিম ও ধর্ম যাজকদেরকে রব হিসাবে গ্রহণ করেছে (তওবা ৯ঃ ৩১)।

এ আয়াতটির উপর বিশিষ্ট খ্রিস্টান আদী বিন হাতীম তার প্রতিবাদ করে বলেছিল, হে আল্লাহর রসূল (ﷺ)! তারা তাদের ইবাদত করে না। আল্লাহর রসূল প্রত্যুত্তরে তাকে বলেছিলেন,

"مَا عَبَدُوْهُمْ وَلَكِنْ أَحَلُّوْا لَهُمُ الْحَرَامَ فَأَطَاعُوْهُمْ وَحَرَّمُوْا عَلَيْهِمُ الْحَلَالَ فَأَطَاعُوْهُمْ"

কেন, তোমাদের আলেমরা যা হালাল বলে ফাতওয়া দেন তা কি তোমরা হালাল বলে মেনে নাও না। তারা যা হারাম বলে ফাতাওয়া দেন তা কি তোমরা হারাম বলে গ্রহণ কর না? সে বলল হাঁ। আল্লাহর রসূল বললেন, তাহলে এটাই তো তাদের ইবাদত করা হলো। কেননা হালাল ও হারাম করার ক্ষমতা তো তার, যিনি রব।

পক্ষান্তরে, মু'মিনদের বক্তব্য হলো যিনি সৃষ্টি কর্তা তিনিই একমাত্র বিধান দাতা। যেমন করে কেউ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখে না তেমনি বিধান দেয়ার ক্ষমতাও রাখে না। মুমিনের কথা হবে 'আমরা যা শুনব তার আনুগত্য করব'। আল্লাহর সকল বিধানের আনুগত্য করতে তারা বাধ্য। আল্লাহ্ই বিধান প্রণয়নের একক সার্বভৌম শক্তি। তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। পক্ষান্তরে মাখলুক স্রষ্টার কোন বিধানের পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না যদিও সে দুনিয়ার মহা ক্ষমতাশালী হয়।

অনুরূপ মু'মিনগণ আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে মধ্যপন্থী। কেননা ইয়াহুদীগণ আল্লাহ তা'য়ালার গুণাবলীকে অপূর্ণাঙ্গ মাখ্লুকের গুণাবলীর সাথে

www.eelm.weebly.com

বিশেষিত করেছে। তারা বলে, আল্লাহ গরীব; আমরা ধনী,আল্লাহর হাত বন্ধ, সৃষ্টি হতে তিনি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়েছেন। সুতরাং তিনি শনিবারের দিন বিশ্রাম ও প্রশান্তি গ্রহণ করেন। এরূপ বহু ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করে থাকে।

আর খ্রিস্টানগণ মাখলুক তথা সৃষ্ট জীবকে স্বয়ং স্রষ্টার গুণাবলীর সাথে বিশেষণ করছে । তারা আক্বীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ যেমন সৃষ্টি করেন, সৃষ্ট জীবের প্রতি দয়া করেন, ক্ষমা করেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, প্রতিদান দিয়ে থাকেন, শাস্তি প্রদান করেন তেমনি মানুষও উক্ত গুণাবলীর অধিকারী।

মু'মিনগণ ঈমান পোষণ করে যে, আল্লাহর কোন শরীক নেই, সমকক্ষ নেই, তার কোন উদাহরণও নেই; তিনিই সমগ্র পৃথিবীর সার্বভৌম, সব কিছুর স্রষ্টা, বাকী সবাই তার বান্দা এবং তার মুখাপেক্ষী।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْدًا، لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، وَكُلُّهُمْ آتِيْه يَوْمَ الْقِيَامَة فَرْدًا﴾ (مريم:٩٣-٩٥)

আকাশ আর যমীনে এমন কেউ নেই যে, দয়াময়ের নিকট বান্দাহ হয়ে হাজির হবে না। তিনি (তার সৃষ্টির) সব কিছুকেই (কড়ায় গন্ডায়) গুনে তার পূর্ণাঙ্গ হিসাব রেখে দিয়েছেন। কিয়ামতের দিন এদের সবাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় তার সামনে আসবে। (মারইয়াম ১৯ঃ ৯৩-৯৫)

সুতরাং হালাল ও হারাম প্রণয়নের নিরংকুশ অধিপতি হলেন আল্লাহ। কিন্তু ইয়াহুদীগণ তা অমান্য করেছিল।

তাই আল্লাহ তাদের আচরণ সম্পর্কে বলেন,

﴿فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا﴾ (النساء: ١٦٠).

আমি ইয়াহূদীদের জন্য বৈধসমূহ যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তা হারাম করে দিয়েছি তাদের বাড়াবাড়ির কারণে আর বহু লোককে আল্লাহর পথে তাদের বাধা দেয়ার কারণে। (নিসা ৪ঃ ১৬০)

www.eelm.weebly.com

Contents

ইয়াহূদীরা নখ বিশিষ্ট প্রাণীর গোস্ত খেত না; যেমন উট, হাঁস ইত্যাদি। পাকস্থলির ঝিল্লির চর্বি, দুই কিড্নীর গোস্ত ও বকরীর দুধ প্রভৃতি তারা খেত না যা তাদের উপর হারাম ছিল। এমন কি খাদ্য, পোষাক ছাড়াও তাদের উপর তিনশত ষাট ধরণের বস্তু হারাম ছিল। দুইশত আটচল্লিশটি বিষয় তাদের উপর ছিল কঠোর বিধান। এমনকি ঋতুবর্তী মহিলার সঙ্গে তারা খানা পিনা ও একসঙ্গে ঘরে বসবাস করতো না।

খ্রিস্টানগণ যাবতীয় অপবিত্র জিনিস ও সমস্ত হারাম দ্রব্য হালাল করে নিয়েছিল। সকল প্রকার নোংরা অপবিত্র জিনিসের অনুশীলন করেছিল।

এ জন্যে আল্লাহ বলেন,

﴿قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ وَلاَ يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ﴾ (التوبة: ٢٩)

যে সব আহলে কিতাব আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না, আর কিয়ামতের দিবসের প্রতিও না, আর ঐ বস্তুগুলোকে হারাম মনে করে না যেগুলোকে আল্লাহ ও তার রসূল হারাম করেছেন, আর সত্য দ্বীনকে নিজেদের দ্বীন (ইসলাম) হিসেবে গ্রহণ করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক যে পর্যন্ত না তারা অধীনতা স্বীকার করে প্রজারূপে জিযিয়া (কর) দিতে স্বীকৃত হয় (আত্-তাওবাহ ৯ঃ২৯)।

পক্ষান্তরে মু'মিনগণ হলেন- যেমন আল্লাহ তাদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন,

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِيْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِيْ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِيْنَ آمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوْا النُّوْرَ الَّذِيْ أُنْزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ (الأعراف: ١٥٦-١٥٧)

www.eelm.weebly.com

আর আমার দয়া (রাহমাত) তো (আসমান যমীনের) সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে, আমি অবশ্যই তা লিখে দেবো এমন লোকদের জন্যে, যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় (তাক্বওয়া অবলম্বন করে) করে, যারা যাকাত আদায় করে, যারা আমার আয়াত সমূহের উপর ঈমান আনে। যারা এ বার্তাবাহক উম্মী (নিরক্ষর) রসূলের অনুসরণ করে চলে যার উল্লেখ তাদের তাওরাত ও ইঞ্জিলেও তারা দেখতে পায়। যে নবী তাদের ভালো কাজের আদেশ দেন, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেন, যিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে ও অপবিত্র বস্তুগুলো তাদের উপর হারাম ঘোষণা করেন, তাদের ঘাড়ে যে বোঝা ছিলো তা তিনি নামিয়ে দেন এবং যে সব বন্ধন তাদের গলার উপর ছিলো তা তিনি খুলে ফেলেন। অতএব, যারা তার উপর ঈমান আনে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য সহযোগিতা করে আর তার উপর অবতীর্ণ আলোর (কুরআন) অনুসরণ করে, তারাই সফলকাম। (আরাফ ৭ঃ১৫৬-১৫৭)

এ প্রসঙ্গে তাদের বহু গুণাবলী রয়েছে। অনুরূপভাবে দল সমূহের বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত মধ্যপন্থী।

নির্গুণবাদীরা আল্লাহর নাম ও নিদর্শনাবলীতে বাড়াবাড়ী করে। স্বয়ং আল্লাহ নিজের যে সব বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন তারা তা অস্বীকার করে। অস্তিত্বহীন ও মৃত্যুর সঙ্গে তারা আল্লাহকে সাদৃশ্য করে। আর স্বাদৃশ্যবাদীরা আল্লাহর উদাহরণ বর্ণনা করে এবং সৃষ্ট জীবের সঙ্গে আল্লাহকে স্বাদৃশ্য স্থাপন করে। মু'মিনগণ আল্লাহর নাম সমূহ, গুণাবলী ও নির্দশনাবলীর ক্ষেত্রেও মধ্যপন্থী। কারণ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন, আল্লাহর নাম ও গুণাবলী তেমনি যেমন তিনি নিজে বর্ণনা করেছেন এবং রসূল (ﷺ) যেভাবে বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে রূপক ও কল্পিত ব্যাখ্যা, নাম ও গুণাবলী বাতিল করা, ধরণ বর্ণনা ও উদাহরণ উপস্থাপন করাকে তারা বিশ্বাস করেন না।

সৃষ্টি করা ও বিধান জারী করার ক্ষমতার মালিক হিসাবে আল্লাহর উপর আক্বীদা পোষণের দিক থেকে মু'মিনগণ ক্বাদরিয়া ও জাবরিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যবর্তী। ক্বাদরিয়া সম্প্রদায় যারা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ শক্তির উপর ও তার সার্বজনীন ইচ্ছা শক্তির উপর ঈমান রাখে না (তাক্বদীরে বিশ্বাস করে না)।

www.eelm.weebly.com

অথচ তিনি সকল কিছুর স্রষ্টা।
আর জাবরিয়া সম্প্রদায় বলে থাকে, বান্দার কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই, তার কোন ইচ্ছা নেই, সে কোন কাজই করতে পারে না; যা কিছু হয় আল্লাহর পক্ষে থেকে হয়। তাই তারা, আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, সওয়াব ও শাস্তির সকল বিধান বাতিল করে দিয়ে ঐসব মুশরিকদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿سَيَقُوْلُ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ﴾ (الأنعام: ١٤٨)

আল্লাহ যদি চাইতেন তবে আমরা শিরক করতাম না এবং আমাদের বাপ-দাদারাও করত না, আর কোন জিনিসও আমরা হারাম করতাম না।
(আনআম ৬ঃ ১৪৮)
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ সকল ক্ষমতার উৎস। তিনি বান্দাদের সুপথে পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন। মানুষের হৃদয় পরিবর্তন করার একচ্ছত্র ক্ষমতা তারই রয়েছে। তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী , তিনি যা ইচ্ছে তাই করেন। তার রাজত্বে এমন কিছু নেই যার নিয়ন্ত্রণ তার নেই। তার ইচ্ছে শক্তি বাস্তবায়নেও তিনি অপারগ নন। সকল কিছুর পরিচালক তিনিই।
আল্লাহ বান্দাকে স্বাধীন ইচ্ছা শক্তি দিয়ে তৈরি করেছেন। সে ইচ্ছে মাফিক যে কোন কাজ করার ক্ষমতা রাখে। আল্লাহ যেমন বান্দার স্রষ্টা, তেমনি স্বাধীন ইচ্ছে শক্তিরও স্রষ্টা, এ ক্ষমতায় তার কোন সমকক্ষ নেই। সুতরাং মহান আল্লাহ এমন এক সত্ত্বা, যার সত্ত্বা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে তার সঙ্গে তুলনীয় কিছু নেই।
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত আল্লাহর নামসমূহ, বিধানাবলী, প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির বিষয়ে চরমপন্থী (খারিজি) ও মুরজিয়াদের মধ্যবর্তী। চরম পন্থীরা (খারিজি) মুসলিমদের মধ্যে কবীরা গুনাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে আজীবন জাহান্নামী মনে করে। ঈমান থেকে সম্পূর্ণ ভাবে তাদেরকে বের করে দেয় তথা সম্পূর্ণ মুশরিক ভাবে। নবী (ﷺ) এর শাফাআতকেও ওরা মিথ্যা ভাবে।
আর মুরজিয়াগণ বলেন, পাপীদের ঈমান আম্বিয়া (আঃ) দের ঈমানের

www.eelm.weebly.com

সমতুল্য। নেক আমল দ্বীন ও ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর শাস্তি মূলক সর্তকবাণী ও শাস্তি প্রদানকে সম্পূর্ণ ভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বিশ্বাস করে যে, পাপিষ্ট মুসলিমের মৌলিক ঈমান সহ আংশিক ঈমান বিদ্যমান থাকে। তারা পূর্ণাঙ্গ মু'মিন নন। জান্নাত তাদের ন্যায্যদাবীর বিষয়। তবে তারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে না। বরং যার হৃদয়ে শষ্যদানা ও শরীষার দানা সমতুল্য ঈমান আছে সে জাহান্নাম হতে মুক্তি পাবে। নবী (ﷺ) স্বীয় উম্মতের কবীরা গুনাহ সম্পাদনকারীদের জন্যে শাফাআত সংরক্ষণ করেছেন।

অনুরূপভাবে মু'মিনগণ, খলিফাদের বিষয়ে সীমালঙ্ঘনকারী ও অত্যাচারী দলেরও মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছেন। কারণ, সীমালঙ্ঘনকারীগণ আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ী করে থাকে, আর তারা তাকে আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তারা এ আক্বীদা পোষণ করে যে, আলী (রাঃ)-ই একমাত্র নিষ্পাপ নেতা। তারা বলেন, সাহাবাগণ অত্যাচার ও পাপ কর্ম সম্পাদন করেছেন। তারা পরবর্তী মুসলিম উম্মাহকে কাফির বলে প্রতিপন্ন করেছে। কখনো কখনো তারা আলী (রাঃ)-কে নবী ও ইলাহ এর স্থলাভিষিক্ত করেছে।

আর অত্যাচারী দল হলো তারাই যারা এ আক্বীদা রাখে যে আলী (রাঃ) ও উসমান (রাঃ) কাফির। তারা তাদেরকে ও তাদেরকে যারা ক্ষমতাসীন করেছেন তাদের রক্ত হালাল মনে করেন। তাদেরকে গালি দেওয়া বৈধ মনে করেন। তারা আলী (রাঃ) ও তার খেলাফত বিষয়ে অপবাদ দূর্নাম ও গালি গালাজ করেন।

অনুরূপভাবে মু'মিনগণ সকল সুন্নাতের অনুসরণের বিষয়ে মধ্যপন্থী। কারণ, তারা আল্লাহর কিতাব ও রসূল (ﷺ) এর হাদীসকে ধারণকারী। আর পূর্ববর্তী-অগ্রগামী মুহাজির, আনসার ও একনিষ্ঠতার সঙ্গে তাদের অনুসরণকারীগণ যে আদর্শের উপর ছিলেন তারই উপর তারা প্রতিষ্ঠিত।

দ্বীনকে অটলভাবে আঁকড়ে ধরা এবং দলাদলী ও বিচ্ছিন্নতা বর্জন করা

হে পাঠক মণ্ডলী! আপনাদেরকে আল্লাহ সংশোধিত করুন। আল্লাহর অভ্রান্ত দ্বীন ইসলামের দিকে সম্পৃক্ততার জন্যে আল্লাহ আপনাদের প্রতি অনুগ্রহ

www.eelm.weebly.com

করুন। যে পরীক্ষায় ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও মুশরিকগণ ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে তা থেকে আল্লাহ আপনাদেরকে রক্ষা করুন। নিয়ামত রাজীর মধ্যে সর্বোচ্চ ও মহান নিয়ামত হলো ইসলাম। তাই ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা আল্লাহ কবুল করবেন না।

মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِيْ الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ﴾ (آل عمران: ٨٥)

যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা) অনুসন্ধান করবে তা কখনই গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে (আল ইমরান ৩ঃ ৮৫)।

সুন্নাতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার দিক থেকে আপনাদেরকে আল্লাহ রাফিজি[4], জাহমিয়া[5], খারিজী ও ক্বাদারিয়ার[6] মত পথভ্রষ্ট বহু বিদআতপন্থী দলের অনুসরণ থেকে রক্ষা করেছেন। যাদের অনেকেই আপনাদের সামনেই আল্লাহর নামাবলী, গুণাবলী, বিচারাবলী ও শক্তি সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে অথবা রসূল (ﷺ) এর সাহাবীদেরকে গালি দিয়েছে। যে এ নির্ভেজাল ইসলাম নামক নিয়ামত পেয়েছে সে আল্লাহর নিয়ামতরাজীর মধ্যে বড় নিয়ামতে ধন্য হয়েছে। কারণ এ ইসলাম দ্বারাই ঈমান ও দ্বীনকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে।

আপনাদের মধ্যে বহু দুনিয়া বিমুখ ও আল্লাহর একনিষ্ঠ খাঁটি বান্দা রয়েছেন। যাদের ছিল পরিচ্ছন্ন জীবন ও গ্রহণীয় পন্থা। আরো ছিল উদ্ভাবনী কার্যাবলী ও কর্মপদ্ধতি। আপনাদের মধ্যে এমনও তাক্বওয়া দীপ্ত সজীবতাপূর্ণ আল্লাহর ওলী ছিলেন যারা ছিল বিশ্বনন্দিত সত্যকণ্ঠ।

প্রতিটি মানুষের কথা গ্রহণীয়ও হতে পারে এবং বর্জনীয়ও হতে পারে। কেবল মাত্র রসূল (ﷺ) এর সকল কথাই আনুগত্যতুল্য। বিশেষ করে

---

4 . যারা আলী (রাঃ) এর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করে ও আবু বকর (রাঃ), ওমর (রাঃ) ও অন্যান্য সাহাবীদের সাথে শত্রতা পোষণ করে ও তাদেরকে গালিগালাজ করে।

5 . জাহাম বিন ছফওয়ানের অনুসারী দল। এরা বলে মানুষের কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই। তার কোন ইচ্ছা শক্তিও নেই এবং এরা বলে আল্লাহর জ্ঞান ধ্বংসশীল।

6 . মা'বাদ বিন খালিদ আল জুহানির অনুসারী দল। তাদের বিশ্বাস হলো, সব কিছুর ক্ষমতা বান্দার। আল্লাহ বান্দার কোন বিষয়ে ক্ষমতা রাখেন না।

www.eelm.weebly.com

পরবর্তী যুগের মুসলিমগণ পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং এ দু'য়ের সমন্বয়ে নির্গত ফিক্হের আলোকে সমাধান গ্রহণ করেনি। তারা সহীহ ও যঈফ হাদীস সমূহের মধ্যে পার্থক্যও করেননি। ফলে ক্বিয়াস ও তার ভয়াবহ রূপ বিকশিত হয়েছে। বস্তুতঃ এ সব কারণেই প্রবৃত্তি চর্চার প্রাধান্য, মানব রচিত মতাদর্শের আধিক্যতা, মতভেদ ও দলাদলীর প্রকটরূপ এবং শত্রুতা ও বিভক্তি ইসলামের মেরুদণ্ডকে গ্রাস করেছে। যে সম্পর্কে আল্লাহ মানুষের বৈশিষ্ট বর্ণনা করেছেন।

﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً﴾ (الأحزاب: ٧٢)

কিন্তু মানুষ ওটা বহন করল, সে তো অতিশয় যালিম, অতিশয় অজ্ঞ (আহযাব ৩৩:৭২)। এ অন্ধকার থেকে আল্লাহ মানব জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও ইলম (জ্ঞান বিজ্ঞান) দ্বারা নিস্কৃতি দিয়েছেন।

তাই আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْعَصْرِ، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍ، إِلاَّ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (العصر: ١-٣)

মহাকালের শপথ, মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়, ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। (সূরা আসর ১০৩:১-৩)

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا وَكَانُوْا بِآيَاتِنَا يُوْقِنُــوْنَ﴾ (السجدة: ٢٤)

আর আমি তাদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম যারা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করত, যতদিন তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল আর আমার আয়াতসমূহের উপর দৃঢ় বিশ্বাসী ছিল। (সাজদাহ ৩২:২৪)।

আপনারা অবগত আছেন। আল্লাহ আপনাদেরকে সংস্কার করুন। নিঃসন্দেহে যে আক্বীদা, ইবাদত ও সার্বিক জীবন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যার সুন্নাতের অনুসরণ করা আবশ্যক এবং যার অনুসারীগণ প্রশংসিত ও বিরোধীবাদীরা নিন্দিত হবে তা হলো মুহাম্মদ (ﷺ) এর সুন্নাহ।

www.eelm.weebly.com

বস্তুতঃ রসূল (ﷺ) এর হাদীসসমূহ পরিচয়ের মাধ্যমে তা জানা যাবে, যা তার কর্তৃক কোন কথা ও কর্ম সুপ্রমাণিত হবে বা কোন কর্ম, কথা ও আমল বর্জনীয় হবে। অতঃপর পূর্বসূরীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, পরবর্তীগণ একনিষ্ঠতার সাথে তার প্রতি আনুগত্য করেছেন। এটাই ইসলামের যুগব্যাপী জ্ঞান। যেমন- দু'টি সহীহ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম। সুনান গ্রন্থাবলী যথা সুনানু আবী দাউদ, নাসাঈ, জামিউত তিরমিযী, মুয়াত্তা মালিক; বিখ্যাত মুসনাদ গ্রন্থাবলী যথাঃ মুসনাদে আহমদ ইত্যাদি। আরও তাফসীর, মাগাযী ও অন্যান্য হাদীসের গ্রন্থাবলী বিদ্যমান। আর আসার[7] সম্বলিত সংক্ষেপে রচিত ও সংক্ষিপ্ত গ্রন্থাবলী যা এক অংশ অপর অংশকে সুপ্রমাণিত করে। এটি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা আল্লাহ জ্ঞানবান ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন। তারা এ মর্মে যথোচিত শ্রম প্রদান করেছেন। ফলে আল্লাহ দ্বীনকে তার অনুসারীদের জন্যে সুরক্ষিত করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদার বিষয়ে অসংখ্য আলিমগণ হাদীস ও আসারসমূহ সংকলন করেছেন। যথা- হাম্মাদ বিন সালমাহ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, আব্দুল্লাহ বিন আব্দুর রহমান দারিমী, উসমান বিন সাঈদ দারিমীসহ তাদের স্তর বিশিষ্ট অনেকে। ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ প্রমুখ স্বীয় গ্রন্থাবলীতে অধ্যায় অধ্যায় করে সুবিন্যাস্ত করেছেন। আবু বকর বিন আছরাম, আব্দুল্লাহ বিন আহমদ, আবু বকর, খাল্লাল, আবুল কাসিম তুবরানী, আবু শাইখ আছবাহানী, আবু বকর আজরী, আবুল হাছান দারাকুতনী, আবু আব্দুল্লাহ মানদাহ, আবুল কাসিম লালকাঈ, আবু আব্দুল্লাহ বিন বাত্তাহ, আবু উমার তুলমানকী, আবু নঈম আছবাহানী, আবু যর হারবী, আবু বকর বায়হাকী সহ অনেকে এ মর্মে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।

যদিও এসব গ্রন্থাবলীতে কোন কোন স্থানে জঈফ হাদীস সমূহ স্থান পেয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞ আলিমগণ তা সনাক্ত করতে সক্ষম। অসংখ্য মনীষী আল্লাহর গুণাবলীসহ আক্বীদাগত বিভিন্ন বিষয় ও দ্বীনের অনেক বিষয়ে বহু হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা রসূল (ﷺ) এর উপর মিথ্যাচার ও

[7]. সাহাবীদের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে আসার বলে।

www.eelm.weebly.com

জাল। আর এ ধরনের জাল হাদীস সাধারণ দুই প্রকার। এক প্র- লো এমন ভিত্তিহীন বাতিল কথা যা রসূল (ﷺ) এর সাথে সম্পৃক্ত করা বৈধ নয়।

দ্বিতীয়ত হলো এমন কথা যা কোন পূর্ববর্তী কোন ব্যক্তি বা আলিম অথবা কোন সাধারণ লোক বলেছেন। আর তা কখনও সঠিকও হতে পারে বা ইজতিহাদী ফাত্ওয়াও হতে পারে অথবা কোন প্রবক্তার মাযহাবী দর্শনও হতে পারে। পরবর্তীতে তা নবীর (ﷺ) নামে হাদীস বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

বাস্তবতা হলো সহীহ ও জাল হাদীসের মধ্যে পার্থক্য করা। কারণ, সুন্নাহ হলো শাশ্বত সত্য যা মিথ্যা ও বাতিল যোগ্য নয়। আর তাহলো সহীহ হাদীস সমূহ; জাল হাদীস নয়। এটাই সাধারনভাবে মুসলিমের জন্য এবং যারা নির্ভেজাল ভাবে সুন্নাতের অনুসরণের দাবীদার তাদের জন্যে মহা মূলনীতি।

ইতিপূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহর দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা হলো বাড়াবাড়ি ও কঠোরতার মাঝে মধ্যপন্থা। আল্লাহ তার বান্দাদের যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সে বিষয়ে শয়তান দুটি বিরোধিতা করেছে।

এক- সীমালঙ্ঘন, দুই- শিথিলতা। এ দুটিতে কে বিজয়ী হবে- শয়তান, না বান্দা ? তাতে আল্লাহ পরওয়া করেন না।

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত দ্বীন তথা জীবন ব্যবস্থা। এ দ্বীন গ্রহণ ব্যতীত আল্লাহ কারও নিকট থেকে কিছু গ্রহণ করবেন না। অথচ ইসলামে দীক্ষিত অনেকের সাথেই শয়তান বিরোধিতা করেছে। বহু লোককে ইসলামের মূল শরীয়ত থেকে বিচ্যুত করেছে। এ উম্মতের শীর্ষস্থানীয় বহু আবেদ ও তাক্বওয়া দীপ্ত সজীবতাপূর্ণ বহু দলকে পদস্খলন করেছে। তারা ইসলাম থেকে পরিস্কার বের হয়ে গেছে; যেমন ধনুক থেকে তীর বের হয়ে যায়।

রসূল (ﷺ) ইসলামী প্রশাসনকে দ্বীন ত্যাগী (মুরতাদ) ব্যক্তিদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে আমীরুল মুমিনীন আলী (রাঃ), আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ), সাহল বিন হানীফ (রাঃ), আবু যর গিফারী (রাঃ), সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ), ইবনে মাসউদ (রাঃ) সহ প্রমুখ কর্তৃক বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সহীহ সূত্রে বর্ণিত

www.eelm.weebly.com

Contents

আছে যে, নবী (ﷺ) খারিজী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পূর্বক তাদের বিবরণীতে বলেছেন-

"يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو فقاتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"

তাদের সলাতের পাশে তোমাদের সলাত (নামায) তোমাদের কাছেই নগন্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে। তাদের সওমের (রোযা) পাশে তোমাদের সওম তোমাদের কাছেই নগন্য ও অপছন্দনীয় বলে মনে হবে। তাদের কুরআন পাঠের পাশে তোমাদের কুরআন পাঠ তোমাদের নিকট নগন্য ও অপছন্দনীয় মনে হবে। তারা কুরআন পাঠে রত থাকবে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তীর যেমন ধনুক থেকে (দ্রুত) বেরিয়ে যায় তেমনি তারা ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে আবার বেরিয়ে যাবে। তোমরা যখন যেখানেই তাদেরকে পাবে তখন তাদেরকে হত্যা কর অথবা তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর। কারণ তাদেরকে যারা হত্যা করবে তাদের জন্যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট পুরস্কার থাকবে। আমি যদি তাদেরকে পাই তবে আদ সম্প্রদায়কে যেভাবে নির্মূল করা হয়েছিল সেভাবেই আমি তাদেরকে হত্যা করে নির্মূল করব।

অপর বর্ণনায় এসেছে

"شر قتيل تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه"

আসমানের নিচে সব চেয়ে নিকৃষ্ট নিহত হলো এরাই। পক্ষান্তরে এদের হাতে যারা শহীদ হবে তারা হবে সর্বোত্তম নিহত।

অন্য বর্ণনায় এসেছে

"لو يعلم الذين يقاتلونهم ما روى لهم على لسان محمد ﷺ لنكلوا عن العمل

খারিজীদের ভবিষ্যত বাণী সম্পর্কে রসূলের ভাষায় যা বর্ণিত হয়েছে তা যদি তারা জানত তা হলে তারা মুসলিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হতে ভয়ে পলায়ন করত। আলী (রাঃ) এর খিলাফত আমলে যখন ঐসব খারিজীদের

www.eelm.weebly.com

Contents

আবির্ভাব ঘটে তখন রসূল (ﷺ) এর বর্ণিত নির্দেশ মোতাবেক ও তাদেরকে হত্যার প্রতি উৎসাহ দানের ভিত্তিমূলক হাদীসের আলোকে ও সমকালীন মুসলিম নেতৃবৃন্দের মতৈক্য অনুযায়ী হযরত আলী ও অন্যান্য সাহাবীগণ তাদেরকে হত্যা করেন। এমনিভাবে রাষ্ট্রীয় নির্দেশে হত্যা করা হয় মুসলিমদের দল পরিত্যাগ (মুরতাদ) কারীদেরকে। আরো হত্যা করা হয় রসূল (ﷺ) এর সুন্নাত ও শরীয়তের বিরোধিতাকারী ও ভ্রান্ত প্রবৃত্তির পুজারী এবং বিদ'আতের অনুসারীদেরকে। এরই ভিত্তিতে মুসলিমগণ রাফিজিয়া সম্প্রদায়কে হত্যা করেছে। কারণ, তারা এ সব ভ্রান্ত দলের মধ্যে নিকৃষ্টতম। এরা তিন খলীফাসহ অন্যান্য শাসক ও শীর্ষস্থানীয় ইসলামী ব্যক্তিত্বকে কাফির বলে প্রতিপন্ন করে। তারা দাবী করে পৃথিবীতে কেবল তারাই ইমানদার। বাকী সবাই কাফির। আল্লাহকে আখিরাতে দর্শনে বিশ্বাসী, আল্লাহর গুণাবলী, পূর্নাঙ্গ ক্ষমতা ও পরিপূর্ণ ইচ্ছা শক্তির গুনের বিশ্বাসী মুসলিমদেরকে তারা কাফির মনে করে। তারা যে বিদ'আতের উপর প্রতিষ্ঠিত তার প্রতি ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে তারা কাফির আখ্যায়িত করে। তারা মোজা ছাড়াই দু পা মাসাহ করে। তারা তারকা উদয় হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সলাত ও ইফতার বিলম্ব করে। বিনা কারণে দু'ওয়াক্তের সলাত একত্রিত করে পড়ে। পাঁচ ওয়াক্ত সলাতে সর্বদা কুনুতে নাযিলাহ বা বদ দু'আ পাঠ করে। তারা মোজার উপর মাসেহকারী, ইয়াহুদী-খ্রিস্টানদের দ্বারা যবাইকৃত পশু ও তাদের ভিন্নমত পোষণকারী মুসলিমদের দ্বারা যবাই করা পশুর গোস্ত হারাম ভাবে। কারণ তাদের নিকট এরা সবাই কাফির। তারা সাহাবীদের বিষয়ে মারাত্মক ধরণের বিভ্রান্তি কথা বলে- যা এ স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এরূপ বিবিধ কারণে আল্লাহ ও তার রসূলের (ﷺ) বিধানের আলোকে মুসলিমগণ তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

যখন রসূল (ﷺ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের স্বর্ণ যুগে সম্পৃক্ত মুসলিমগণের অনেকে বিশাল ইবাদত থাকা সত্ত্বেও ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। নবী (ﷺ) তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তাহলে তো প্রমাণিত হলো আধুনিক কালেও ইসলামের ও সুন্নাতের সঙ্গে সম্পৃক্ত মুসলিম ব্যক্তিদের অনেকাংশ ইসলাম ও সুন্নাহ হতে বেরিয়ে যাবে। এমনকি অনেকেই সুন্নাতের অনুসারী দাবী করবে কিন্তু তারা সুন্নাতের

www.eelm.weebly.com

অনুসারী নয়। বরং তারা ইসলাম ও সুন্নাহ হতে সম্পূর্ণ বেরিয়ে গেছে। আর এর পশ্চাতে রয়েছে বহু কারণ। যথাঃ

(ক) বাড়াবাড়ি ;

এ বাড়াবাড়ি হলো সেই অপরাধ যা আল্লাহ স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ্ যথার্থ বলেন,

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُواْ عَلَى اللهِ إِلاَّ الْحَقِّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَآمِنُواْ بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُوْلُواْ ثَلاَثَةٌ انْتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلَـهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَن يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ مَا فِيْ السَّمٰوَاتْ وَمَا فِيْ الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللهِ وَكِيْلاً﴾ (النساء: ١٧١)

হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলো না, নিশ্চয়ই ঈসা মাসীহ তো আল্লাহর রসূল ও তার বাণী যা তিনি মারাইয়ামের নিকট প্রেরণ করেছিলেন, আর তার পক্ষ হতে নির্দেশ, অতএব তোমরা আল্লাহ ও তদীয় রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আর বলো না তিনজন (ইলাহ আছে), (তোমাদের ভ্রান্ত আক্বিদা থেকে) নিবৃত্ত হও, তা হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর, নিশ্চয়ই এক আল্লাহই প্রকৃত ইলাহ, তিনি কোন সন্তান হওয়া হতে পূত পবিত্র। আসমানসমূহে আর যমীনে যা আছে সবকিছু তারই, আর আল্লাহই কর্ম সম্পাদনের জন্য যথেষ্ট। (নিসা ৪ঃ ১৭১)

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ السَّبِيْلِ﴾ (المائدة: ٧٧)

বল, হে আহলে কিতাব! তোমরা নিজেদের দ্বীন সম্বন্ধে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করো না, আর সেই সম্প্রদায়ের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না যারা অতীতে নিজেরাও ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে এবং আরো বহু লোককে

www.eelm.weebly.com

ভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছে, বস্তুতঃ তারা সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়ে গেছে। (মায়িদা ৫ঃ৭৭)

রসূল (ﷺ) বলেন,

"إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين"

দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি পরিহার কর। কারণ তোমাদের ইতিপূর্বের লোকেরা দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ী করার কারণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। হাদীছটি সহীহ।

(খ) দলাদলী ও মতভেদ ঃ

আল্লাহ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বহু আয়াতে দলাদলী ও মতবিরোধ করা থেকে নিষেধ করেছেন।

(গ) জাল হাদীসের উপর আমল করা ঃ

এগুলো নবী করিম (ﷺ) কর্তৃক বর্ণিত এমন হাদীস যা বিশেষজ্ঞ পন্ডিতদের মতৈক্য অনুসারে তার উপর অর্পিত মিথ্যাচার। মুর্খগণ ঐগুলো হাদীস বলে শ্রবণ করেছে। আর ধারণা প্রসূত ভাবে কু-প্রবৃত্তির চরিতার্থে তা সত্য বলে গ্রহণও করা হয়েছে। ফলে ধারণা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ-পথভ্রষ্টতাকে আরো সম্প্রসারিত করছে। আল্লাহ প্রবৃত্তির অনুসরণকারীদের প্রসঙ্গে কতই সত্য কথা বলেছেন। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

﴿إِن يَتَّبِعُوْنَ إِلاَّ الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَى﴾ (النجم:٢٣)

তারা তো শুধু ধারণা আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের 'রব' এর পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে (নাজম ৫৩ঃ২৩। আল্লাহ নবীর (ﷺ) প্রসঙ্গে বলেন,

﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: ١–٤)

শপথ নক্ষত্রের যখন তা অস্তমিত হয়, তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপদগামীও নয়, আর সে মনগড়া কথা ও বলে না। এটা তো ওহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয় (নাজম ৫৩:১-৪)।

www.eelm.weebly.com

Contents

সুতরাং আল্লাহ তার রসূল (ﷺ)-কে পথভ্রষ্টতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন। পথভ্রষ্ট হলো সেই ব্যক্তি যে হক জানে না। সীমা অতিক্রম হলো প্রবৃত্তির অনুসরণ করা। আল্লাহ বিবৃতি প্রদান করছেন এ মর্মে যে, রসূল (ﷺ) স্বীয় প্রবৃত্তি হতে কোনও কথা বলেননি। বরং তা ছিল ওহী যা আল্লাহ তার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জ্ঞান দ্বারা বিশেষিত করেছেন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে মুক্ত করেছেন।

আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে কতিপয় দলের বিভ্রান্ত দর্শন

সুন্নাতের দাবীদার পথভ্রষ্টরা আল্লাহর গুণাবলী বিষয়ে এমন কিছু হাদীস বর্ণনা করেন যা ইসলামের স্বর্ণ যুগে সংকলিত হাদীসের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। আমরা সুদৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি যে, তা মিথ্যা ও অপবাদ। এমন কি এটি নিকৃষ্টতম কুফরী কর্ম। তারা এমন কিছু কথা বলে যার ভিত্তিতে কোন হাদীস পাওয়া যায় না বরং তা কুফরী কর্মের যে কোন প্রকারের অন্তর্ভূক্ত হবে। নিম্নে তাদের বর্ণিত কিছু ডাহা মিথ্যা হাদীছ বিধৃত হলঃ

"أن الله ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة"

নিশ্চয় আল্লাহ আরাফার দিনের সন্ধ্যা বেলা মাঠে উটের উপর সওয়ারী হয়ে আরাফায় অবতরণ করেন। আরোহণকারীদের সঙ্গে মুসাফা ও পদ ব্রজে চলমান ব্যক্তিদের সাথে কোলাকুলি করেন।" এটি আল্লাহ ও তদীয় রসূল (ﷺ) এর উপর বড় ধরনের মিথ্যা কথা ও অপবাদ। আল্লাহর প্রতি অপবাদকারীদের মধ্যে এরাই হলো শীর্ষ স্থানে। মুসলিমদের কেউ এ ধরণের হাদীস বর্ণনা করেননি। বরং মুসলিম হাদীস বিজ্ঞানী ও সর্ব শ্রেণীর আলীমদের মতৈক্য অনুযায়ী এটি রসূলের উপর মিথ্যা কথা। ইবনে কুতাইবাসহ অনেক বিজ্ঞ আলিম বলেছেন এটি ও অনুরূপ হাদীস, কাফির নাস্তিকগণের হাদীস বিশারদদের প্রতি দোষারোপ ছাড়া কিছু নয়। আর হাদীস যে ইসলামী শরীয়তের উৎস্য তা বাতিল করার গভীর ষড়যন্ত্রে তারা জাল হাদীস তৈরী করেছে। এরূপ আরেকটি হাদীস হলো ঃ

"أنه رأى ربه حين أفاض من مزدلفة يمشي أمام الحجيج وعليه جبة صوف"

www.eelm.weebly.com

"মুযদালিফা থেকে যখন রসূল (ﷺ) প্রত্যাবর্তন করেছিলেন তখন তিনি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেন যে, তিনি হজ্জব্রতকারীদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন এবং তার গায়ে ছিল পশমী পাঞ্জাবী" এরূপ বহু অপবাদ ও মিথ্যাচার তারা আল্লাহ ও রসূলের উপর আরোপ করেছে। এরা আল্লাহকে চেনে না। কারণ, আল্লাহকে যারা নুন্যতম চেনে তারা এরূপ ডাহা মিথ্যা কথা আল্লাহর উপর বলতে পারে না। অনুরূপ আরেকটি হাদীস হলো ঃ

"أن الله يمشي على الأرض فإذا كان موضع خضرة قالوا هذا موضع قدميه"

নিশ্চয় আল্লাহ পৃথিবীতে চলাচল করেন। যখন সবুজ স্থানে যান তখন তারা বলেন এটা আল্লাহর দু'পা রাখার স্থান। এ মর্মে নিম্ন আয়াতটি তারা দলিল বলে পেশ করে থাকেন। আয়াতটি হলোঃ

﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ (الروم: ٥٠)

আল্লাহর অনুগ্রহের ফল সম্পর্কে চিন্তা কর, কিভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পূনর্জীবিত করেন (রুম ৩০ঃ ৫০)।

আলিম সমাজের ঐক্যমত অনুযায়ী এ প্রসঙ্গে এ দলিল প্রমাণ করাও মিথ্যা। কারণ, আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, তোমরা আল্লাহর পদক্ষেপের ফল সমূহের প্রতি চিন্তা ভাবনা কর। বরং তিনি বলেছেন

"آثار رحمت الله"

আল্লাহর রহমতের ফল সম্পর্ক। এখানে রহমত অর্থ হলো বৃষ্টি। আর ফলাফল অর্থ হলো উদ্ভিত শয্য ও সবুজ তৃণলতা। তাদের বানানো হাদীসের আরো অংশ হলোঃ

"أن محمدا ﷺ رأي ربه في الطواف"

"মুহাম্মদ (ﷺ) তার 'রব'-কে ত্বওয়াফে দেখেছেন"

"أنه رآه خارج من مكة"

তিনি মক্কার বাহিরে তাকে দেখেছেন, মদীনার কোন কোন গলিতে তাকে

www.eelm.weebly.com

Contents

দেখেছেন। এরূপ বহু বানোয়াট হাদীস, যা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় ছেড়ে দিলাম।

তবে জেনে রাখা ভাল যত হাদীসে রসূল (ﷺ) স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে তা মুসলিম জাতির ঐক্যমতে ও আলিম সমাজের মতৈক্য অনুযায়ী সম্পূর্ণ মিথ্যা। এ মর্মে কোন হাদীস মুসলিম মনীষীদের কেউই বর্ণনা করেননি। তবে মিরাজে রসূল (ﷺ) আল্লাহকে দেখেছেন কি না এ মর্মে সাহাবাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত দেখা যায়। ইবনে আব্বাস সহ আহলে সুন্নাতের বহু আলিম বলেছেন, রসূল (ﷺ) মিরাজে আল্লাহকে দেখেছেন। পক্ষান্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) সহ একটি দল পূর্বোক্ত অভিমত অস্বীকার করেছেন। তবে এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রাঃ) রসূল (ﷺ), থেকে কোন হাদীস বর্ণনা করেননি এবং এ প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসাও কেউ করেননি। এ বিষয়ে কতিপয় মুর্খরা হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) কর্তৃক যে হাদীসটি বর্ণনা করে যে তিনি আল্লাহর রসূলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি মিরাজে আল্লাহকে দেখেছেন, তিনি জবাবে বললেন হ্যাঁ, দেখেছি। অপর দিকে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছেন, আমি দেখিনি।" আলিম সমাজের ঐক্যমতে এই হাদীসও মিথ্যা। এ ধরনের কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি। এ জন্যে ইমাম কাজী আবু ইয়া'লা সহ অনেকে ইমাম আহমদ কর্তৃক তিনটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন।

(ক) মুহাম্মদ (ﷺ) বিবেক প্রসূতভাবে আল্লাহকে দেখেছেন,

(খ) কাল্পনিকভাবে দেখেছেন অথবা

(গ) প্রকৃত ভাবেই দেখেছেন।

অনুরূপ ভাবে পন্ডিতগণ হযরত ইবনে আব্বাস ও উম্মে তুফাইলসহ অনেকের থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

"رأيت ربي في صورة كذا وكذا"

"আমি আমার রবকে এই রূপ এই রূপ আকৃতিতে দেখছি" সে হাদীসে রয়েছে

"أنه وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله على صدري"

তিনি আমার দুই কাধের উপর তার হাত রাখলেন এমন কি তার আঙ্গুল

www.eelm.weebly.com

সমূহের শীতলতা আমার বক্ষদেশে অনুভব করলাম। এই হাদীস মিরাজের রজনীর হাদীস নয়। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল মদীনায়। কারণ হাদীসে এ পরিভাষা রয়েছে, রসূল (ﷺ) একদা ফজরের সলাতে বাধা গ্রস্ত হলেন। তারপর সাহাবাদের নিকটে গিয়ে বললেন, আমি আল্লাহকে এ রূপ এ রূপ দেখলাম। অন্য বর্ণনায় এসেছে এ সময় মদীনায় রসূলের পিছনে উম্মে তুফাইল মুয়াযসহ অনেকে সলাত আদায় করেছেন। আর পবিত্র কুরআন, মুতাওয়াতির হাদীস ও আলিমদের ঐক্যমত অনুসারে মিরাজ সংঘটিত হয়েছে মক্কায়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং আল্লাহ বলেন,

﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى﴾ (الإسراء:١)

পবিত্র ও মহিমাময় তিনি যিনি তার বান্দাকে কোন এক রজনীতে ভ্রমণ করিয়ে ছিলেন মাসজিদুল হারাম হতে মাসজিদুল আকসায়। (বনী ইসরাইল ঃ ১) দীর্ঘ আলোচনায় প্রতিয়মান হয় যে, আল্লাহকে দেখার হাদীসটি ঘুমের মধ্যে সংঘঠিত হয়েছে। অসংখ্য মুফাস্‌সির বিবিধ সূত্রে এ হাদীসের প্রমাণ করেছেন। নবীদের স্বপ্নও ওহী। অতএব মিরাজের রাতে জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহকে দেখার হাদীস ঠিক নয়।

মুসলিমগণ একমত যে, নবী (ﷺ) পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেননি। রসূল (ﷺ) কর্তৃক কখনই কোন হাদীসে এরূপ পরিভাষা আসেনি যে, আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরণ করেন। বরং প্রসিদ্ধ সহীহ হাদীস সমূহে এসেছে

"أن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له"

রাতের শেষের তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে প্রতি রাতে আল্লাহ দুনিয়ার আসমানে নেমে এসে বলেন, যে আমার নিকট প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনা কবুল করব। যে আমার নিকট কিছু চাইবে আমি তাকে তা দিয়ে দিব। আমার নিকট যে ক্ষমা চাইবে আমি তাকে ক্ষমা করে দিব[৪]।

---

[৪] . বুখারী, তাহাজ্জুদ অধ্যায়।

www.eelm.weebly.com

সহীহ হাদীসে এসেছে

"أن الله يدنو عشية عرفة"

আরাফার দিনে বিকাল বেলায় আল্লাহ নিকটবর্তী হন। অপর বর্ণনায় এসেছে

" إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا ما أراد هؤلاء"

পৃথিবীর নিকটতম আসমানে আসেন। তারপর আরাফাবাসীদের বিষয়ে ফিরিস্তাদের সঙ্গে গর্ববোধ করেন। তাদেরকে বলেন, দেখ আমার বান্দারা এলোমেল চুল, ধুলায় ধুষিত অবস্থায় আমার নিকট এসেছে। তারা আমার নিকট কি প্রত্যাশা করে?

আরো বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ শা'বান মাসের পনের তারিখে অবতরণ করেন। যদিও হাদীসটি আমার নিকট সহীহ মনে হয়। কিন্তু হাদীস যাচাই বাছাইকারী মহা বিজ্ঞানীগণ হাদীসটির গ্রহণযোগ্যের বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়েছেন। অনুরূপ ভাবে কেউ কেউ বর্ণনা করেন, নবী করিম (ﷺ) যখন হেরা গুহায় ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তখন একদা আল্লাহ আসমান যমীনের মাঝখানে একটি চেয়ারের উপর উপবিষ্ট হয়ে রসূলের সামনে প্রকাশিত হয়েছিলেন। আহলে ইলম এর ঐক্যমত মোতাবেক এই হাদীসটিও সম্পূর্ণ ভূল। বরং সহীহ হাদীস সমূহে এসেছে যখন হেরা গুহায় জিবরীল (আঃ) প্রথম বার রসূল (ﷺ)-কে বলেছিলেন,

"فقال له: اقرأ فقلت: لست بقارئ فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت: لست بقارئ فأخذني وغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال"

তুমি পড়! রসূল (ﷺ) বলেন আমি বলেছি, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে ধরে নেন এবং চাপ দিলেন যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। তখন তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলছেন, তুমি পড়, আমি বললাম, আমি পড়তে জানি না। তিনি আমাকে ধরে নেন এবং চাপ দিলেন যাতে আমি কষ্ট অনুভব করলাম। অতপর আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, বল

www.eelm.weebly.com

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ، الَّذِيْ عَلَّمَ بِالقَلَمِ، عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ﴾ (العلق: ١–٥)

তুমি পড়! তোমার 'রব' এর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে আলাক (জমাট রক্ত) থেকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পড়! তোমার রব সম্মানিত। যিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে এমন বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যা তারা জানত না। (আলাক ৯৬ঃ ১-৫)।

এটাই হলো নবী (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ প্রথম ওহী।

তারপর রসূল (ﷺ) ওহী বিরতি সম্পর্কে বলেন,

"فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتاً فرفعت رأسي فإذا هو الملك الذي جاءني بحراء أراه جالسا على كرسي بين السماء والأرض"

আমি হেটে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একটি শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মাথা উত্তোলন করলাম। দেখলাম ঐ জিব্‌রীল ফেরেস্তা যিনি হেরা গুহায় এসেছিলেন। তাকে আসমান ও যমীনের মাঝে একটি চেয়ারে উপর উপবিষ্ট অবস্থায় দেখলাম। বুখারী-মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে- রসূল বলেন, আসমান ও জমীনের মাঝে উপবিষ্ট হেরা গুহায় আগত ফেরেস্তাই হলেন ইনি। তারপর তাকে দেখে তিনি যে ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন তা বর্ণনা করলেন। বহু বর্ণনায় এভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, উপবিষ্ট হলেন ফেরেস্তা জিব্‌রীল (আঃ)।

সারকথা হলো, হাদীসে বর্ণিত রয়েছে যে, নবী (ﷺ) স্বচক্ষে পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখেছেন, আল্লাহ পৃথিবীতে অবতরণ করেছেন, আল্লাহর পদাংক সমূহ হলো জান্নাতের বাগিচা, আল্লাহ বায়তুল মুকাদ্দাস এর আঙ্গিনায় চলাচল করেছেন। এ সবই হলো আহলে হাদীস তথা হাদীস বিশারদগণ সহ সকল মুসলিমের ঐক্যমত অনুযায়ী মিথ্যা ও বাতিল।

অনুরূপভাবে যে দাবী করবে যে, সে আল্লাহকে মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশ্যে স্বচক্ষে দেখেছে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইজমা অনুযায়ী তার দাবীও বাতিল। কারণ, সকল মুসলিম একমত যে, মৃত্যুর পূর্বে স্বচক্ষে আল্লাহকে দর্শন করা যাবে না।

www.eelm.weebly.com

নাওয়াস বিন সাম'আন কর্তৃক মুসলিম শরীফে দাজ্জাল প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। রসূল (ﷺ) বলেন,

"واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت"

তোমরা জেনে রেখ, তোমাদের মধ্যে কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে তার 'রব'-কে দেখতে পাবে না। এ মর্মে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে রসুল (ﷺ) স্বীয় জাতিকে দাজ্জালের ফিৎনা বিষয়ে সর্তক করেছেন। তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, কেউই তার মৃত্যুর পূর্বে আল্লাহকে দেখতে পাবে না। সুতরাং কেউ যেন দাজ্জালকে দেখে এ ধারণা না করে যে, তিনি আল্লাহ। তবে আল্লাহর পরিচয়ের বিষয়ে গভীর ঈমানদারদের মধ্যে এমন গুণ সন্নিবিশিত হওয়া যে, তাদের হৃদয়ের গভীর প্রত্যয়, দর্শন ও পর্যবেক্ষণের জন্যে হৃদয়ের চোখে আল্লাহর দর্শন লাভ মনে করার বহু স্তর রয়েছে। তার মধ্যে একটি অন্যতম স্তর হলো ইহসান নামক ইবাদত।
হাদীসে জিব্রীলে ইহসান সম্পর্কে রসূল (ﷺ) বলেন, জিব্রীল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন,

"الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك"

ইহসান হলো তুমি এমন ভাবে ইবাদত করবে যাতে মনে হয় তুমি আল্লাহকে দেখছ। আর যদি তুমি তাকে দেখতে না পাও তাহলে অবশ্যই মনে করবে আল্লাহ তোমাকে দেখছেন।
হ্যাঁ, মু'মিনগণ জান্নাতে স্বচক্ষে আল্লাহর দর্শন লাভ করবে। অনুরূপ এটি সংঘঠিত হবে কিয়ামতের মহা ময়দানে। এটি নবী (ﷺ) কর্তৃক অকাট্য হাদীস সমূহ দ্বারা সুপ্রমাণিত।
রসূল (ﷺ) বলেন,

"إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب،
وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب"

নিশ্চয়ই তোমরা অতি তাড়াতাড়ি তোমাদের রবকে দেখতে পাবে যেমন মেঘ মুক্ত আকাশে দ্বি-প্রহরে সূর্য দেখতে পাও, যেমন মেঘ মুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাতে চন্দ্র দেখতে পাও[9]।

---

[9]. বুখারী ৭৪৩৯ ও মুসলিম

www.eelm.weebly.com

Contents

রসূল (ﷺ) আরো বলেন,

"إذا دخل أهل الجنة الجنةَ نادي مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويُجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة"

"যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে প্রবেশ করবেন। তখন একজন আহ্বানকারী বলবেন, আল্লাহর সঙ্গে আপনাদের একটি প্রতিশ্রুতি আছে। তিনি তা আপনাদেরকে তা প্রদান করবেন। জান্নাতবাসী বললেন সেটি আবার কি? আমাদের চেহারা কি উজ্জ্বল হয়নি। আমাদের আমল নামা কি ভাড়ী হয়নি। আমাদেরকে কি জান্নাত দেননি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? এমতাবস্থায় আল্লাহর পর্দা উঠে যাবে। তারা তাকে দেখবে। এমনকি তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রিয় হবে আল্লাহর দর্শন লাভ। উপরোক্ত হাদীস সমূহ সহীহ হাদীস গ্রন্থাবলীতে আছে। পূর্ববর্তী আলিম সমাজ ও ইমামগণ এ হাদীসগুলো গ্রহণ করেছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত একমত যে, জাহমিয়া সম্প্রদায় ও তাদের অনুসারী মুতাযিলা, রাফিজিয়া ও অনুরূপ আক্বীদা পন্থী দলেরাই মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছে। এরাই আল্লাহর গুণাবলী, দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ে জাল হাদীস তৈরী করেছে। এই নির্গুণবাদীরাই সৃষ্টজীবের মধ্যে নিকৃষ্টতম। রসূল (ﷺ) এর বর্ণনা অনুযায়ী আখেরাতে আল্লাহর দর্শন লাভকে মিথ্যা মনে করা, চরম পন্থীদের দুনিয়াতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখতে পাওয়ার দাবীকে সত্য বলে মনে করা, এ দুটির মাঝামাঝি রয়েছে আল্লাহর দ্বীন। এ দুটি আক্বীদাই বাতিল। এসব লোকদের কারো কারো দাবী যে, সে পৃথিবীতে স্বচক্ষে আল্লাহকে দেখেছে। এরাও পূর্ববর্তী লোকদের ন্যায় পথভ্রষ্ট। যদি তারা কোন সৎপরায়ণ ব্যক্তি অথবা সীমা অতিক্রমকারী ব্যক্তি বা রাষ্ট্র প্রধান কিংবা অন্য কোন ধরণের মানুষের ব্যাপারে আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখার কথা বর্ণনা করে তাহলে তাদের পথভ্রষ্টতাকে প্রসারিত করা হবে এবং তাদেরকে কাফির বলে আখ্যায়িত করা হবে। এভাবে ঐসব খ্রিস্টানগণও পথভ্রষ্ট করেছিল তার জাতিকে যখন তারা দাবী করেছিল যে,

www.eelm.weebly.com

তারা আল্লাহকে ঈসা ইবনে মরিয়ামের আকৃতিতে দেখেছে। এরা হলো শেষ যামানার দাজ্জালের অনুচর পথভ্রষ্টকারী। দাজ্জাল মানুষকে বলবে আমি তোমাদের রব, সে আসমানকে নির্দেশ দিবে ফলে বৃষ্টি প্রবাহিত হবে এবং জমিনকে নির্দেশ দিবে ফলে সুজলা শষ্য-শ্যামল ফসল উৎপাদিত হবে। সে অনাবাদি জমিকে বলবে তোমার ভিতর প্রোথিত সম্পদ বের করে দাও সঙ্গে সঙ্গে জমি তা বের করে দিবে। এভাবে নবী (ﷺ) জাতিকে দাজ্জাল বিষয়ে সতর্ক করে গেছেন।

রসুল (ﷺ) বলেন,

"ما من خلق آدم إلى يوم القيامة فتنة أعظم من الدجال"

আদম সৃষ্টি থেকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত এই সবুজ শষ্য শ্যামল পৃথিবীতে যত লোম হর্ষক ঘটনার অবতারণা হবে তার মধ্যে দাজ্জালের ঘটনাই হবে সব চেয়ে বড় ফিৎনা।

রসূল (ﷺ) আরো বলেন,

"إذا جلس أحدكم في الصلاة فليستعذ بالله من أربع، ليقل: اللهم إني أعوذبك من عذاب جهنم، وأعوذبك من عذاب القبر، وأعوذبك من فتنة المحيا والممات، وأعوذبك من فتنة المسيح الدجال"

তোমাদের মধ্যে কেউ যখন সলাতের সমাপনী বৈঠকে বসে তখন সে যেন চারটি বিষয় হতে মুক্তির জন্যে আশ্রয় চেয়ে বলে, হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আযাব থেকে তোমার নিকট আশ্রয় কামনা করছি, কবরের সাজা হতে নিস্কৃতির জন্যে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, জীবন ও মরণের পরীক্ষার বিষয়ে আশ্রয় চাচ্ছি এবং মাসীহ দাজ্জালের পরীক্ষা হতে বাঁচার জন্যে তোমার দরবারে আশ্রয় ভিক্ষা করছি।

এ দাজ্জাল রুবুবিয়্যাহ দাবী করবে এবং কিছু সংশয় বিষয় দিয়ে মানুষকে পরীক্ষায় ফেলবে। এ কারণে আল্লাহ ও আল্লাহর দাবীদার দাজ্জালের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে রসূল (ﷺ) বলেছেন,

"إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور"

জেনে রাখ! দাজ্জাল হবে কানা, আর তোমাদের আল্লাহ কানা নন। তিনি

www.eelm.weebly.com

আরো বলেছেন, তোমরা ভালভাবে জেনে রেখ! তোমাদের মধ্যে কেউই কখনই মৃত্যুর পূর্বে তার আল্লাহকে দেখতে পাবে না। উম্মতের জন্যে উপরোক্ত দুটি প্রকাশ্য আলামত রসূল (ﷺ) বর্ণনা করেছেন। মানুষ সে দুটি চিহ্নের মাধ্যমে; দাজ্জাল যে মিথ্যা দাবীদার আল্লাহ, তা তারা সনাক্ত করতে সক্ষম হবে। কারণ দাজ্জালের পরীক্ষায় যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা মানুষের সামনে এ অবিচার করবে যে, সে মানুষের আকৃতিতে আল্লাহকে দেখেছে। যেমন করে বর্তমান বিভ্রান্তকারীরা আল্লাহকে দুনিয়াতে দেখার আক্বীদা রাখে। সেই পথভ্রষ্টদের নাম হলো সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদী। তারা প্রধানত এ দুটি ভাগে বিভক্ত। এ প্রকৃতির লোকেরা আল্লাহকে কতিপয় বস্তুর মধ্যে সর্বেশ্বর ও অদ্বৈতবাদ মনে করে।

যেমন খ্রিস্টানগণ ঈসা (عليه السلام) এর মধ্যে ও চরম পন্থীরা আলী ও সম্মান লোকদের মধ্যে আল্লাহর উপস্থিতি মনে করে। অপর কিছু লোক পীর, দরবেশ, হুজুর, শাইখদের মধ্যে আল্লাহ আছে বলে বিশ্বাস করে। অন্য কিছু লোক ভাবে রাজা বাদশাদের মধ্যে আল্লাহ লুকিয়ে থাকেন। আর কিছু খ্রিস্টানদের আক্বীদার চেয়েও নিকৃষ্টতম, যেমন এক শ্রেণী সর্বেশ্বরবাদী ও অদ্বৈতবাদীরা সকল অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহ বিরাজমান বলে মনে করে। এমনকি তারা বিশ্বাস করে কুকুর, শুকুর অপবিত্র বস্তুসহ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। এটি জাহমিয়া সম্প্রদায় ও তাদের মতাবলম্বী এবং অদ্বৈতবাদী ইবনে আরাবী, ইবনে ফারিজ, ইবনে সাবঈন, তিলমসানীও বালয়ানী প্রমুখের বিশ্বাস।

সকল রসূল, তাদের অনুসারী মু'মিন ও আহলে কিতাব-এর মাযহাব হলো আল্লাহ তায়ালা সমগ্র বিশ্বের রব বা সার্বভৌম, আসমান ও যমীন এবং তার মধ্যকার সব কিছুর স্রষ্টা, মহা আরশের রব, সকল সৃষ্টি তার। তারা তার প্রতি মুখাপেক্ষী। মহা মহিম পবিত্র আল্লাহ আসমানের আরশের উপর অধিষ্ঠিত। সৃষ্ট জীব থেকে সে সম্পূর্ণ আলাদা অর্থাৎ তিনি তার গভীর জ্ঞান, সীমাহীন শক্তি ও তুলনাহীন পরিচালনা ক্ষমতার গুনে সবার সঙ্গে রয়েছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

www.eelm.weebly.com

يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِيْ الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ﴾ (الحديد:٤)

তিনিই ছয় দিনে আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তার পর আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উঠে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন (হাদীদ ৫৭ঃ-৪)।

ঐসব কাফির পথভ্রষ্টদের, যে দাবী করবে আল্লাহকে প্রকাশ্য দেখেছে, অথবা এ দাবী করবে যে তার সাথে বসেছে, কথা বলেছে, তার সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছে, অথবা তাকে মানুষ, বৃদ্ধ, বালক অথবা অনুরূপ সবার সঙ্গে আছে বলে দাবী করবে অথবা তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন বলে দাবী করলে তারা হবে সুস্পষ্ট দ্বীনচ্যুৎ অপরাধী। তাদেরকে উপরোক্ত আক্বীদা থেকে ফিরে আসার জন্যে তওবা করার জন্যে সুযোগ দিতে হবে। যদি তারা তওবা করে এবং ঐ ভ্রান্ত আক্বীদা বাদ দেয় তাহলে ভাল। অন্যথায় ইসলামী আইনে আদালত কর্তৃক রায় এ তাকে হত্যা করতে হবে। আধুনিক কালের এ বিভ্রান্তিকারীরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের চেয়েও বড় কাফির। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানগণ কাফির এ জন্যে যে, তারা বলে মাসীহ ইবনে মরিয়ামই আল্লাহ। প্রকৃত পক্ষে মাসীহ হলো সম্মানিত রসূল। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠদেরও অন্যতম। সুতরাং তারা যখন এ আক্বীদা পোষণ করে 'ঈসাই আল্লাহ এবং আল্লাহ ও ঈসা একাকার হয়েছেন অথবা আল্লাহ ঈসা (عليه السلام) এর মধ্যে প্রবেশ করেছেন'। তখন তাদের কুফরী সাব্যস্থ হয়েছে এবং তাদের কাফির হওয়া আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। বস্তুতঃ তারা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা বলেছে আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে।

তাদের বিভ্রান্ত আক্বীদার ভাষাচিত্র আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে বলেন,

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تَكَادُ السَّمٰوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا،

www.eelm.weebly.com

Contents

وَمَا يَنْبَغِيْ لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، إِنْ كُلُّ مَنْ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ (مريم:٨٨-٩٣)

তারা বলে, 'দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছে।' তোমরা তো এক ভয়ানক বিষয়ের অবতারণা করেছ। এতে যেন আকাশ সমূহ ফেটে যাবে, পৃথিবী খন্ড বিখন্ড হবে ও পর্বতসমূহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে আপতিত হবে। কারণ তারা রহমানের উপর সন্তান আরোপ করে অথচ সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহর জন্যে শোভা পায় না। আকাশ সমূহ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে বান্দা রূপে আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে না। (মারইয়াম ১৯:৮৮-৯৩)

অতএব সে লোকের কি হবে, যে সাধারণ মানুষের মধ্যে কাউকে আল্লাহ বলে দাবী করে? এটা কি চরমপন্থী খারিজী মতবাদের লোকদের চেয়ে বড় কুফর নয়? কারণ তারা তো ইসলামী দুনিয়ার অন্যতম নক্ষত্র হযরত আলী (রাঃ) অথবা বিশ্ব নবী মুহাম্মদ (ﷺ) এর পরিবার ভূক্ত কাউকে আল্লাহ বলে দাবী করত। এ অপরাধে তারা দ্বীনচ্যুত হয়েছে, মুরতাদ হয়েছে। হযরত আলী (রাঃ) এদেরকে গ্রেফতার করেছেন। তিন দিন পর্যন্ত তাদেরকে সময় দিয়েছিলেন তওবা করার জন্যে। যারা তওবা ভিক্ষা করে পুনরায় ইসলামে ফিরে এসেছে তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছেন। যারা তওবা না করে স্বীয় ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর অটল ছিল তাদের জন্যে কিনদা দ্বারে গর্ত খোড়ার জন্যে প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশ মোতাবেক গর্তখনন করে তার মধ্যে ঐ দ্বীনচ্যুতদেরকে রাখা হয়েছিল। তারপর তাদের উপর অবিরাম পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। সর্বশেষে গায়ে আগুন লাগিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। তাদের হত্যার বিষয়ে সকল সাহাবা একমত ছিলেন। কিন্তু হত্যার ধরণ নিয়ে পরস্পর দ্বিমত ছিল। বিশিষ্ট সাহাবী ইবনে আব্বাস (রাঃ) এর অভিমত ছিল আগুনে না পুড়িয়ে তলোয়ার দ্বারা হত্যা করা হোক। আর এটাই সকল আলিমের অভিমত। আর এটি আলিমদের নিকট একটি পরিচিত ঘটনা।

www.eelm.weebly.com

Contents

বাড়াবাড়ি ধ্বংসের মূল

কতিপয় পণ্ডিত, পীর, আলিম ও শায়খের বিষয়ে অতিভক্তি, সীমালঙ্ঘন ও অতি বাড়াবাড়ি করা, চাই তা শায়খ আদী অথবা ইউনুস কাণ্ডারী, মানছুর হাল্লাজ অথবা অনুরূপ যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে হোক তা হবে সীমাহীন গোমরাহী। মহান খলিফা ও বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আলী (রাঃ) ও শীর্ষস্থানীয় নবী ঈসা (আঃ) এর বিষয়ে বাড়াবাড়িও তারই অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি কোন বিশিষ্ট নবী অথবা পুণ্যবান ব্যক্তির ব্যাপারে যেমন আলী (রাঃ) অথবা আদী অথবা অনুরূপ যে কোন ব্যক্তির বিষয়ে সীমা অতিক্রম করবে অথবা তার বিষয়ে এ বিশ্বাস করবে যে, তার মধ্যে কল্যাণ নিহিত আছে; যেমন হাল্লাজ, অথবা মিশরের বিচারক, অথবা ইউনুস কাণ্ডারী অথবা অন্য যে কোন মানুষের বিষয়ে, অথবা তার মধ্যে ইলাহ এর কোন ক্ষমতা আছে বলে মনে করা যথাঃ এ কথা বলা যে, উমুক পীর বা শায়খের ইচ্ছে মোতাবেক প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য দেওয়া হয়; বকরী যবাইয়ের সময় বলা- আমার নেতার নামে, আমার বাবা ও পীরের নামে; সিজদা করে তার ইবাদত করা, তার কবরে সিজদা করা অথবা আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করা, যেমন এভাবে বলা- হে আমার উমুক বাবা, পীর, সরদার, গাউস, কতুব আমাকে ক্ষমা কর। আমার প্রতি রহম কর, আমাকে সাহায্য কর, আমাকে রিযিক দাও, আমাকে পরিত্রাণ দাও, আমাকে মুক্তি দাও অথবা একথা বলা যে, তোমার উপরই আমি নির্ভরশীল, আপনিই আমার জন্যে যথেষ্ট অথবা আপনার যথেষ্টতায় আমি আশাবাদী ইত্যাদি কথা বলবে, সে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ভাবে বের হয়ে যাবে।

কেননা উপরোক্ত কথা ও কার্যাবলী 'রব' এর বৈশিষ্টের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত, যা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য প্রযোজ্য নয়। সুতরাং এ ধরণের কাজ সম্পূর্ণ শিরক ও পথভ্রষ্ট। এর জন্যে ঐ ব্যক্তির উপর তওবা জারী করতে হবে। যদি তওবার নির্দেশ পাওয়ার পরও তওবা করে ইসলামে ফিরে না আসে তাহলে ইসলামী প্রশাসনের রায় অনুযায়ী তাকে হত্যা করতে হবে।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং অসংখ্য কিতাব অবতীর্ণ করেছেন যাতে এক আল্লাহর ইবাদত করা হয়, তার সঙ্গে যেন শরীক করা না হয়, তার সঙ্গে অন্য কিছুকে ইলাহ হিসাবে গ্রহণ না করা হয়। যারা আল্লাহর সঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, উযাইর, ঈসা (আঃ) ফেরেশতামন্ডলী, লাত,

www.eelm.weebly.com

উজ্জা, মানাত, ইয়াগুস, ইয়াউক, নাছর প্রভৃতিকে ইলাহ হিসাবে ডাকে অথচ তারা ঐ গুলোকে সৃষ্টি জগতের সৃষ্টি কারী, বৃষ্টি বর্ষণ কারী অথবা উদ্ভিদ ও সুজলা শষ্য শ্যামল উৎপাদনকারী স্রষ্টা বলে বিশ্বাস করে না।

বস্তুত ঃ তারা ফেরেস্তামণ্ডলী, নবীগণ, জ্বীন, নক্ষত্ররাজী, নির্মিত মূর্তিসমূহ এবং কবরবাসীর ইবাদত এ জন্যে করে যে, তারা ওদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হবে। তারা ওদের জন্যে আল্লাহর নিকট সুপারিশকারী হবে। আল্লাহ্ নবীদের প্রেরণ করে এ ধরণের ভ্রান্ত আক্বীদার মূলোৎপাটন করেছেন। এধরনের ইবাদত করা হতে সুস্পষ্ট নিষেধ করেছেন।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿قُلِ ادْعُواْ الَّذِيْنَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُوْنَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيْلاً، أُولَـئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُونَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا﴾

(الإسراء:٥٦-٥٧)

বল, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ইলাহ মনে কর তাদেরকে ডাক, (তাদেরকে আহ্বান করলেও দেখবে) তারা তোমাদের দুঃখ-বেদনা দূর করতে বা পরির্তন করতে সক্ষম নয়। তারা যাদেরকে আহবান করে তারা নিজেরাই তো তাদের 'রব' এর নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকটবর্তী হতে পারে, তার দয়া প্রত্যাশা করে ও তার শাস্তিকে ভয় করে। তোমার 'রব' এর শাস্তি ভয়াবহ (বনী ইসরাইল ১৭ঃ ৫৬-৫৭)।

পূর্বসুরী একটি দল বলেন, প্রাচীনকালে কিছু লোক ছিল যারা মাসীহ, উযাইর ও ফেরেশতামন্ডলীকে ডাকত, তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, তোমরা যেমন আমার নিকট নৈকট্য চাও তোমরা যাদেরকে ডাকছ তারাও তেমনি আমার নৈকট্য চায়, তোমরা যেমন আমার রহমত চাও তারাও আমার নিকট রহমত চায়। তোমরা যেমন আমার আযাবকে ভয় কর তারাও আমার আযাবকে ভয় করে।

আল্লাহ এদের প্রসঙ্গে বলেন,

www.eelm.weebly.com

﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّن دُوْنِ اللهِ لاَ يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِيْ السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِيْ الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّنْ ظَهِيْرٍ، وَلاَ تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ (سبأ: ٢٢-٢٣)

বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ইলাহ মনে করতে তাদেরকে আহবান কর। তারা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে অনুপরিমাণও কোন কিছুর মালিক নয় এবং এ দু'য়ে তাদের কোনও অংশ নেই, আর তাদের কেউ আল্লাহ্‌র সাহায্যকারীও নয়। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো সুপারিশ ফলপ্রসু হবে না (সাবা ৩৪ঃ ২২-২৩)।

মহা মহিম পবিত্র আল্লাহ্ অবহিত করছেন যে, আল্লাহ ছাড়া এমন শক্তিকে ডাকা হচ্ছে যাদের রাজত্বের অনুপরিমাণ ক্ষমতা ও অংশীদারী নেই। সৃষ্টি বিষয়ে তাদের কোন ক্ষমতা নেই যার দ্বারা সাহায্য করবে। আর আল্লাহর চয়নকৃত ও মনপূত ব্যক্তি ছাড়া কারো সুপারিশ উপকারে আসবে না।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَكَم مِّنْ مَّلَكٍ فِيْ السَّمَوَاتِ لا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّأْذَنَ اللهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضَى﴾ (النجم: ٢٦)

আকাশ সমূহে কত ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফল প্রসু হবে না যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তুষ্ট তাকে অনুমতি না দেন (নাজম ৫৩ঃ ২৬)

আল্লাহ আরো বলেন

﴿أَمِ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوْا لاَ يَمْلِكُوْنَ شَيْئًا وَلاَ يَعْقِلُوْنَ، قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَّهُ مُلْكُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ﴾ (الزمر: ٤٣-٤٤)

তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে (অন্যদেরকে নিজেদের মুক্তির জন্য) সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? বল-তারা কোন কিছুর মালিক না হওয়া

www.eelm.weebly.com

Contents

সত্ত্বেও, আর তারা না বুঝলেও? বল-যাবতীয় সুপারিশ আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (যুমার ৩৯ঃ ৪৩-৪৪)

আল্লাহ আরো বলেন

﴿وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ هَـؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ قُلْ أَتُنَبِّئُوْنَ اللهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِيْ السَّمٰوَاتِ وَلاَ فِيْ الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾ (يونس:١٨)

আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আকাশ সমূহে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে অনেক উর্ধ্বে (ইউনুস ১০ ঃ ১৮)।

দ্বীনের মূল বিষয় হলো এক আল্লাহর ইবাদত করা এবং তার সঙ্গে কাউকে শরীক না করা। আর ঐটাই হলো তাওহীদ যা দ্বারা রসূলগণকে আল্লাহ প্রেরণ করেছিলেন এবং কিতাব সমূহ অবতীর্ণ করেছিলেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُوْنَ﴾ (الزخرف:٤٥)

তোমার পূর্বে আমি যে সব রসূলগনকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ স্থির করেছিলাম যাদের ইবাদত করা যায়? (যুখরুফ ৪৩:৪৫)।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُوْا اللهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ﴾ (النحل:٣٦)

www.eelm.weebly.com

আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এ মর্মে যে, তারা আল্লাহর ইবাদত ও তাগুতকে (সীমালঙ্ঘনকারী) বর্জনের দাওয়াত দিবে (নাহল ১৬:৩৬)।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ إِلاَّ نُوْحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُوْنِ﴾ (الأنبياء:٢٥)

আপনার পূর্বে আমি কোন রসূলকে এ ওহী ব্যতীত প্রেরণ করিনি যে, আমি ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত কর (আম্বিয়া ২১: ২৫)।

রসূল (ﷺ) তাওহীদের মৌলিকত্ব অনুধাবন করেছিলেন ও জাতিকে তা শিক্ষা দিয়েছিলেন। তাই জনৈক ব্যক্তি যখন তার সামনে বলেছিল আল্লাহ যা চান ও আপনি যা চান। তখন রসূল তার জবাবে বলেছিলেন,

"أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده"

তুমি কি আমাকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করতে চাও? বরং আল্লাহ এককভাবে যা চান তাই হয়[10]। তার পর বললেন,

"لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد"

তুমি এভাবে বলবে না যে, আল্লাহ যা চান ও মুহাম্মদ (ﷺ) যা চান। বরং বলবে, আল্লাহ যা চান অতপর মুহাম্মদ (ﷺ) যা চায়[11]।

রসূল (ﷺ) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। তিনি বলেন -

"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت"

যে শপথ করতে চায় সে আল্লাহর নামে শপথ করবে অথবা নিরব থাকবে[12]।

10 . আহমাদ (১/ ২১৪) ইবনে মাজাহ ২১১৭

11 . আহমাদ (৫/ ৭২) ইবনে মাজাহ ২১১৮

12 . বুখারী ৬১০৮।

www.eelm.weebly.com

তিনি আরো বলেন,

"من حلف بغير الله فقد أشرك"

যে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে শির্‌ক করল[13]।
তিনি আরো বলেন,

"لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله"

তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করিও না, যেমন করে খ্রিস্টানগণ ইবনে মরিয়ামের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি একজন বান্দা। অতএব তোমরা বল আল্লাহর বান্দা ও তার রসূল [14]।
এ কারণে আলিমগণ একমত হয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি কোন সৃষ্ট বস্তুর নামে শপথ করতে পারবে না। যথা কাবা ও অন্যান্য বস্তুর নামে। নবী (ﷺ) সৃষ্ট বস্তুর জন্যে সিজদা করতেও নিষেধ করেছেন।
রসূল (ﷺ) বলেন,

"لا يصلح السجود إلا لله"

আল্লাহ ছাড়া সিজদা পাওয়ার উপযোগী কেউই নয়[15]।
তিনি আরো বলেন,

"لو كنت آمراً أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها"

আমি যদি এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে সিজদা দেওয়ার নির্দেশ দিতাম তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম[16]।
রসুল (ﷺ) মুয়ায বিন জাবাল (রাঃ)-কে বলেন,

"أرأيت لو مررت بقبري أكنت ساجدا له؟"

তুমি যদি আমার কবরের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম কর তাহলে কি কবরকে সিজদা দিবে? তিনি বললেন, না।

---

[13]. আহমাদ ১/৪৭ ও তিরমিযী ১৫৩৫।
[14]. বুখারী ৩৪৪৫।
[15]. বুখারী ঐ।
[16]. আহমাদ ১/১৫৮ ও তিরমিযী ১১৫৯।

www.eelm.weebly.com

রসূল (ﷺ) বললেন,

"فلا تسجد لي"

আমাকে সিজদা করবে না[17]। এ জন্য কবরকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করতে রসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন।

রসূল (ﷺ) তার মৃত্যুকালীন অসুস্থতার সময় বলেন,

"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন, কারণ তারা নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা যে কাজ করছে তা হতে তিনিই উম্মতকে সর্তক করে দিয়েছেন[18]।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যদি তাই ঠিক হয় তাহলে ঘরের বাহিরে প্রকাশ্য স্থানে তার কবর দেওয়া হত। কিন্তু, মানুষ মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এ সম্ভাবনায় তিনি তা অপছন্দ করছেন।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূল (ﷺ) মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে বলেছেনঃ

"إن من قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك"

তোমাদের পূর্বের লোকেরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করত। সাবধান! তোমরা কবরসমূহকে মসজিদে পরিণত করবে না। আমি তোমাদের এ বিষয়ে নিষেধ করলাম[19]।

রসূল (ﷺ) আরো বলেন,

"اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"

হে আল্লাহ! তুমি আমার কবরকে উপাসনার মূর্তি বানিয়ে দিও না।

---

17. আবুদাউদ ২১৮০
18. বুখারী ১৩৩০।
19. জামে মুসনাদ ২/৫৯৫।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহর গযব ঐ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রকট হয়, যারা নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ (ইবাদতের স্থান) রূপে গ্রহণ করেছে[20]।

তিনি আরো বলেন,

"لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا عليّ حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني"

তোমরা আমার ঘরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না। আর তোমাদের গৃহগুলোকে কবরে পরিণত করো না। তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ কর যেখানেই থাক না কেন। কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছবে[21]।

এ কারণে পৃথিবীর সকল আলিমদের ফায়সালা হলো কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ শরীয়ত সম্মত নয় এবং এর নিকট সলাত পড়াও ইসলামী বিধি সম্মত নয়। বরং ইসলামের শীর্ষ স্থানীয় আলিম ও নেতৃবর্গের অভিন্ন সিদ্ধান্ত যে, কবরের পার্শ্বের সলাত ইবাদত হিসেবে গৃহিত হবে না, বরং তা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে।

মুসলিমদের কবর যিয়ারত করা, দাফনের পূর্বে মৃত ব্যক্তির সমমর্যাদা সম্পণ্য লোকের নেতৃত্বে তাদের জানাযার সলাত সম্পাদন করা সুন্নত।

আল্লাহ মুনাফিকদের প্রসঙ্গে বলেন,

﴿وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ﴾ (التوبة: ٨٤)

তাদের মধ্যে কেউ মারা গেলে কখনই তুমি তার জানাযার সলাতে দাঁড়াবে না ও তার কবরের কাছে দাঁড়াবে না। (তাওবা ৯:৮৪)। এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হলো যে, সাধারণ মু'মিনগণ তার সলাত আদায় করবে এবং তার কবরের পার্শ্বে দাঁড়াবে।

নবী করীম (ﷺ) সাহাবাদেরকে কবর যিয়ারতকালীন নিম্নোক্ত দু'আটি শিক্ষা দিয়েছেন।

"السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون،

---

[20]. আহমাদ ২/২৪৬।

[21]. আহমাদ - ২/৩৭৬ ও আবুদাউদ - ২০৪২

www.eelm.weebly.com

Contents

يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم"

হে মু'মিন সম্প্রদায়ের গৃহকর্মী আপনাদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমরা ও ইন্‌শাআল্লাহ আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আমাদের ও আপনাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী লোকদের প্রতি শান্তি অবতীর্ণ করুক। আমাদের ও আপনাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ তাদের প্রতিদান থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করিও না, তাদের পরে আমাদেরকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ করিও না। আমাদেরকে ও তাদেরকে ক্ষমা করে দাও[22]।

জেনে রাখা ভাল! মুর্তি পুজার কারণ সমূহের অন্যতম হলো সম্মান প্রদর্শন মূলক কবরের ইবাদত ও অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করা।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন স্বীয় গ্রন্থে বলেন,

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ (نوح:٢٣)

তারা বলল, তোমরা তোমাদের ইলাহদেরকে ছেড়ে দিও না। ছেড়ে দিও না ওদ্দা, সুয়াআ, ইয়াগুসা, ইয়াউকা ও নাছরা (নামক মুর্তিদেরকে) (নূহ:২৩)।

সালাফদের একটি দল বলেন, এসব নামে বর্ণিত লোকেরা সমকালীন জাতির ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যখন তারা মারা গেলেন তখন তারা তাদের কবরের প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ল। তারপর তাদের ভাস্কর্য, প্রতিচ্ছবি নির্মাণ করল। তারপর তাদের ইবাদত করা শুরু করল। তাই আলিমদের ঐক্যমত সংঘঠিত হয়েছে, যে লোক নবী (ﷺ) এর প্রতি সালাম করতে চায় সে তার কবরের পাথর স্পর্শ ও চুমু দিতে পারবে না। কারণ, চুমা দেওয়া ও স্পর্শ করা বায়তুল্লাহ তথা আল্লাহর ঘর কাবার রুকন সমূহের অন্যতম। সুতরাং আল্লাহর ঘরকে মানুষের ঘরের সঙ্গে সাদৃশ্য করা যাবে না। অনুরূপভাবে তাতে ত্বওয়াফ, সলাত ও ইবাদতের জন্যে সমবেতও হওয়া যাবে না। বস্তুতঃ তা আল্লাহর ঘর সমূহের

---

[22]. আহমাদ ৬/৭১, ইবনে মাজাহ ১৫৪৬।

www.eelm.weebly.com

অধিকার। আর সেগুলো ঐ মসজিদসমূহ যাতে উচ্চস্বরে আযানের মাধ্যমে আল্লাহর নাম প্রচারের জন্যে আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন এবং তাতে যিকির পাঠ করা ও জায়েয রয়েছে। মানুষের নির্মিত ঘরসমূহে উপরোক্ত অভিপ্রায় চরিতার্থ বৈধ হবে না। কারণ তা করলে ঈদ হিসাবে পরিগণিত করা হবে। যেমন; আল্লাহর রসূল (ﷺ) বলেছেন,

"لا تتخذوا بيتي عيدا"

তোমরা আমার ঘরকে উৎসবস্থলে পরিণত করো না। এগুলো হলো তাওহীদের মৌলিকত্ব যা দ্বীনের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য। এগুলো ছাড়া আল্লাহ কারো আমল কবুল করবেন না। তাওহীদ পন্থীকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু তাওহীদ বর্জন কারীকে ক্ষমা করবেন না।
এ মর্মে আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا﴾ (النساء:٤٨)

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তার সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছে ক্ষমা করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল। (নিসা ৪ঃ ৪৮)।
এ কারণে তাওহীদের কালেমা সর্বোত্তম ও উৎকৃষ্ট বাক্য। এর মহানিদর্শন আল কুরআনের আয়াতুল কুরসী। আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿اللهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ﴾ (البقرة:٢٥٥)

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তাকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা (ঘুম) স্পর্শ করে না। (বাকারা ২: ২৫৫)
নবী (ﷺ) বলেছেন-

"من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة"

যার শেষ কালেমা হবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ "আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ইলাহ্ হলো ঐ মহান সত্তা যাঁর ইবাদতের জন্যে অন্তর ঝুঁকে পড়ে, যাঁর নিকট সাহায্য কামনা করে। আশা, ভয়, সম্মান ও ইজ্জত তাঁরই জন্যে।

www.eelm.weebly.com

Contents

মধ্যমপন্থায় সুন্নাতের অনুসরণ করা

কুরআন ও আল্লাহর সকল গুণাবলীসহ যাবতীয় বিষয়ে সংযোজন বিয়োজন ব্যতীত সুন্নাহ বিশ্বাস করা ও তার প্রতি যথাযথ আনুগত্য করা ওয়াজিব। কারণ, স্বর্ণ যুগের মুসলিম ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো কুরআন আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী, এটি সৃষ্ট বস্তু নয়, এটি আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে এবং তার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। এ কথাই পূর্বসূরী সকল আলীমগণ বলেছেন। যে কুরআন মুসলিম জাতি তেলাওয়াত করে এবং গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা অবশ্যই আল্লাহর বাণী। অন্য কারো বাণী নয়। যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি একে বাণী বলেছেন।

এ মর্মে আল্লাহর বাণী হলো

﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لاَّ يَعْلَمُونَ﴾ (التوبة:٦)

যদি মুশরিকদের মধ্যে হতে কেউ তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে তাকে আশ্রয় দাও, যাতে সে আল্লাহর বাণী শুনতে পায়, অতঃপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দাও (তাওবা ৯ ঃ ৬)।

এই কুরআন যা গ্রন্থকারে সংরক্ষিত রয়েছে। যেমন ঃ আল্লাহ্ বলেন-

﴿بَلْ هُوَ قُرآنٌ مَّجِيدٌ، فِيْ لَوْحٍ مَّحفُوظٍ﴾ (البروج : ٢١-٢٢)

বরং এটি কুরআন মাজীদ, সংরক্ষিত ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। (বুরুজ ৮৫ঃ ২১-২২)।

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً، فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ﴾ (البينة ٢ – ٣)

আল্লাহর নিকট হতে এক রসূল যিনি আবৃত্তি করেন পবিত্র গ্রন্থ। যাতে সু-প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাসমূহ রয়েছে। (বাইয়্যিনাহ ৯৮:২-৩)।

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿إِنَّهُ لَقُرآنٌ كَرِيمٌ، فِيْ كِتَابٍ مَّكْنُونٍ﴾ (الواقعة:٧٧-٧٨)

নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা সুরক্ষিত কিতাবে লিখিত আছে।

(ওয়াকি 'আহ ৫৬ঃ ৭৭-৭৮)।

www.eelm.weebly.com

Contents

আল-কুরআন তার বর্ণ, ছন্দ ও অর্থে আল্লাহর বাণী। শব্দের শেষ বর্ণের স্বরধ্বনি (যাবার, যের, পেশ, তানবীন, সাকিন ইত্যাদি) নিরূপণ করা পূর্ণ বর্ণের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

রসূল (ﷺ) যথার্থ বলেছেন,

"من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات"

যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করল তার শেষ বর্ণের ধ্বনি (যাবার, যের, পেশ, তানভীন, সাকিন ইত্যাদি) উচ্চারণ করে পড়ল, প্রতিটি হরফের জন্যে তার দশটি করে পুণ্য রয়েছে[23]।

আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ) বলেন, কুরআনের ইরাব (যাবার, যের, পেশ, তানভীন, সাকিন ইত্যাদি) সংরক্ষণ করা কুরআনের বর্ণ সংরক্ষণ করার চেয়ে আমার নিকট উত্তম, যদিও মুসলিমগণ তা গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। তারা যদি স্বরচিহ্ন (নুকতা ও যের যাবার ও পেশ) বিহীন লিপিবদ্ধ করা পছন্দ করত তাহলে তা বৈধ হত। যেমন সাহাবীগণ নুকতা ও হারাকাত বিহীন লিখেছেন। কেননা তারা ছিলেন আদি আরবী ভাষী। আরবী ভাষাগত কোন ভুল তাদের ছিল না। আর এগুলো ঐ সব ইসলামী নেতৃবৃন্দের সংকলিত গ্রন্থের কপিসমূহ যা উসমান (রাঃ) বিভিন্ন শহরে পরিবেশন করেছিলেন। অতঃপর তাতে জনগণের তেলাওয়াত ভুল পরিলক্ষিত হয়। তখন প্রয়োজনের দাবীতে আল কুরআনের সংকলিত গ্রন্থাবলী স্বরচিহ্নের (নুকতা, যের, যাবার ও পেশ) দ্বারা হারাকাত দেয়া হয়। তারপর বর্ণের উপর আধুনিক স্বরচিহ্ন প্রদান করা হয়। কেউ এটিকে বিদ'আত হওয়ার কারণে অপছন্দ করেছেন। কেউ এও বলেছেন যে, এর কোনও প্রয়োজন নেই। অপর দিকে কেউ কেউ ইরাব বর্ণনার সুবিধার্থে হারাকাত দেওয়া পছন্দ করেছেন কিন্তু নুকতা দেওয়া অপছন্দ করেছেন। সহীহ কথা হলো এতে কোন প্রকার অসুবিধা নেই। কারণ, এমর্মে নবী (ﷺ) হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ শব্দ আকারে কথা বলেছেন। আদম (عليه السلام) সশব্দে ডেকেছেন। যখন শব্দ প্রমাণিত হয় তখন তো স্বরচিহ্ন অবশ্যই প্রমাণিত। হাদীসে এ বিষয়ে বহু উদাহরণ বিদ্যমান। এটিই হলো পূর্বসূরী আলিম সমাজ ও আহলে সুন্নাহর আক্বীদার সারাংশ।

[23]. তিরমিযী ২৯১০।

www.eelm.weebly.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণ বলেন, আল্লাহর কালাম মাখলুক তথা সৃষ্ট নয়। চাই তা পঠিত হোক বা লিখিত হোক। বান্দার কুরআন তেলাওয়াতকে মাখলুক বলা হয় না। কারণ, ঐ শব্দগুলো তো অবতীর্ণ কুরআনের মধ্যেই প্রবিষ্ট।

আল্লাহ বলেন,

﴿قُلْ لَو كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّيْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (سورة الكهف- ١٠٩)

তুমি বলঃ সমুদ্র গুলি যদি আমার রবের কথা লিপিবদ্ধ করবার জন্যে কালি হয়ে যায়, তবে আমার রবের কথা লেখা শেষ হওয়ার আগেই সমুদ্র অবশ্যই নিঃশেষ হয়ে যাবে যদিও এর মত আরও সমুদ্র আনিলেও। (কাহফ ১৮ঃ ১০৯)

আল্লাহ বিবৃতি দিচ্ছেন যে, কালি দ্বারা তার কথাসমূহ লেখা থাকে। তদ্রূপ যারা বলে কুরআন মাছহাফে ছিল না। বস্তুতঃ মাছহাফ হলো কালী, কাগজ, বিবরণ ও শব্দগুচ্ছের নাম। সুতরাং এরূপ ধারণাকারী পথভ্রষ্ট ও বিদআতী। এ সব ধারণা মোটেও ঠিক নয়। বরং কুরআন হলো আল্লাহর বাণী যা আল্লাহ মুহাম্মদ (ﷺ) এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন।

পক্ষান্তরে সাহাবাদের সময় নুকতা ও হারাকাত বিহীন লিপিবদ্ধ প্রাচীন সংরক্ষিত কুরআনের দুই গিলাফের মধ্যে পঠিতব্য কথা আল্লাহর বাণী। কারণ, নুকতা ও হারাকাত দিয়ে লেখা ও নুকতা ও হারাকাত বিহীন লেখা উভয়ই উচ্চারণে একই। আরবী ভাষাভাষী লোকেরা নুকতা ও হারাকাত বিহীন পড়তে পারে এবং অল্প শিক্ষিত আরবী ভাষাভাষী ও অনারবরা তা পড়তে ভূল করে। এ ভূল দূর করার জন্য এটি আধুনিক একটি প্রক্রিয়া মাত্র। এতে শরীয়তের কোন অসুবিধা নেই। অতএব, আধুনিকতার দোহাই ও শাব্দিক মতানৈক্য করে মুসলিম সমাজে ফিৎনা সৃষ্টি করা জায়েয নয়। কেননা দ্বীনের মধ্যে দলীল বিহীন নতুন কিছু করার নাম বিদ'আত। কিন্তু নুকতা ও হারাকাত দেওয়া ও না দেওয়া শরীয়ত নয়। বরং জিবরীল (আঃ), নবী (ﷺ) ও সাহাবীগণ যে ভাবে উচ্চারণ করে কুরআন তেলাওয়াত করেছেন ঐ উচ্চারণই হুবহু ধরে রাখার এটি একটি নতুন প্রক্রিয়া যা শরীয়তের সহায়ক, বিদআত নয়। অতএব, কুরআন আল্লাহর বাণী। এটি মাখলুক নয়।

www.eelm.weebly.com

সাহাবীদের বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা

সাহাবাদের বিষয়ে ও তাদের আত্মীয়দের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা ও মধ্যপথ অবলম্বন করা ওয়াজিব। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তার নবীর সাহাবাদের উচ্চ প্রশংসা করেছেন, তারা একনিষ্ঠতার সাথে আনুগত্যকারী-মুসলিম। আল্লাহ আরো জানিয়েছেন যে, তিনি সাহাবাদের প্রতি সন্তুষ্ট ও তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট। আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবের কয়েক স্থানে তাদের কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। এরশাদ হচ্ছে :

﴿مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَ الَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ (الفتح:٢٩)

মুহাম্মদ (ﷺ) আল্লাহর রসূল। আর তার সঙ্গে যারা আছেন তারা কাফিরদের উপর বড়ই কঠোর এবং তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল (আল-ফাত্হ ৪৮: ২৯)।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আরা বলেন

﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ (الفتح:١٨)

মু'মিনরা যখন বৃক্ষতলে তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ করলো তখন আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন। তাদেরকে তিনি দান করলেন প্রশান্তি এবং তাদেরকে পুরস্কার দিলেন বিজয় (আল ফাতহঃ ১৮)।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন-

"لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحُدٍ ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"

তোমরা আমার সাহাবাদেরকে গালি দিও না। যার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি উহুদ পাহাড় সমপরিমাণ স্বর্ণ দান করে তাহলেও সাহাবীদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দানের সাওয়াবে পৌঁছতে পারবে না[24]।

---

[24]. বুখারী ৩৬৭৩।

www.eelm.weebly.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐক্যমতে মুতাওয়াতির সূত্রে আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন, নবী (ﷺ) এর পর এ উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)[25]।
উমর (রাঃ) এর মৃত্যুর পর উসমান (রাঃ) এর খেলাফত গ্রহণের বায়আতের উপর সাহাবীগণ একমত হয়েছিলেন।
এ প্রসঙ্গে নবী (ﷺ) বলেন-

"خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تصير ملكا"

নবুওয়াতী খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর। অতঃপর রাজতন্ত্রে পরিণত হবে[26]।
রসূল (ﷺ) বলেন,

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة"

আমার পর আমার সুন্নাত ও হিদায়াত প্রাপ্ত সঠিক পথের অনুসারী খলিফাদের সুন্নাহ গ্রহণ করা তোমাদের প্রতি অপরিহার্য। তোমরা তা গ্রহণ করবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখবে। আর দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার থেকে দূরে থাকবে। কারণ দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি সবই পথভ্রষ্ট[27]।
আর আমীরুল মুমিনীন আলী বিন আবী তালিব (রাঃ) হিদায়াত প্রাপ্ত সঠিক পথের অনুসারী খলিফাদের সর্বশেষ ছিলেন।
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সাধারণ মানুষ, আলিম নেতৃবর্গ ও সৈন্যবাহিনী সবাই সাহাবীদের মর্যাদার বিষয়ে একমত যে, প্রথম স্তরে আবু বকর (রাঃ), তারপর উমর (রাঃ), তারপর উসমান (রাঃ), তারপর আলী (রাঃ)। এ মর্মে দলিল সমূহ সাহাবাদের ফজিলত বিষয়ক বহু হাদীসে বিদ্যমান। এ ক্ষুদ্র পরিসরে তা আলোচনা করা সম্ভব নয়।
তদ্রূপ সাহাবাদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদ সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বনের প্রতি আমরা ঈমান পোষণ করি। আমরা আরো অবগত আছি যে, এ মর্মে বর্ণিত

---

[25]. আবু দাউদ - ৪৬২৯ ও তিরমিযী - ২২২৬।
[26]. আহমাদ ৫/২২০, আবুদাউদ - ৪৬৪৬, তিরমিযী - ২২২৬।
[27]. আহমাদ - ৪/১২৬, আবুদাউদ - ৪৬০৭।

www.eelm.weebly.com

বহু কথা আছে যা বানোয়াট। আর কিছু ছিল ইজতিহাদী বিষয়। কারণ সাহাবায়ে কেরাম মুজতাহিদ ছিলেন। আর ইজতিহাদে শরীয়ত গবেষণায় সঠিক সিদ্ধানে পৌঁছার জন্য তাদের জন্যে রয়েছে দুটি পুরস্কার আর সেটি তাদের সৎকর্মে পরিণত হবে। ভুলের জন্যে তারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হবেন। তাদের পাপ সমূহের উপর মহান আল্লাহর রহমতে তাদের পূণ্যসমূহ অগ্রবর্তী হবে। মহান আল্লাহ তওবা, বিশেষ পুণ্যাবলী, পাপ বিমুক্ত হওয়ার বিপদ আপদ বা অন্য কোন কিছু দ্বারা তাদের পাপকে ক্ষমা করে দিবেন। কারণ, তারা এ উম্মতের স্বর্ণ যুগের অধিবাসী।

যেমন নবী (ﷺ) বলেছেন,

"خير القورن قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلوهم"

সবচেয়ে উত্তম যুগ সেই যুগ যে যুগের মধ্যে আমি প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর তার পরবর্তী যুগ[28]।

এ উম্মতই হলো শ্রেষ্ঠতম উম্মত। মানুষের কল্যাণের জন্যে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও জানা যায় যে, হযরত মুয়াবিয়া ও তার সহযোগী যুদ্ধ বাহিনীর চেয়ে আলী (রাঃ) উত্তম ও অধিক সত্যের নিকটবর্তী ছিলেন। যেমন, বুখারী ও মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন

"تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق"

মুসলিমদের মধ্য হতে একটি দল বের হয়ে যাবে। দু'দলের মধ্যে যেটি হকের বেশি কাছাকাছি সেটিকে তারা হত্যা করবে[29]।

এ হাদীস সাহাবাদের মধ্যে সংঘটিত বিবাদমূলক সকল দল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রকৃষ্ট দলিল। আর আলী (রাঃ) ছিলেন হকের অধিক নিকটবর্তী।

পক্ষান্তরে সা'দ বিন আবী ওক্কাছ, ইবনে উমর সহ অনেকে ফিৎনার মধ্যে কোন একদলে স্বশস্ত্র যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করে বসে ছিলেন। তারা ফিৎনা যুগে সশস্ত্র যুদ্ধ হতে বিরত থাকার অকাট্য দলিল সমূহ গ্রহণ করেছিলেন। অধিকাংশ আহলে হাদীস ও আহলে ইলম এর উপরই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

---

[28]. বুখারী - ২৬৫১।

[29]. মুসলিম - ১০৬৫, আহমাদ -৩/২৫ , আবুদাউদ-৪৬৬৭।

www.eelm.weebly.com

Contents

অনুরূপভাবে রসূল (ﷺ) এর পরিবার-বংশধরের প্রতিও মুসলিম জাতির অধিকার আছে। তাদেরকে দেখাশুনা করা মুসলিম কর্ণধারদের উপর ফরয। কেননা বিনা যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধ লব্ধ সম্পদের এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ তাদের জন্যে ধার্য্য করে দিয়েছেন।

এমনকি রসূল (ﷺ) উপর দরুদ পাঠের সময় তার বংশধরকে অন্তর্ভুক্ত করে দরুদ পাঠের নির্দেশ দিয়েছেন,

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ"

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।[30]

মুহাম্মাদ (ﷺ) এর বংশধরের উপর যাকাত-সদকা খাওয়া হারাম ছিল। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) আহমদ বিন হাম্বলসহ অনেকেই এ কথা বলেছেন। নবী (ﷺ)) বলেছেন

"إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد"

যাকাত মুহাম্মদ (ﷺ) ও মুহাম্মদ (ﷺ) এর পরিবারের জন্যে হালাল নয়[31]।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

(الأحزاب:٣٣)

হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো শুধু চান তোমাদের হতে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে। (আহযাব ৩৩ঃ ৩৩)

---

[30]. বুখারী - ৩৩৭০, মুসলিম ৪০৬।

[31]. মুসলিম : ১০৭২।

www.eelm.weebly.com

মহান আল্লাহ তাদের উপর যাকাত হারাম করেছেন। কেননা, তা মানুষের ময়লা। কোন কোন সালাফ বা পূর্বসূরী আলিম বলেছেন, আবু বকর ও উমরকে ভালবাসা ঈমান এবং তাদের সঙ্গে ঈর্ষা করা মুনাফিকী। আর বনী হাশিমকে ভালবাসা ঈমানের অন্তর্ভূক্ত ও তাদের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা নিফাকী-পাপ।

মুসনাদ ও সুনান গ্রন্থাবলীতে রয়েছে, যখন কতিপয় সম্প্রদায় বনী হাশিমের উপর অত্যাচার করছিল তখন ইবনে আব্বাস সে বিষয়ে রসূল (ﷺ)-কে অভিযোগ করলে, তিনি ইবনে আব্বাসের উদ্দেশ্যে বলেন,

"والذي نفسي بيده لا يدخلون الجنة حتى يحبوكم من أجلي"

হে জন সমাজ! যে মহান সত্ত্বার হাতে আমার জীবন তার শপথ করে বলছি, আমার কারণে তোমরা বনী হাশিমকে মহব্বত না করলে জান্নাতে যেতে পারবে না[32]।

সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী (ﷺ) বলেন,

"إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم"

আল্লাহ তায়ালাা বনী ইসমাঈলকে মনোপুত করেছেন, বনী ইসমাঈল থেকে বনী কিনানাকে মনোপুত করেছেন। বনী কিনানা থেকে কুরাইশকে বাছাই করে নিয়েছেন। কুরাইশ গোত্র থেকে বনী হাশিমকে নির্বাচিত করেছেন[33]।

উসমান (রাঃ)-কে হত্যার মাধ্যমে ফিৎনার আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। এক ও অখণ্ডিত মুসলিম মিল্লাত বিবিধ দলে উপদলে বিভক্ত হল। এক দল উসমান (রাঃ) এর পক্ষ নিল এবং তার প্রতি অতি শ্রদ্ধায় সীমালঙ্ঘন করল এবং আলী (রাঃ) কাছ থেকে বিমুখ হল, এরা ছিলো অধিকাংশ শামবাসী। তারা নির্দ্বিধায় আলী (রাঃ)-কে গালি গালাজ ও তার সঙ্গে চরম ঈর্ষা শুরু করল।

---

[32]. আহমাদ ১/ ২০৭, তিরমিযী : ৩৮৫৮, ইবনে মাজাহ : ১৪০।

[33]. মুসলিম : ২২৭৬।

www.eelm.weebly.com

Contents

অপর দিকে অধিকাংশ ইরাকবাসী আলীর (রাঃ) দল গ্রহণ করল এবং আলী (রাঃ)-কে শ্রদ্ধা করতে সীমালঙ্ঘন করল, উসমান (রাঃ) এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল। তার সঙ্গে বিরোধের পাহাড় ক্রমান্বয়ে গাঢ় হয়ে উঠল, তাকে গালিগালাজ দেয়া শুরু করল। এভাবে এ ফিরকাবন্দী বিদ'আত প্রকট আকার ধারণ করল, এরা শেষ পর্যন্ত আবু বকর (রাঃ) ও উমর (রাঃ)-কে গালি দেওয়া শুরু করল। ফলে সেদিন এটি বৃহত্তর বিপদ রূপে প্রকাশ পেল।

সুন্নাহ হলো উসমান (রাঃ) ও আলী (রাঃ) উভয়কে মহব্বত করা। আর আবু বকর ও উমর (রাঃ)-কে তাদের দু'জনের উপরে অগ্রাধিকার দেয়া। তারা দু'জন এ জন্যে প্রাধান্য পাওয়ার যোগ্য যে, তাদের বিষয়ে মহান আল্লাহ্ বিশেষ বিশেষ গুনে বিশেষিত করেছেন।

মহান আল্লাহ্ স্বীয় গ্রন্থে দলাদলী ও বিচ্ছিন্ন হওয়া নিষেধ করেছেন। ঐক্যের উপর অটুট থাকা ও আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়িয়ে ধরা মু'মিনের উপর ওয়াজিব করেছেন। কারণ, ইলম, ন্যায়পরায়ণতা ও আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণের উপরই সুন্নতের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর যখন রাফিজী সম্প্রদায় সাহাবাদের গালি গালাজ শুরু করল, তখন আলিমগণ সিদ্ধান্ত নিলেন যে, যারাই সাহাবাদেরকে গালি দিবে তাদেরকেই শাস্তি প্রদান করতে হবে। তারপরও রাফিজী সম্প্রদায় সাহাবাদেরকে কাফির প্রতিপন্ন করা ছাড়াও বহু বাড়াবাড়ি করেছে। আমি ইতোপূর্বে বহু স্থানে তার উল্লেখ করেছি এবং ঐ কাজের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শারঈ বিধানও বর্ণনা করেছি। সে সময় ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া বিষয়ে কেউই কোন কথা উপস্থাপন করেনি। তার বিষয়টি দ্বীনী কোন আলোচনার বিষয়ও ছিল না। পরবর্তীতে তার বিষয়ে বহু কাল্পনিক ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। কোন কোন দল তাকে অভিসম্পাত প্রদান করেছে।

আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত অন্যকে অভিসম্পাত করা কখনো পছন্দ করেন না। সুন্নাতের প্রতি আজ্ঞাবহ মুসলিমগণ ইয়াজিদের এহেন গর্হিত কার্যাকলাপের কথা শুনেছেন। তার বিষয়ে দুই দিক থেকে বিপরীত মুখী বাড়াবাড়ি করা হয়েছে অর্থাৎ যারা তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারা তার বিষয়ে সীমাহীন বাড়াবাড়ি করেছে। পক্ষান্তরে যারা সমালোচনা ও বিরোধিতা

www.eelm.weebly.com

করেছে তারাও বিরোধীতার বৈধসীমা অতিক্রম করেছে। যথাঃ সমালোচনাকারীগণ বলেন, তিনি কাফির- দ্বীনচ্যুত মুরতাদ। কারণ, সে রসূল (ﷺ) এর নাতীকে হত্যা করেছে। তার নানা উত্বাহ বিন রাবীআহ ও তার মামা ওয়ালিদ সহ যাদেরকে কাফির মনে করে হত্যা করা হয়েছিল তাদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে তিনি আনসার ও তার বংশধরকে হেররা নামক স্থানে হত্যা করেছে। প্রকাশ্য মদ খাওয়া, দিবালোকে গর্হিত কার্যাবলী সম্পাদন সহ নানা অশ্লীল কাজে জড়িত ছিলেন বলে তারা উল্লেখ করেন।

পক্ষান্তরে প্রশংসাকারীগণ বিশ্বাস করেন যে, তিনি সুপথ প্রাপ্ত পথ প্রদর্শক ন্যায়পরায়ণ নেতা ছিলেন। তিনি সাহাবা বা শীর্ষ স্থানীয় সাহাবাদের অন্যতম একজন। তিনি আল্লাহর ওলীদের বিশেষ একজন। কখনো কখনো কেউ এও বিশ্বাস করতো যে তিনি নবীদের একজন ছিলেন। তারা আরো বলছেন যারা ইয়াযীদের সমালোচনা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বিরত রাখবেন।

তারা শাইখ হাসান বিন আদী হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন যে, ইয়াযীদ এ রূপ এ রূপ মহাগুণের অধিকারী মহান ওলী ছিলেন। যারা ইয়াযীদের সমালোচনা থেকে বিরত হবে তারা জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পাবে। শাইখ হাসানের সমকালীন ঐসব ভক্তরা মহামান্যবর শাইখ আদীর মতের বিরুদ্ধে তার ও ইয়াযীদের বিষয়ে তারা বহু ভ্রান্ত কবিতা, বাড়াবাড়িমূলক বহু রচনাবলী তার নামে ছড়িয়ে দিয়েছে।

এ হলো ইয়াযীদের বিষয়ে দু'দিক থেকে বিপরীতমুখী বাড়াবাড়ির সংক্ষিপ্ত ভাষাচিত্র। এটি মুসলিম সমাজ ও আলিমদের ঐক্যমতের সম্পূর্ণ বিরোধী কার্যকলাপ। কেননা, ইয়াযীদ উসমান (রাঃ) এর খিলাফতে জন্ম গ্রহণ করে। তিনি নবী (ﷺ) এর সাক্ষাত পাননি। আলিমদের ঐকমত্য অনুযায়ী তিনি সাহাবী ছিলেন না। দ্বীন ও যথাযোগ্য কাজের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি মুসলিম যুবকদের একজন। কাফির দ্বীনচ্যুৎ মুরতাদ ছিলেন না। তার পিতার মৃত্যুর পর কিছু সংখ্যক মুসলিমদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হন। তার ছিল বহু বীরত্ব ও সুমহান বদান্য, তিনি প্রকাশ্য অশ্লীল কাজে জড়িত ছিলেন না। যেমন কিছু সংখ্যক বিরুদ্ধবাদীরা বর্ণনা করে থাকে যে, তার রাজত্বে বহু ভয়ানক কর্ম সম্পাদিত হয়। হুসাইন (রাঃ) এর হত্যা কার্য তার

www.eelm.weebly.com

অন্যতম। তিনি হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যার নির্দেশ দেননি এবং তার হত্যার সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করেননি। তার সম্মান হানী করে দণ্ডের বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপও করেননি। হুসাইন (রাঃ) এর মস্তক শাম এ নিয়ে যেতেও নির্দেশ দেননি। বরং তিনি হুসাইন (রাঃ) এর বিষয়ে নিরবতা অবলম্বন ও তাকে হত্যা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও তাকে হত্যা করা হয়েছে। ইয়াযীদের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মচারী এ বাড়াবাড়ি করেছে। সামর বিন জুল জাওশান সৈন্যদলকে আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ এর নেতৃত্বে তাকে হত্যার জন্যে উৎসাহিত করছে। ফলে আবদুল্লাহ বিন যিয়াদ তার প্রতি আক্রমণ করেছিল। হুসাইন (রাঃ) তাকে ইয়াযীদ এর নিকট নিয়ে যাওয়া অথবা প্রহরারত অবস্থায় সুরক্ষিত সীমান্ত শহরে পাঠানো বা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার জন্যে তাদের নিকট আবেদন করেছিলেন। তারা তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে তাকে তাদের নিকট আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়। সে উমর বিন সা'দকে তাকে হত্যার নির্দেশ দেয়। ফলে তারা তাকেও তার পরিবারের কিছু সংখ্যক ব্যক্তিবর্গকে নির্মমভাবে নির্যাতিত করে হত্যা করে। তার হত্যাকাণ্ড ছিল ভয়াবহ বিপদসমূহের অন্যতম। কেননা, হুসাইন (রাঃ) ও তার পূর্বে উসমান (রাঃ)-কে হত্যা করা এ উম্মতের ভয়াবহ ফিৎনা সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তাদের দুজনকে হত্যা করা আল্লাহর নিকট সৃষ্টির নিকৃষ্টতম কাজ।

হুসাইন (রাঃ)-এর পরিবারবর্গ যখন তার দরবারে এসেছিলেন। তিনি তাদেরকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং তাদেরকে স্বসম্মানে মদীনায় পাঠিয়ে ছিলেন। ইয়াযীদ কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, তিনি হুসাইন এর হত্যার জন্যে উবাদুল্লাহ বিন যিয়াদকে অভিশম্পাত প্রদান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি ইরাকের অনুসারী বিশেষ কিছু লোককে হত্যার ইচ্ছা করেছিলাম। হুসাইন (রাঃ) এর আওতামুক্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি তার হত্যাকে অস্বীকার করেননি। তার প্রতিশোধ নেননি ও তার বদলাও নেননি, অথচ এটা তার উপর ওয়াজিব ছিল। তাই হক পন্থীরা তার ওয়াজিব পরিত্যাগ করার সমালোচনা করেন। এটি ভিন্ন ধরনের কথা। পক্ষান্তরে তার সঙ্গে শত্রুতামূলক বিবাদ করে তারা তার উপর অসংখ্য অপবাদ চাপিয়ে দেয়।

আর দ্বিতীয় কারণ হলোঃ মদীনাবাসীগণ তার সঙ্গে আনুগত্যের শপথ গ্রহণের পর তা ভঙ্গ করেছিল। তার প্রেরিত প্রতিনিধিকে পরিবারসহ সেখান

—৫

www.eelm.weebly.com

থেকে বের করে দিয়েছিল। অতঃপর তিনি একটি সৈন্যদলকে এ মর্মে প্রেরণ করেন যে, মদীনাবাসীর নিকট তারা আনুগত্য কামনা করবে। এতে যদি তারা সম্মত না হয়। তাহলে তারা তিন দিন পর্যন্ত তাদের বুঝার সুযোগ দিবে। তারপর বাধা দিলে তারা অস্ত্রের সাহায্যে মদীনায় প্রবেশ করবে। তিন দিন পর তাদের রক্তকে তারা হালাল হিসাবে গ্রহণ করবে। নির্দেশ মোতাবেক সৈন্যদল তিন দিন পর্যন্ত মদীনায় অপেক্ষায় ছিল। তারপর তারা গণহত্যা শুরু করে, লুটতরাজ আরম্ভ করে, হারামকৃত মহিলাদেরকে জোড় পূর্বক যৌনক্রিয়ার পাত্রে পরিণত করে। তারপর সে অপর একটি সৈন্য বাহিনীকে মক্কায় প্রেরণ করে, তারা মক্কা অবরোধ করে। ইয়াজিদের মৃত্যু পর্যন্ত তারা মক্কা অবরোধ করে রেখেছিল। এ ছিল ইয়াজিদের অত্যাচার ও সীমালঙ্ঘনের সংক্ষিপ্ত চিত্র। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বীদা হলো তাকে গালিও দিবে না ভালও বাসবে না। ছালিহ বিন আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আমি আমার বাবাকে বললাম, জনগণ বলে, তারা ইয়াযীদকে ভালবাসে। তিনি বললেন, হে আমার বৎস্য, যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে কি ইয়াযীদকে ভালবাসতে পারে! আমি বললাম, হে আমার বাবা! তাহলে আপনি তাকে অভিসম্পাত করেন না কেন? তিনি বললেন, হে আমার বৎস্য! তুমি কি কখনও তোমার বাবাকে কারো প্রতি অভিশাপ দিতে দেখেছ?

তার কর্তৃক বর্ণিত আছে- তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া কর্তৃক হাদীছ বর্ণনা করুন। তিনি জবাবে বললেন, না। ইসলামে তার কোন সম্মানিত স্থান নেই। সে কি ঐ ব্যক্তি নয় যে মদীনা বাসীর উপর এই এই অপকর্ম ও অত্যাচার করেছিল?

মুসলিম নেতৃবর্গ আলিমদের নিকট ইয়াযীদ হলো রাজতান্ত্রিক বাদশাদের অন্যতম। আল্লাহর ওলী সৎ মানুষ হিসাবে তারা তাকে ভালবাসেন না। তাকে তারা গালিও দেন না। কেননা, কোন নির্দিষ্ট মুসলিমকে অভিশাপ দেয়া তারা পছন্দ করেন না। যেমনভাবে উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) কর্তৃক সহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, জনৈক ব্যক্তি যাকে হিমার (গাধা) বলা হতো। সে খুব বেশী মদ পান করত। আর যখন মদ খেত তখন আল্লাহর রসূলের নিকট আনা হতো এবং মদ পানের শাস্তি স্বরূপ তাকে প্রহার করা হতো। একবার এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহ তোমার প্রতি অভিশাপ করুন!

www.eelm.weebly.com

কারণ, তুমি বারবার আল্লাহর নবীর নিকট এ অপরাধ নিয়ে আস। তখন **নবী (ﷺ) ঐ ব্যক্তিকে বললেন,**

"لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله"

তাকে অভিশাপ করো না। কারণ, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূল (ﷺ)-কে ভালবাসে[34]।

তা সত্ত্বেও আহ্‌লে সুন্নাহর একদল লোক তাকে অভিশাপ করা বৈধ মনে করেন। কেননা, তারা বিশ্বাস করেন তিনি নির্মম অত্যাচারী ছিলেন। আর অত্যাচারীর প্রাপ্য হলো অভিশাপ ।

অপর দল তাকে মহব্বত করা পছন্দ করেন। কারণ, সে মুসলিম। সাহাবাদের যুগে সে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। সাহাবীগণ তার আনুগত্যের বায়'আত নিয়েছিলেন। তারা বলেন, তার বহু কল্যাণময়ী কাজও ছিল। প্রকৃত সত্য কথা হলো যার প্রতি মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রতিষ্ঠিত, তা হলো তাকে বিশেষ ভাবে ভালবাসারও দরকার নেই এবং তাকে অভিসম্পাত করাও সমীচীন নয়। যদিও সে যালিম ও ফাসিক হয়ে থাকে। কারণ, আল্লাহ যালিম ও ফাসিককে ক্ষমা করে দিতে পারেন। অবশ্য এ জন্য যালিম ও ফাসিকের, তার যুলুম ও পাপের তুলনায় ভাল কাজ বেশী থাকতে হবে।

ইবনে উমর (রাঃ) হতে সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে, নবী (ﷺ) বলেন, প্রথম যে দল কুসতুন্‌তনিয়্যায় যুদ্ধ করবে তারা ক্ষমা প্রাপ্ত হবে[35]। আর ঐ স্থানে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়াহর নেতৃত্বে। আবু আইয়ুব আনসারীও (রাঃ) তার সঙ্গী ছিলেন। অবশ্য ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া ও তার চাচা ইয়াযীদ বিন আবী সুফিয়ানের মধ্যে সংশয় বিদ্যমান। ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান হলেন সাহাবী। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সাহাবাদের অন্যতম। তিনি হারব কুরাইশ বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি। শাম এর আমীরদের মধ্যে তিনি অন্যতম যাকে আবু বকর (রাঃ) শাম বিজয়ের জন্যে প্রেরণ করেছিলেন। আবু বকর (রাঃ) তাকে বিদায় কালীন তার উষ্ট্রবাহন ধরে হেঁটে হেঁটে ওসিয়ত করছিলেন। তিনি তাকে বলেছিলেন, হে

---

[34]. বুখারী, কিতাবুল হুদুদ : ৬৭৮০।

[35]. বুখারী, জিহাদপর্ব : ২৯২৪।

www.eelm.weebly.com

আল্লাহর রসূলের প্রতিনিধি! তুমি আরোহণ করবে নাকি অবতরণ করবে?। তিনি তার জবাবে বলেছিলেন, আমি আরোহী ও অবতরণকারী হতে চাই না। আমি আশা করি আল্লাহর রাস্তায় আমার জীবনের পাপ রাশি শেষ হয়ে যাক। উমর (রাঃ) এর খিলাফত আমলে শাম বিজয়ের পর যখন তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তখন উমর (রাঃ) তার ভাই মুয়াবিয়াকে (রাঃ) তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তারপর উসমান বিন আফফান (রাঃ) এর খিলাফত আমলে ইয়াজিদের জন্ম হয়। মুয়াবিয়া (রাঃ) শামে প্রতিষ্ঠিত হলেন এবং তারপর যা ঘটার তা ঘটে গেল।

ওয়াজিব হলো এ বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়ার সমালোচনার দ্বারা মুসলিমদেরকে পরীক্ষায় ফেলা থেকে বিরত থাকা। কারণ এরূপ করা বিদ'আত। এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ভিন্ন মত বিদ্যমান। এ সব বিভ্রান্তি বিশ্বাসের ফলে কতিপয় জাহিল মনে করে ইয়াযীদ বিন মুয়াবিয়া শীর্ষ স্থানীয় সাহাবাদের অন্যতম। আর ন্যায়পরায়ণ মুসলিম নেতৃবর্গ মনে করেন এ ধরনের আক্বীদা সুস্পষ্ট ভুল।

ইসলামের প্রতিরক্ষা ও গোড়ামীপন্থী সংগঠন বর্জন করা

মুসলিম সমাজে দলাদলী সৃষ্টি করা এবং মানুষকে সেই বিষয়ে পরীক্ষায় ফেলানো, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তার রসূল (ﷺ) কোন ফায়সালা দেননি এরূপ কাজ করা নিঃসন্দেহে হারাম। যথাঃ কোন ব্যক্তিকে বলা তুমি আমার পন্থী, আমার কর্মী বা আমার দলের। কেননা এই সব পরিভাষা পরিত্যাজ্য।

এ মর্মে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহর কিতাব, রসূল (ﷺ) এর হাদীস ও পূর্ববর্তী আলিমদের কোন গ্রহণযোগ্য আসারও (সাহাবীদের কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে আসার বলে) বিদ্যমান নেই। সুতরাং আমার দলের, আমার কর্মী ইত্যাদি পরিভাষা বর্জনীয়। বরং মুসলিমের উপর ফরয হলো যখন তাকে জিজ্ঞাসা করবে আপনি কে? তখন আপনি বলবেন আমি কোন দলের কর্মী ও কোন দলপন্থী নই। আমি কেবল মাত্র আল কুরআন ও সহীহ হাদীসের একনিষ্ঠ অনুসারী মুসলিম।

এ ক্ষেত্রে মুয়াবিয়া বিন আবু সুফিয়ান এর বর্ণিত হাদীসটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তিনি একদা বিশিষ্ট সাহাবী আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-কে বললেন,

www.eelm.weebly.com

Contents

আপনি উসমান (রাঃ) এর দলে নাকি আলী (রাঃ) এর দলে? তিনি দ্বিধাহীন কণ্ঠে জবাব দিলেন আমি আলীর (রাঃ) দলেও নই এবং উসমানের (রাঃ) দলেও নই; বরং আমি রসূল (ﷺ) এর দলের অনুসারী।

এভাবে প্রত্যেক পূর্ববর্তী আলিম সমাজ বলেছেন। এ সব দলাদলীর শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। তাদের মধ্যে জনৈকি আলিম বলেন, দুটি মহা নিয়ামত অবলম্বনের ব্যাপারে আমি কোন পরওয়া করি না। এক- আল্লাহ ইসলামের দিকে আমাকে পরিচালিত করেছেন। দুই- এ সব দলাদলী থেকে আমাকে মুক্ত রেখেছেন।

আল্লাহ আল-কুরআনে আমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মু'মিন ও ইবাদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন আমাদের যে নাম দিয়েছেন তা আমরা পরিবর্তন করতে পারিনা। নব আবিষ্কৃত মানুষের তৈরী দলীয় নাম যা তারা ও তাদের পূর্ব পুরুষগণ রেখেছেন, যে বিষয়ে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি বরং এসব নাম সমূহের কারণে মানুষ বিবিধ মাযহাব, যথা ঃ হানাফী, মালেফী, শাফেঈ, হাম্বলী ; বিভিন্ন তরীকা যথাঃ কাদিরী, (নকশে বন্দি) ও আদবী শাইখের তরিকাপন্থী, বিভিন্ন গোত্র, যথাঃ কাইসী গোত্র ও বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী যথাঃ শামী, ইরাকী, মিশরী ইত্যাদি দলে পরিণত হয়। কোন মুসলিমের জন্যে বৈধ নয় যে, সে উপরোক্ত দলের ভিত্তিতে কোন মানুষকে আহবান করবে, মূল্যায়ণ করবে, তারই আলোকে মৈত্রী স্থাপন ও শত্রুতা সৃষ্টি করবে।

বরং আল্লাহর নিকট সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন তাক্বওয়া (আল্লাহ ভীতি) সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ। তারা যে কোন দলের হোক না কেন। আল্লাহর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনকারীরাই হলো আল্লাহর ওলী। আর তারা হলেন ঈমানদার ও মুত্তাকী (আল্লাহ ভীরু) ব্যক্তিবর্গ।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ﴾ (يونس: ٦٢-٦٣)

জেনে রেখো! আল্লাহর বন্ধুদের জন্যে কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত ও হবে না। এরা হচ্ছে সে সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাক্বওয়া অবলম্বন করেছে (ইউনুস ১০: ৬২-৬৩)।

www.eelm.weebly.com

Contents

আল্লাহ তায়ালা বর্ণনা করেছে যে, তার ওলী বা বন্ধুরা হলেন তারাই যারা তাক্বওয়া সম্পন্ন গভীর ঈমানের অধিকারী।
আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে মুত্তাকীর সংজ্ঞা প্রদান করেন-

﴿لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ والضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة:١٧٧)

তোমরা তোমাদের মুখ পূর্ব দিকে ফেরাও বা পশ্চিম দিকে ফেরাও এতে কোন কল্যাণ নেই, বরং কল্যাণ আছে এতে যে, কোন ব্যক্তি ঈমান আনবে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব সমূহ ও নবীগণের প্রতি এবং আল্লাহর ভালবাসার্থে ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম-মিসকীন, মুসাফির ও সাহায্য প্রার্থীদের এবং মানুষদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করার জন্য দান করবে এবং সলাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, ওয়া'দা করার পর স্বীয় অঙ্গীকার পূর্ণ করবে এবং ক্ষুধা, দারিদ্র্যের সময় ও দুর্দিনে ধৈর্য্য ধারণ করবে, মূলতঃ এরাই হচ্ছে সত্যবাদী এবং এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুত্তাকী (বাকারা ২: ১৭৭)।

তাক্বওয়া হলো আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা সম্পাদন করা এবং তিনি যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করা।

নবী (ﷺ) আল্লাহর ওলীদের অবস্থা ও ওলী হওয়ার মাধ্যম গুলো বর্ণনা করেছেন, যা ইমাম বুখারী (রহঃ) সহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল (ﷺ) বলেছেন,

"يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي

www.eelm.weebly.com

Contents

يبصربه، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، في يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولابد له منه" (البخاري)

আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সাথে শত্রুতা পোষণ করবে, আমি তার বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমি যা কিছু আমার বান্দার উপর ফরয করে দিয়েছি তার দ্বারা কোন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারবে। আমার বান্দাগণ সর্বদা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকলে অবশেষে আমি তাকে ভালবাসতে থাকি। যখন আমি তাকে ভালবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়; আমি তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়; আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। আর সে যদি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা অবশ্যই প্রদান করি। আর সে যদি আমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে অবশ্যই আশ্রয় প্রদান করি। আমি যে কাজ করতে চাই, তা করতে কোন দ্বিধা সংকোচ করি না, যতটা দ্বিধা সংকোচ করি একজন মু'মিনের মৃত্যু সর্ম্পকে, কেননা সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে অথচ আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি[36]।

উপরোক্ত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের স্তর হলো দুটি। এক- ফরয বিষয়াবলী সম্পাদনের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ করা; এটি হলো ডানপন্থী পূণ্যবান সত্যপন্থীদের স্তর। দ্বিতীয়ত- ফরয বিষয়াবলী সম্পাদনের পর নফল আদায়ের মাধ্যমে নৈকট্য অর্জন করা; এটি হলো অগ্রগামী নৈকট্য অর্জনকারীদের স্তর।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيمٍ، عَلَى الأَرَائِك يَنظُرُونَ، تَعْرِفُ فِيْ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ، خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِيْ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ (المطففين:٢٢-٢٦)

---

[36]. বুখারী : ৬৫০২।

www.eelm.weebly.com

Contents

পূণ্যবান লোকেরা থাকবে অফুরন্ত নি'মাতের মাঝে। উচ্চ আসনে বসে তারা (চারদিকের সবকিছু) দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখে প্রশান্তির উজ্জ্বলতা দেখতে পাবে। তাদেরকে পান করানো হবে ছিপি-আঁটা উৎকৃষ্ট পানীয়। তার ছিপি হবে মিশ্‌কের, প্রতিযোগীরা যেন এ বিষয়েই প্রতিযোগিতা করুক। (মুতাফফিফীন ৮৩: ২২-২৬)

ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, ডানপন্থীদের সঙ্গে রসিকতা করা হবে। নৈকট্যলাভকারীরা সেখানে (নেশা মুক্ত) খাঁটি শরাব পান করবে। এরূপ অর্থবোধক কথা আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যারা আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং সার্বিক ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে; যাবতীয় পাপাচার বর্জন করে তারাই আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভূক্ত। আল্লাহ মু'মিনদেরকে পরস্পর মৈত্রী স্থাপন করা আবশ্যক করে দিয়েছেন। পক্ষান্তরে কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই মু'মিনের উপর ওয়াজিব।

আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَ تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ﴾ (المائدة: ٥١)

الی قوله ﴿فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُوْنَ﴾ (المائدة: ٥٦)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না। (মায়িদা ৫: ৫১)

নিশ্চয়, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। (মায়িদা ৫: ৫৬)

(সূরা মায়িদা ৫:৫১ আয়াত থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত দেখুন।)।

[৫:৫১- হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিও না, তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। আল্লাহ যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।

৫:৫২-যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তুমি তদেরকে দেখবে সত্বর তারা তাদের (অর্থাৎ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান মুশরিকদের) মাঝে গিয়ে বলবে, আমাদের ভয় হয় আমরা বিপদের চক্করে পড়ে না যাই। হয়তো আল্লাহ বিজয় দান করবেন কিংবা নিজের পক্ষ হতে এমন কিছু দিবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা লুকিয়ে রেখেছিল তার কারণে লজ্জিত হবে।

www.eelm.weebly.com

Contents

৫:৫৩-মু'মিনগণ বলবে, এরা কি তারাই যারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে বলত যে, তারা অবশ্যই তোমাদের সঙ্গে আছে। তাদের কৃতকর্ম নিস্ফল হয়ে গেছে, যার ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫:৫৪- হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য হতে কেউ তার দ্বীন হতে ফিরে গেলে সত্বর আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন আর তারাও তাকে ভালবাসবে, তারা মু'মিনদের প্রতি কোমল আর কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে, তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করবে, কোন নিন্দুকের নিন্দাকে তারা ভয় করবে না, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ-যাকে ইচ্ছে তিনি দান করেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, সর্বজ্ঞ।

৫:৫৫- তোমাদের বন্ধু আল্লাহ, তার রসূল ও মু'মিনগণ যারা সলাত কায়িম করে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহর কাছে অবনত হয়।

৫:৫৬- যে কেউ আল্লাহ ও তার রসূল এবং ঈমানদারগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করবে সে দেখতে পাবে যে আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।]

আল্লাহ জানিয়ে দিচ্ছেন যে, মুমিনের বন্ধু হলো আল্লাহ, তার রসুল ও তার প্রতি ঈমানদার বান্দাগণ। এ বিশেষণটি বংশ, দেশ, মাযহাব, স্বীয় দলভুক্ত ও দলবিহীন সর্বস্তরের মু'মিনের জন্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (التوبة: ٧١)

মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী একে অপরের বন্ধু (তাওবাহ ৯: ৭১)।

আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُوْلَـئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلاَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِيْ الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَالَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِيْ الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِيْ سَبِيلِ اللهِ

www.eelm.weebly.com

Contents

وَالَّذِيْنَ آوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَـئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ مِن بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَـئِكَ مِنكُمْ﴾ (الأنفال:-٧٢-٧٥)

যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্যে) হিজরত করেছে, নিজেদের জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু হিজরাত করেনি তারা হিজরাত না করা পর্যন্ত তাদের অভিভাবকত্বের কোন দায়িত্ব তোমার উপর নেই, তবে তারা যদি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হয় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য, কিন্তু তোমাদের ও যে জাতির মধ্যে মৈত্রী চুক্তি রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে নয়। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখেন।

আর যারা কুফরী করে তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। যদি তোমরা তা (মু'মিনদের পরস্পরের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় করা ও কাফিরদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা) না কর তবে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে।

যারা ঈমান এনেছে, (দ্বীনের জন্যে) হিজরাত করেছে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য-সহযোগিতা করেছে- তারাই প্রকৃত মু'মিন, তাদের জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা।

আর যারা পরে ঈমান এনেছে ও হিজরাত করেছে আর তোমাদের সাথে একত্র হয়ে জিহাদ করেছে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। (সূরা- আনফাল ৮ঃ ৭২-৭৫)।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيْئَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَانْ جَاءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَ أَقْسِطُوْا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ﴾ (الحجرات:٩)

www.eelm.weebly.com

মু'মিনদের দু'দল লড়াইয়ে লিপ্ত হলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর একদল অপর দলকে আক্রমণ করলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। অতঃপর যদি দলটি ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সঙ্গে বিচার করবে আর সুবিচার করবে; আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালবাসেন। (হুজুরাত ৪৯:৯)

সহীহ হাদীসে নবী (ﷺ) হতে বর্ণিত আছে-

"مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالحمى والسهر"

পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া অনুগ্রহের ক্ষেত্রে মু'মিনের উদাহরণ হলো এক ও অখন্ডিত দেহ। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয় তখন সমস্ত শরীর তার জন্যে বিনিদ্রা ও ব্যথায় আক্রান্ত হয়[37]।

সহীহ হাদীসে অনুরূপ আরো আছে যে,

"المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا"

একজন মু'মিন আর একজন মু'মিনের জন্যে প্রাচীরের ন্যায়। যার একাংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় করে[38]। অতঃপর তিনি একহাতের অঙ্গুলীগুলি অপর হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবেশ করালেন।

অনুরূপ সহীহ হাদীস হলো,

"والذي نفسي بيده لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه"

যার হাতে আমার জীবন তার শপথ! তোমাদের মধ্যে কেউ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের জন্যে যা ভালবাসে অপরের জন্যে তাই ভালবাসে[39]।

রসূল (ﷺ) বলেন,

"المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه"

---

[37]. বুখারী : ৬০১১, মুসলিম : ২৫৮৬।

[38]. বুখারী : ৪৮১, মুসলিম : ২৫৮৫।

[39]. বুখারী : ১৩, মুসলিম : ৪৫।

www.eelm.weebly.com

Contents

এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তাকে (বিপদের সময়) অন্যের নিকট সোপর্দ করতে পারে না ও তার প্রতি অত্যাচারও করতে পারে না[40]। আল্লাহর কিতাব আল কুরআন ও হাদীসে এরূপ বহু দলিল বিদ্যমান। আল্লাহ তায়ালা এর ভিত্তিতে এক মু'মিন অপর মু'মিনের বন্ধু বা সাহায্যকারী হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্যকারী, অনুগ্রহকারী ও দয়াশীল হিসাবে পরিণত করেছেন। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাদেরকে ঐক্য স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং দলাদলী ও মতভেদ করতে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ বলেন,

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ (آل عمران:١٠٣)

তোমরা সমবেতভাবে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না (আল ইমরান ৩: ১০৩)।

আল্লাহ আরো বলেন,

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللهِ﴾ (الأنعام:١٥٩)

নিশ্চয় যারা নিজেদের দ্বীনকে খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে নিয়েছে আর দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয় আল্লাহর উপর ন্যাস্ত (আনআম ৬:১৫৯)।

বড়ই পরিতাপের বিষয়! কিভাবে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর উম্মতের লোকেরা বিভিন্ন দল ও বিবিধ মতভেদে বিভক্ত হয়েছে। দলের স্বার্থেই কেবল মাত্র ধারণা প্রসূত জ্ঞান ও প্রবৃত্তির চরিতার্থে একদল অপর দলকে ভালবাসে ও একদল অপর দলকে শত্রু ভাবাপন্ন মনে করে অথচ আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে কোন প্রমাণ তাদের নিকট নেই।

পক্ষান্তরে বর্তমান দলাদলী ও মতবাদ বিক্ষিপ্ত মুসলিম উম্মাহ থেকে আল্লাহ তার নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখেছিলেন। আর এ সব তো খারেজীদের ন্যায় বিদ'আতী দলের কর্ম যা মুসলিমদের এক ও অখন্ডিত জামা'য়াতকে বিভক্ত করেছে এবং তাদের ভিন্নমত পোষণকারীদের রক্তপাত করাকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করেছে।

---

[40]. বুখারী : ২৪৪২, মুসলিম : ২৫৮০।

www.eelm.weebly.com

Contents

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত আল্লাহর রজ্জু (কুরআন ও সুন্নাহ)-কে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরেছে।

বস্তুতঃ ওয়াজিব হলো, যে আল্লাহ ও তার রসূলকে অগ্রাধিকার দেয়, তাকে অগ্রাধিকার দেওয়া; যে আল্লাহ ও তার রসূলের অনুসরণের বিষয়ে পশ্চাতে রয়েছে তাকে পিছিয়ে রাখা; যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে তাকে ভালবাসা; যে আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে শত্রুতা করে তার সঙ্গে শত্রুতা করা; আল্লাহ ও তার রসূল যা নির্দেশ দিয়েছেন মানুষকে সে নির্দেশই দেয়া, আল্লাহ ও তার রসূল যে সব বিষয়ে নিষেধ করেছেন সে সব বিষয়েই নিষেধ করা; আল্লাহ ও তার রসূল যাতে খুশী থাকেন তাতেই খুশী থাকা।

মুসলিমগণ হবেন একটি মহাশক্তি। যদি কোন মুসলিম ভাই দ্বীনের কোন বিষয়ে ভুল করে সে অপরাধে তার সব কাজই ভুল বলা ঠিক হবে না। আর সব ধরণের ভুলের কারণে মুসলিম কাফির, ফাসিক ও পাপী হয় না। বরং আল্লাহ এ উম্মতের ত্রুটি ও ভুলে যাওয়া অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

আল্লাহ স্বীয় গ্রন্থে মু'মিন ও রসূলগণের দুআ প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (البقرة:٢٨٦)

হে আমাদের 'রব'! আমাদেরকে পাকড়াও করো না, যদি আমরা ভুল করি কিংবা ভুলে যাই (বাকারা ২: ২৮৬)।

এ দলা-দলী, যা মুসলিম উম্মাহ ও তাদের আলিম, পন্ডিত, আমীর ও শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে শত্রু কর্তৃক তাদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। অপর দিকে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য পরিত্যক্ত হয়েছে।

যেমন আল্লাহ বলেন,

﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ (المائدة:١٤)

আর যারা বলে "আমরা খ্রিস্টান" আমি তাদের নিকট থেকেও ওয়াদা নিয়েছিলাম। অনন্তর তাদেরকে যা কিছু উপদেশ দেয়া হয়েছিল তার মধ্য হতে তারা নিজেদের এক বড় অংশ হারাতে বসেছে, সুতরাং আমি তাদের পরস্পরের মধ্যে হিংসা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিলাম (মায়িদা ৫ঃ ১৪)।

www.eelm.weebly.com

Contents

যখনই মানুষ আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করেছে তখনই তাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা এবং কাটাকাটি সৃষ্টি হয়েছে। আর যখন বিভিন্ন দল, সংগঠন ও পার্টিতে বিভক্ত হয়েছে তখনই তারা বিপর্যয় ও ধ্বংসলীলায় পতিত হয়েছে।

আর যখনই তারা একটি দলে সমবেত হয়েছে তখনই তারা সৎপরায়ণ হয়েছে ও ওহীর বিধানে রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছে; কেননা এক দলে থাকে রহমত। বিভক্ত হওয়া, দলাদলী করা ও মুসলিম সমাজে ফাটল সৃষ্টি করা শাস্তি যোগ্য অপরাধ। আর একতাবদ্ধতার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ حَقَّ تُقَاتِه وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُوْنَ، وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِه إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِّنْهَا ا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِه لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ، وَلْتَكُنْ مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ﴾ (آل عمران:١٠٢-١٠٤)

হে ঈমানদারগণ! তোমরা প্রকৃত ভীতি সহকারে আল্লাহকে ভয় কর এবং মুসলিম হওয়া ব্যতীত মরিও না। আর তোমরা এক যোগে আল্লাহর রুজ্জু দৃঢ় ভাবে ধারণ কর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না; এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর যে নি'মাত রয়েছে তা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে তখন তিনিই তোমাদের অন্তঃকরণে প্রীতি স্থাপন করেছিলেন, তারপর তোমরা তার অনুগ্রহে ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হলে এবং তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তাথেকে রক্ষা করলেন; এভাবে আল্লাহ তোমাদের স্বীয় নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করেন যেন তোমরা সুপথ প্রাপ্ত হও এবং তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল হোক, যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে ও ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে তারাই সুফল প্রাপ্ত। (আল ইমরান ৩:১০২-১০৪)।

www.eelm.weebly.com

Contents

সুতরাং ন্যায়ের নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্যেই ঐক্য ও দলবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ **এবং মতবিরোধ** ও দলাদলী বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা। অন্যায়ের প্রতিবাদের **উদ্দেশ্য হলো** ঃ শরীয়ত বর্হিভূত কাজের জন্য শাস্তি প্রয়োগ করা।

মূসা (আঃ) প্রসঙ্গে নবী (ﷺ)বলেছেন ঃ

"وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة"

তিনি তার জাতির জন্যে বিশেষ নবী হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন[41]। পক্ষান্তরে আমাকে সমগ্র মানব জাতির জন্যে প্রেরণ করা হয়েছে। মুহাম্মদ (ﷺ) মানুষ ও জ্বীন উভয় জাতীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন।

ওলী আওলিয়াদের বিষয়ে আবশ্যিক আক্বীদা হলো, প্রতি সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা হলো আলিম, নেতা ও পন্ডিতবর্গ। তারা সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব দিবে, সৎ কাজের আদেশ করবে, অসৎ কাজের নিষেধ করবে। আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশসমূহ পালনের জন্যে জনসমাজকে নির্দেশ দিবে। আল্লাহ ও তার রসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াবলী হতে তাদেরকে দূরে থাকার জন্যে নিষেধ করবে। সুতরাং ওলী আওলিয়াদের প্রথম কাজ হলো ইসলামের বিধিবিধান পালন করা; আর তা হলো সঠিক সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করা, নিয়মিত সুন্নাত সলাত আদায় করা, যথাঃ দুই ঈদ, সূর্য, চন্দ্র গ্রহনের সলাত, ইস্তিস্কা, তারাবী, জানাযা ও অন্যান্য সালাত, অনুরূপ ভাবে শরীয়ত সম্মত সদক্বা-দান করা, শরীয়ত নির্ধারিত সওম পালন করা, বায়তুল হারাম শরীফে হজ্ব সম্পাদন করা।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্র প্রতি, তার ফেরেস্তাদের প্রতি, তার কিতাবের প্রতি, তার রসূলদের প্রতি, শেষ দিবসের প্রতি, ভাগ্যের ভাল মন্দের প্রতি ঈমান আনা। আর যথার্থ মুহ্সিন এর পদমর্যদা লাভ করা। আর তা হলো এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করা যেন সে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে। যদিও সে তাকে দেখতে পাচ্ছে না তাহলে তিনি অবশ্যই তাকে দেখছে এ দৃঢ় মনোবল হৃদয়ে রাখা। প্রকাশ্য ও গোপনে পালনীয় রসূলের সব নির্দেশ বাস্তবায়ন করা যথা আল্লাহর জন্যে দ্বীনকে নির্ভেজাল করা, আল্লাহরই উপরে ভরসা করা, সকলের চেয়ে আল্লাহ ও তার রসূলকে বেশী ভালবাসা,

---

41. বুখারী : ৪৩৮।

www.eelm.weebly.com

Contents

আল্লাহর রহমতের আশাবাদী হওয়া, তার আযাবকে ভয় করা। আল্লাহর বিধানের জন্যে ধৈর্য ধারণ করা, আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা, সত্য কথা বলা, কৃত ওয়াদা পালন করা, যথাস্থানে আমানত সমূহ আদায় করা, বাবা-মার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, কল্যাণ ও তাক্বওয়ার কাজে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করা, প্রতিবেশী, ইয়াতিম, মিসকীন, মুসাফির, স্বামী-স্ত্রী ও দাস-দাসীর প্রতি ইহসান-সৎ আচরণ করা, কথা ও কাজে ইনসাফ করা, উত্তম চরিত্র অক্ষুন্ন রাখা-যথাঃ তোমার সঙ্গে যে আত্মীয় সম্পর্ক রাখতে চায় না তার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট রাখ, তোমাকে যে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দান কর। তোমাদের প্রতি যে জুলুম করে তাকে ক্ষমা করে দাও।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ، وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ، إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِيْ الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ﴾

(الشورى: ٤٠–٤٣)

আর খারাপের প্রতিদান হলো অনুরূপ খারাপ। অতঃপর যে ক্ষমা করে এবং সমঝোতা ও মিমাংসা করে, তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর কেউ অত্যাচারিত হয়ে নিজের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা নিলে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। অভিযোগ তো হলো তাদের বিরূদ্ধে যারা মানুষের প্রতি অত্যাচার করে ও পৃথিবীতে অন্যায় ভাবে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি (অত্যাচারিত হওয়ার পরও) ধৈর্য্য ধারণ করে ও ক্ষমা করে দেয়, তাহলে তা অবশ্যই দৃঢ় চিত্ততার কাজ। (শুরা ৪২:৪০-৪৩)।

আর আল্লাহ ও তার রসূল যে সকল মুনকার তথা অন্যায় কাজের নিষেধ করেছেন, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় হলো আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা। শিরক

www.eelm.weebly.com

Contents

হলো আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে ডাকা যথা সূর্য, চন্দ্র, পূণ্যবান কোন ব্যক্তি, জ্বীন সম্প্রদায় এর কাউকে, উপরোক্ত ব্যক্তি ও বস্তুর মুর্তি, ভাস্কর্য ও তাদের কবরকে, এ ছাড়াও অন্য কিছুকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে ডাকা, তার কাছে সাহায্য চাওয়া, তার জন্যে সিজদা দেওয়া এ সব ও অনুরূপ বস্তু ঐ শিরকের অন্তর্ভূক্ত যা সকল রসূলের ভাষায় আল্লাহ হারাম করে দিয়েছেন।

আল্লাহ অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা হারাম করেছেন, মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে খাওয়া হারাম করেছেন। চাই তা লুণ্ঠন, সুদের আদান প্রদান ও জুয়া খেলা বা অন্য যে কোন মাধ্যমে হোক না কেন ; যেমন ঐ ব্যবসা ও লেনদেন যা রসূল (ﷺ) নিষেধ করেছেন। অনুরূপভাবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, ওজনে-মাপে কম দেওয়া, অন্যায়ভাবে পাপ ও খারাপ কাজ করা।

তদ্রূপ না জেনে আল্লাহর উপর কোন কথা আরোপ করাও কোন ব্যক্তির জন্য ঠিক নয়। মহামহিম আল্লাহ তা হারাম করে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ ও তার রসূলের নামে এমন দুর্বল হাদীস বর্ণনা করা; যার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সে জানে না অথবা আসমান থেকে অবতীর্ণ কিতাব আল কুরআন ও রসূল (ﷺ) হাদীস বিবর্জিত আল্লাহর গুণাবলী বর্ণনা করা। চাই তা আল্লাহর জন্যে অশোভনীয় গুণাবলী বা আল্লাহকে গুণহীন প্রমাণ করার জন্যে হোক না কেন। যেমন করে জাহমিয়াগণ বলে থাকে, আল্লাহ আরশের উপরও নেই, আসমানের উপরও নেই। তাকে আখেরাতেও দেখা যাবে না, তিনি কথা বলবেন না এবং কাউকে ভালও বাসবেন না। এ সবই হলো আল্লাহ ও তার রসূলের উপর সীমাহীন অত্যাচার ও অপবাদ। অথবা আল্লাহর গুণাবলী প্রমাণ করা ও তার সাদৃশ্য বর্ণনার জন্যে হাদীস জাল করা। যেমন বর্ণনা করা তিনি জমীনে চলাচল করেন। সৃষ্ট জীবের সঙ্গে বসেন, তাকে প্রকাশ্য চোখ দিয়ে দেখা, আসমান সমূহ তাকে বেষ্টন করে ও ঘিরে আছে, তিনি সৃষ্টি জীবের সাথে মিশে গিয়েছেন এরূপ অসংখ্য মিথ্যা রটনা, অপবাদ, মিথ্যাচার আল্লাহর উপর আরোপ করা।

তেমনিভাবে ঐসব বিদআতসমূহ যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল শরীয়তে অনুমোদন করেননি। যেমনঃ

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

www.eelm.weebly.com

Contents

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوْا لَهُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ (الشورى:٢١)

তাদের কি কোন শরীক আছে যারা দ্বীনের বিষয়ে বিধি বিধান প্রণয়ন করবে যে বিষয়ে আল্লাহ কোন অনুমতি প্রদান করেননি (শুরা ৪২:২১)।

সুতরাং আল্লাহ তার মুমিন বান্দার জন্যে ইবাদত সমূহ বিধিবদ্ধ করেছেন। সে ইবাদত অকেজো করে দেওয়ার জন্যে শয়তান নতুন নতুন ইবাদত সমূহ আবিষ্কার করেছে, শয়তান তাদের জন্যে প্রকাশ্যে ইবাদত তৈরী করেছে। যথা আল্লাহ তাদের জন্যে শরীয়ত নির্ধারিত করেছেন যে, এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং কাউকে তার সঙ্গে শরীক করবে না।

শয়তান তাদের জন্যে বহু অংশীদার বিধিবদ্ধ করেছে। আর তা হলো আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদত করা ও তার সঙ্গে শরীক করা। আল্লাহ তাদের জন্য নিম্ন বিষয়াবলী নির্ধারিত করেছেন। যথা পাঁচ ওয়াক্ত সলাত, তাতে কুরআন পঠন ও শ্রবণ করা, সলাতের বাইরে কুরআন শ্রবণের জন্যে একত্রিত হওয়া।

আল্লাহ তার রসূল (ﷺ) এর প্রতি প্রথম যে সুরা অবতীর্ণ করেছেন তাতেও পড়ার কথা বলেছেন।

এরশাদ হচ্ছে ঃ

﴿اقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ﴾ (العلق:١)

পড়ুন সেই রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। (আলাক ৯৬ঃ ১)।

এই সূরার শুরু ক্বিরাত তথা পঠন দ্বারা এবং সমাপনী সিজদা দ্বারা। যথাঃ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ (العلق:١٩)

সিজদা কর ও তার নিকটবর্তী হও (আলাক ৯৬ঃ ১৯)।

সেই জন্য সলাতের মধ্যে সবচেয়ে বড় যিকির হলো কুরআন তেলাওয়াত করা। আর সবচেয়ে বড় কাজ হলো এক আল্লাহর জন্যে সিজদায় অবনত হওয়া যার কোন শরীক নেই।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا﴾ (الإسراء:٧٨)

www.eelm.weebly.com

Contents

আর, ফজরের কুরআন তেলাওয়াত, নিশ্চয় ফজরের কুরআন তেলাওয়াত সাক্ষী হয়। (বানী ইসরাইল ১৭ঃ ৭৮)

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন আরো বলেন,

﴿وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (الأعراف:٢٠٤)

আর, যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হয় তখন গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং নিরব থাক যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ অবতীর্ণ করা হয় (আরাফ ৭ঃ ২০৪)।

রসূল (ﷺ) এর সাহাবাগণ যখন একত্রিত হতেন তখন তাদের মধ্যে একজনকে আমীর নির্ধারণ করা হত যিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন, বাকীরা শুনতেন। উমার বিন খাত্তাব (রাঃ) আবু মূসা (রাঃ)-কে বলতেন, হে আবু মুসা! আমাদের 'রব'-কে স্মরণ কর। তখন তিনি কুরআন পাঠ করতেন। আর তিনি তা গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন। একদা নবী (ﷺ) আবু মূসার পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় তার কুরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলেন। তখন নবী (ﷺ) গভীর মনোযোগ সহকারে তার কুরআন তেলাওয়াত শুনলেন।

রসূল (ﷺ) বললেন,

"يا أبا موسى مررت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك"

হে আবু মুসা, গত রাতে তোমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম আর তুমি কুরআন তেলাওয়াত করছিলে। আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে তোমার কুরআন তেলাওয়াত উপভোগ করেছি। আবু মুসা বলেন, আমি যদি জানতাম যে, আপনি আমার কুরআন তেলাওয়াত উপভোগ করছেন; তাহলে আপনাকে আমি আরো আনন্দিত করতাম।

রসূল (ﷺ)বলেন,

"لله أشد أذنا إلى الرجل يحسن صوته بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته

আল্লাহ তা'আলা একজন কুরআন তিলাওয়াতকারী থেকে অন্য তিলাওয়াতকারীর প্রতি গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করেন যিনি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত করেন[42]।

---

[42] আহমাদ : ৬/১৯, ইবনে মাজাহ : ১৩৪০।

www.eelm.weebly.com

Contents

পক্ষান্তরে মুশরিকদের শ্রবণ বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (الأنفال:٣٥)

বায়তুল্লাহর নিকট তাদের সলাত ছিল শিষধ্বনি ও হাত তালি (আন-ফাল ৮: ৩৫)

সালাফগণ বলেন, আল মুকায়া অর্থ শিষ। আর তাছদিয়্যাহ অর্থ করতালি। মুশরিকগণ মাসজিদুল হারামে সমবেত হয়ে হাত তালি ও শিষধ্বনি, হুইসেল দিত। আর এটাকেই তারা ইবাদত ও সলাত হিসাবে গণ্য করত। মহামহিম আল্লাহ এহেন কাজের তীব্র তিরস্কার করেছেন। এ ধরনের বাতিল কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

পক্ষান্তরে, চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে গান শ্রবণ করা, কেবল মাত্র স্ত্রী ও শিশুদের জন্যেই বৈধ। যেমন এ মর্মে আসার (সাহাবীদের কথা, কাজ ও সমর্থনকে আসার বলে) বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম শাশ্বত পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এতে কোনরূপ সংকীর্ণতা নেই। আর দ্বীনের অন্যতম খুটি হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয সলাত। এর প্রতি যত্নবান হওয়া মুসলিমের উপর ওয়াজিব। এছাড়া গান বাজনা ইত্যাদির প্রতি যত্নবান হওয়া বৈধ নয়।

উমর বিন খাত্তাব (রাঃ) তার কর্মচারীদের প্রতি এ মর্মে চিঠি লিখতেন যে, আমার নিকট আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সলাত আদায় করা। সুতরাং যে ব্যক্তি তার হেফাযত করল ও যথারীতি পালন করল সে তার দ্বীনকে সংরক্ষণ করল ও দ্বীন কায়েম করল। আর যে এটাকে নষ্ট করল তার পক্ষে অন্যসব কাজ নষ্ট করা অধিকতর সহজ। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সর্ব প্রথম ওয়াজিবকৃত ইবাদত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সলাত। মিরাজের রজনীতে রসূল (ﷺ) এই ওয়াজিবকৃত সলাতের দায়িত্ব পান।

পৃথিবীর মায়া ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত নবী (ﷺ) উম্মতকে সলাতের অসিয়ত করেছেন। তিনি বার বার বলেছেন।

"الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم" (أحمد، وأبوداود)

সলাতের প্রতি যত্নবান হও! সলাতের ব্যাপারে সতর্ক হও এবং তোমাদের কৃতদাসীর প্রতি যত্নবান হও[43]। বান্দার আমল সমূহের মধ্যে সর্ব প্রথম

[43] . আহমদ : ৬/২৯০, ও আবু দাউদ : ৫১৫৬।

www.eelm.weebly.com

Contents

হিসাব নেওয়া হবে সলাতের। শেষ পর্যন্ত দ্বীন থেকে সলাত বের হয়ে যাবে। যখন সলাত চলে যাবে তখন পূর্ণাঙ্গ দ্বীনই তার কাছ থেকে চলে যাবে। এটি দ্বীনের মৌলিক খুঁটির অন্যতম। যখনই কারো সলাত চলে যাবে তখনই তার দ্বীন চলে যাবে।

নবী (ﷺ)বলেছেন ঃ

"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"

সকল ধর্মের মূল হলো ইসলাম। ইসলামের প্রধান ও মূল খুঁটির অন্যতম হলো সলাত। আর এর সর্বোচ্চ চুড়া হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ[44]।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (مريم:٥٩)

তাদের পর আসলো অপদার্থ উত্তরসুরীগণ, যারা সলাত নষ্ট করলো ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো ; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (মারয়াম ১৯ঃ ৫৯)।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, নষ্ট করা অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া। আর যদি তারা সলাত পরিত্যাগ করে তাহলে অবশ্যই কাফির হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة:٢٣٨)

তোমরা সলাতের হেফাযত কর এবং হেফাযত কর মধ্যবর্তী সলাতের। (বাকারা ২ঃ ২৩৮)

সলাতের যত্ন নেওয়া হলো সঠিক সময়ে তা সম্পাদন করা।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾ (الماعون:٤-٥)

ঐ সকল সলাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস। যারা তাদের সলাত বিষয়ে উদাসীন (মাউন ১০৭ঃ ৪-৫)।

---

[44]. আহমাদ : ৫/২৩১, তিরমিযী : ২৬১৬।

www.eelm.weebly.com

এরা হলো ঐসব লোক যারা সলাত বিলম্বে আদায় করে অর্থাৎ যখন সলাতের ওয়াক্ত চলে যায় তখন পড়ে। মুসলিমগণ একমত যে, দিনের সলাতকে দেরি করে রাতে পড়া যায়েজ নেই। অনুরূপভাবে রাতের সলাত বিলম্ব করে দিনে আদায় করা বৈধ নয়। এটি মুসাফির, অসুস্থ ও মুকিম কারো জন্যেই বৈধ নয়।

তবে কোন মুসলিমের বিশেষ প্রয়োজনে দিনের সলাত যুহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করা যায়েজ আছে। অনুরূপভাবে রাতের সলাত মাগরিব ও এশা এক ওয়াক্তে জমা করে পড়া যায়েজ। এটি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। তেমনি বর্ষা ও অনুরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায়ও দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রিত করে আদায় করা বৈধ।

আল্লাহ মুসলিমদের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন যে, তারা তাদের সাধ্যমত (সময়ে) সলাত আদায় করবে।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابون:١٦)

তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর (তাগাবুন ৬৪: ১৬)।

নবী (ﷺ) বলেন,

"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (البخاري)

আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিই তা সাধ্যমত তোমরা বাস্তবায়ন কর[45]।

পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ তেলাওয়াত, পূর্ণ রুকু ও সাজদাহ সহ সলাত আদায় করা মুসল্লির উপর অপরিহার্য। যদি সে অযু ভঙ্গকারী অথবা অপবিত্র হয় আর যদি পানি না পায় অথবা পানি পাওয়া সত্ত্বেও সে অসুস্থ, ঠাণ্ডা ও অনুরূপ কোন কারণে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা বোধ করে,

এমতাবস্থায় সে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখ মণ্ডল ও হাত মাসাহ করবে। তার পর সে সলাত আদায় করবে। উপরোক্ত কারণে আলিমদের ঐক্যমত অনুযায়ী সলাত বিলম্ব করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কারা অন্তরীণ ব্যক্তি, আটক ও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্থসহ নানা সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি,

---

[45]. বুখারী : ৭২৮৮।

www.eelm.weebly.com

Contents

হিসাব নেওয়া হবে সলাতের। শেষ পর্যন্ত দ্বীন থেকে সলাত বের হয়ে যাবে। যখন সলাত চলে যাবে তখন পূর্ণাঙ্গ দ্বীনই তার কাছ থেকে চলে যাবে। এটি দ্বীনের মৌলিক খুঁটির অন্যতম। যখনই কারো সলাত চলে যাবে তখনই তার দ্বীন চলে যাবে।

নবী (ﷺ)বলেছেন ঃ

"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"

সকল ধর্মের মূল হলো ইসলাম। ইসলামের প্রধান ও মূল খুঁটির অন্যতম হলো সলাত। আর এর সর্বোচ্চ চূড়া হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ[44]।

আল্লাহ তায়ালা স্বীয় গ্রন্থে বলেন,

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ (مريم:٥٩)

তাদের পর আসলো অপদার্থ উত্তরসুরীগণ, যারা সলাত নষ্ট করলো ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো ; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। (মারয়াম ১৯ঃ ৫৯)।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বলেন, নষ্ট করা অর্থ হলো নির্দিষ্ট সময় থেকে বিলম্ব করে পড়া। আর যদি তারা সলাত পরিত্যাগ করে তাহলে অবশ্যই কাফির হবে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

﴿حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى﴾ (البقرة:٢٣٨)

তোমরা সলাতের হেফাযত কর এবং হেফাযত কর মধ্যবর্তী সলাতের। (বাকারা ২ঃ ২৩৮)

সলাতের যত্ন নেওয়া হলো সঠিক সময়ে তা সম্পাদন করা।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُوْنَ﴾ (الماعون:٤-٥)

ঐ সকল সলাত আদায়কারীদের জন্য ধ্বংস। যারা তাদের সলাত বিষয়ে উদাসীন (মাউন ১০৭ঃ ৪-৫)।

[44]. আহমাদ : ৫/২৩১, তিরমিযী : ২৬১৬।

www.eelm.weebly.com

Contents

এরা হলো ঐসব লোক যারা সলাত বিলম্বে আদায় করে অর্থাৎ যখন সলাতের ওয়াক্ত চলে যায় তখন পড়ে। মুসলিমগণ একমত যে, দিনের সলাতকে দেরি করে রাতে পড়া যায়েজ নেই। অনুরূপভাবে রাতের সলাত বিলম্ব করে দিনে আদায় করা বৈধ নয়। এটি মুসাফির, অসুস্থ ও মুকিম কারো জন্যেই বৈধ নয়।

তবে কোন মুসলিমের বিশেষ প্রয়োজনে দিনের সলাত যুহর ও আসর একত্রিত করে আদায় করা যায়েজ আছে। অনুরূপভাবে রাতের সলাত মাগরিব ও এশা এক ওয়াক্তে জমা করে পড়া যায়েজ। এটি মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য। তেমনি বর্ষা ও অনুরূপ অসুবিধাজনক অবস্থায়ও দুই ওয়াক্ত সলাত একত্রিত করে আদায় করা বৈধ।

আল্লাহ মুসলিমদের উপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন যে, তারা তাদের সাধ্যমত (সময়ে) সলাত আদায় করবে।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (التغابون:١٦)

তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর (তাগাবুন ৬৪ঃ ১৬)।

নবী (ﷺ) বলেন,

"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (البخاري)

আমি যখন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে নির্দেশ দিই তা সাধ্যমত তোমরা বাস্তবায়ন কর[45]।

পূর্ণ পবিত্রতা, পূর্ণ তেলাওয়াত, পূর্ণ রুকু ও সাজদাহ সহ সলাত আদায় করা মুসল্লির উপর অপরিহার্য। যদি সে অযু ভঙ্গকারী অথবা অপবিত্র হয় আর যদি পানি না পায় অথবা পানি পাওয়া সত্ত্বেও সে অসুস্থ, ঠাণ্ডা ও অনুরূপ কোন কারণে পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা বোধ করে,

এমতাবস্থায় সে পবিত্র মাটি দ্বারা মুখ মণ্ডল ও হাত মাসাহ করবে। তার পর সে সলাত আদায় করবে। উপরোক্ত কারণে আলিমদের ঐক্যমত অনুযায়ী সলাত বিলম্ব করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে কারা অন্তরীণ ব্যক্তি, আটক ও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ, পক্ষাঘাতগ্রস্থসহ নানা সমস্যা জর্জরিত ব্যক্তি,

---

[45]. বুখারী : ৭২৮৮।

www.eelm.weebly.com

Contents

তাদের অবস্থার আলোকে সলাত আদায় করবে। আর যদি কেউ শত্রু এলাকায় অবস্থান করে তাহলে সে সলাতুল খাওফ বা ভয়ের সলাত আদায় করবে।

আল্লাহ রব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِيْنَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا، وَإِذَا كُنتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُوْنُواْ مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَّاحِدَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَى أَنْ تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلَى جُنُوْبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوْتًا﴾ (النساء: ١٠١-١٠٣)

আর যখন তোমরা ভূপৃষ্টে পর্যটন কর, তখন সলাত সংক্ষেপ (কসর) করলে তোমাদের কোন দোষ নেই, যদি তোমরা আশংকা কর যে, কাফিরগণ তোমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করবে। নিশ্চয়ই অবিশ্বাসীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। আর যখন তুমি তাদের (মু'মিনদের) মধ্যে থাকবে, আর তাদের জন্যে (সলাতে ইমামত করবে) সলাত প্রতিষ্ঠিত করবে, তখন তাদের একদল যেন তোমার সাথে দণ্ডায়মান হয় এবং স্ব স্ব অস্ত্র গ্রহণ করে; অতঃপর যখন সিজদাহ সম্পন্ন করবে তখন যেন তারা তোমার পশ্চাদ্বর্তী হয়; এবং অন্য দল যারা নামায পড়েনি তারা যেন অগ্রসর হয়ে তোমার সাথে নামায পড়ে এবং স্ব স্ব সতর্কতা ও অস্ত্র গ্রহণ করে। অবিশ্বাসীরা ইচ্ছে করে যে, তোমরা স্বীয় অস্ত্র -শস্ত্র ও দ্রব্য সম্ভার সম্বন্ধে অসতর্ক হলেই তারা একযোগে তোমাদের উপর নিপতিত হবে ; এবং তাতে তোমাদের অপরাধ নেই-যদি তোমরা বৃষ্টিপাতে বিব্রত হয়ে অথবা

www.eelm.weebly.com

পীড়িত অবস্থায় স্ব-স্ব অস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং স্বীয় সতর্কতা অবলম্বন কর; এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্যে অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করেছেন। অনন্তর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর তখন দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর; অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হও তখন নামায প্রতিষ্ঠিত কর। নিশ্চয়ই মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে সলাত আদায় করা অবশ্য কর্তব্য। (নিসা ৪ঃ ১০১-১০৩)

মুসলিম শাসকদের প্রতি সকল পুরুষ, মহিলা, শিশুসহ সর্বস্তরের মানুষকে সলাত আদায়ের নির্দেশ জারী করা ওয়াজিব। কেননা,

নবী (ﷺ) বলেছেন,

مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.(أبو داود)

"তোমরা তাদেরকে সাত বছর বয়সে সলাতের আদেশ দাও। দশ বছর বয়সে সে সলাত পরিত্যাগ করলে তাকে বেত্রাঘাত কর, আর তাদের শয্যা পৃথক করে দাও[46]।

সলাতের পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সলাতের কোন একটি হতে যদি বিরত থাকে অথবা কোন একটি ফরয ইবাদত পরিত্যাগ করে, তাহলে মুসলিম উম্মাহ এ মর্মে একমত যে, তার উপর ইসলামী রাষ্ট্রের আদালত কর্তৃক ইসলামে ফিরে আসার সমন জারী হবে। যদি সে তওবা করতঃ স্বদ্বীনে প্রত্যাবর্তন করে তাহলে ভাল। অন্যথায় তাকে হত্যা করতে হবে।

উক্ত উলামাদের মধ্যে কেউ বলেন, সলাত পরিত্যাগকারী দ্বীনচ্যুত কাফির। তার জানাযার সলাত আদায় করা যাবে না এবং মুসলিমদের কবর স্থানে তাকে দাফন করাও যাবে না। কেউ বলেন, ইচ্ছাকৃত সলাত ত্যাগকারী ডাকাত, হত্যাকারী ও বিবাহিত জ্বিনাকারীর ন্যায় হত্যা যোগ্য অপরাধী হবে। সলাত হলো মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তার মর্যাদাও সর্বাধিক। তাই সলাত পরিত্যাগকারীর শাস্তিও উপরোক্ত শাস্তির চেয়েও ভয়াবহ। কেননা সলাত হলো দ্বীনের স্তম্ভ ও খুঁটি। মহামহিম আল্লাহতা'য়ালা এর মর্যাদার জন্য সকল ইবাদতের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কখনো তা এককভাবে

---

[46]. আবু দাউদ : ৪৯৪।

www.eelm.weebly.com

বর্ণনা করেছেন। কখনো যাকাত, সবর, কুরবানী প্রভৃতির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন।

যথাঃ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (البقرة:٤٣)

আর তোমরা সলাত কায়েম কর ও যাকাত দাও (বাকারা ২ঃ ৪৩)।

আল্লাহ্ আরো বলেন,

﴿ وَاسْتَعِيْنُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ﴾ (البقرة:٤٥)

তোমরা ধৈর্য ও সলাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। এটি বড়ই কঠিন; তবে বিনয়ী ব্যক্তিদের কথা আলাদা (বাকারা ২ ঃ ৪৫)।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন

﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ (الكوثر:٢)

সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশ্যে সলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (কাউসার ১০৮ঃ ২)।

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ﴾ (الأنعام٦ :١٦٢-١٦٣)

বল, নিশ্চয় আমার সলাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের রব আল্লাহ্‌র জন্য। তার কোন শরীক নেই। আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর আমিই সর্বপ্রথম মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী)। (আনয়াম ৬: ১৬২-১৬৩)।

আর কখনো ভাল আমল দ্বারা শুরু করেছেন এবং সলাত দ্বারা সমাপনী করেছেন। যেমন সূরা মা'আরিজ এ বর্ণিত হয়েছে

﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ، لِّلْكَافِرِيْنَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ، مِّنَ اللهِ ذِى الْمَعَارِجِ ، تَعْرُجُ الْمَلاَئِكَةُ وَ الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلا ، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا ، وَّ نَرَاهُ قَرِيْبًا ، يَوْمَ

www.eelm.weebly.com

تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ، وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ، وَلا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ، يُبَصَّرُوْنَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيْهِ ، وَصَاحِبَتِهِ وَ اَخِيْهِ ، وَ فَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُؤْوِيْهِ ، وَمَنْ فِىْ الاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ يُنْجِيْهِ ، كَلاَّ اِنَّهَا لَظٰى ، نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ، تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَ تَوَلّٰى ، وَ جَمَعَ فَاَوْعٰى ، اِنَّ الاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ، اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ، وَ اِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ، اِلاَّ الْمُصَلِّيْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلاتِهِمْ دَائِمُوْنَ ﴾

(المعارج: ١-٢٣)

এক ব্যক্তি জানতে চাইল সে আযাব সম্পর্কে যা অবশ্যই সংঘটিত হবে। কাফিরদের জন্য তা প্রতিরোধ করার কেউ নেই। সে শাস্তি আসবে আল্লাহর নিকট হতে যিনি (উচ্চ মর্যাদার অধিকারী) উর্ধ্ব গমনের পথগুলোর মালিক। ফেরেশতা এবং রূহ (জিবরীল) আল্লাহর দিকে আরোহণ করবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। সুতরাং (হে নবী) ধৈর্য ধারণ করুন সুন্দর ও উত্তম ভাবে। তারা সে দিনটিকে অনেক দূরে মনে করছে। কিন্তু আমি তা নিকটে দেখতে পাচ্ছি। সে দিন আকাশ হবে গলিত রূপার মত, আর পাহাড়গুলো হবে রঙ্গিন পশমের মত, সে দিন কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খবর নিবে না, যদিও তাদেরকে মুখোমুখী দৃষ্টির সম্মুখে রাখা হবে, সে দিন অপরাধী ব্যক্তি আযাব থেকে বাঁচার জন্য বিনিময়ে তার সন্তানকে দিতে চাইবে, তার স্ত্রী ও ভাইকে, আর তার আত্মীয় স্বজনদের যারা তাকে আশ্রয় দিত। এমনকি পৃথিবীর সকলকে, যাতে তা (উক্ত আযাব) থেকে তাকে রক্ষা করতে পারে। না, কক্ষনো নয়, ওটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা, যা চামড়া তুলে দিবে, জাহান্নাম সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে পেছনে ফিরে গিয়েছিল (আল্লাহর হুকুম থেকে) এবং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে সম্পদ জমা করত, অতঃপর তা আগলে রাখত, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে খুবই অস্থির মনা করে, বিপদ তাকে স্পর্শ করলে সে উৎকন্ঠিত হয়, কল্যাণ তাকে স্পর্শ করলে সে হয়ে পড়ে অতি কৃপণ, তবে সলাত আদায়কারীরা এমন নয়। যারা তাদের সলাতে স্থির সংকল্প (সূরা মা'আরিজ ৭০: ১ - ২৩)

www.eelm.weebly.com

Contents

সূরা মু'মিনুনের শুরুতে বর্ণিত হয়েছে- আল্লাহ্ রব্বুল আ'লামিন বলেন,

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ، الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلاَتِهِمْ خَاشِعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ، إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ، وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ، أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ، الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ﴾ (المؤمنون:١-١١)

অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মু'মিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সলাতে। যারা অসার কার্য-কলাপ হতে বিরত থাকে। যারা যাকাত দানে সক্রিয়। যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত দাসীগণ ব্যতীত, এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। সুতরাং কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে তারা হবে সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। আর যারা নিজেদের সলাতে যত্নবান থাকে। তারাই হবে উত্তরাধিকারী। তারা ফিরদাউসের উত্তরাধিকার লাভ করবে, যাতে তারা চিরস্থায়ী হবে। মু'মিনুন ২৩ঃ ১-১১ আয়াত

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট আকুল আবেদন, তিনি যেন এর বিনিময়ে আমাকে ও আপনাদেরকে ঐ সকল ব্যক্তিদের ওয়ারিস করেন যারা চিরস্থায়ী ভাবে জান্নাতুল ফিরদাউস লাভে ধন্য হয়েছেন। আর তিনি যেন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দ্বারা আমার আপনাদের ও সকল মু'মিন ভাইদের আমলনামা সমৃদ্ধ করেন।

وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

আপনাদের প্রতি আল্লাহর রহমত ও বরকতের ধারা বর্ষিত হোক। সকল প্রশংসা এক আল্লাহর জন্যে। আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ), তার বংশধর ও সহচরদের প্রতি শান্তি ও অফুরন্ত রহমত অবতীর্ণ হোক। আমীন।

www.eelm.weebly.com

Contents

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত একটি কল্যাণমুখী, অরাজনৈতিক, অলাভজনক বেসরকারী দাতব্য প্রতিষ্ঠান। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সোসাইটি অ্যাক্টের অধীনে (এস-৮৯২৪/২০০৯ তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারী ২০০৯) এটি রেজিস্ট্রিকৃত।

উদ্দেশ্য-লক্ষ্য :

১। দরিদ্র ও দুঃস্থ জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান।

২। ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার ও গবেষণা করা।

৩। দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় সহযোগিতা দান।

৪। ইসলামী বই পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ করা, সংকলন করা ও প্রকাশ করা।

৫। ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান করা ।

৬। দারিদ্র্য দূরীকরণে সহযোগিতা করা।

৭। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

৮। একই উদ্দেশ্য সংবলিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা, সহযোগিতা, সমন্বয় ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা।

৯। একতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্মোদ্যোগের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এলাকার তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করা।

কর্মসূচী

ক. দরিদ্র ও দুঃস্থ জনসাধারণকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য 'হাসপাতাল নির্মাণ প্রকল্প'।

খ. দুর্গত এলাকায় বিনামূল্যে ঔষধ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান।

গ. পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জ্ঞানের বিকাশ সাধন করা।

ঘ. পাঠাগারভিত্তিক গণশিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা।

ঙ. বয়স্ক শিক্ষা এবং বস্তিপর্যায়ে শিক্ষা ও সেবা কার্যক্রম চালু করা।

www.eelm.weebly.com

Contents

চ. সেলাই মেশিন, কম্পিউটার, হাঁস-মুরগী পালন ও মাছ চাষের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

ছ. শিক্ষা ও গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা। যেমন- জুনিয়র স্কুল, মক্তব, হাইস্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ। (যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে)।

জ. গবেষণা-ইসলামের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করা ও পুস্তকাকারে প্রকাশ করা।

ঝ. মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করা।

ঞ. দুঃস্থ ও অসহায় ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা।

ট. সংশ্লিষ্ট বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করা। যেমন- এতিমখানা, দুঃস্থ ও দুর্গত আশ্রয় কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্র (যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে)।

ঠ. দুর্গত এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

ড. জন সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অসামাজিক কার্যকলাপ, মাদকদ্রব্য ও ধূমপান বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলা।

ঢ. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দেশের অবহেলিত, বঞ্চিত ছিন্নমূল টোকাই শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিবেশগত মান উন্নয়ন করা।

ণ. লাঞ্ছিত, বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত ব্যক্তি অথবা জনগোষ্ঠীর স্বপক্ষে যে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

www.eelm.weebly.com

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন-এর উদ্দেশ্য-লক্ষ্য :

১. দরিদ্র ও দুঃস্থ জনসাধারণকে চিকিৎসা সেবা প্রদান।
২. ইসলামের মৌলিক আদর্শের প্রচার ও গবেষণা।
৩. দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় সহযোগিতা প্রদান।
৪. ইসলামী বই পুস্তক, সাময়িকী ও প্রচার পুস্তিকা অনুবাদ, সংকলন ও প্রকাশ।
৫. ইসলাম বিষয়ক গবেষণার জন্য বৃত্তি প্রদান।
৬. দারিদ্রতা দূরীকরণে সহযোগিতা।
৭. প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।
৮. একই উদ্দেশ্য সম্বলিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা, সহযোগিতা, সমন্বয় ও কৌশলগত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করা।
৯. একতা, শৃঙ্খলা, সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবী কর্মোদ্যোগের দ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এলাকার তথা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করা।

সালাফী রিসার্চ ফাউন্ডেশন